মোনাজাতে মকবুল
ও
হেজবুল বাহার

বাংলা তরজমা

www.muslimdm.com

হামিদিয়া লাইব্রেরী লিমিটেড
৬৫, চক সারকুলার রোড, ঢাকা-১২১১।

www.muslimdm.com

মোনাজাতে মকবুল

ও

হেজবুল বাহার

(ইহাতে আরও পাইবেন)

- আল্লাহ্ তায়ালার ৯৯ নাম,
- কবর যিয়ারতের নিয়ম,
- বিবাহ পড়াইবার নিয়ম,
- ছালাতুত্ তাসবীহ্র নিয়ম,
- কাফন-দাফনের নিয়ম,
- মৌলুদ শরীফের নিয়ম,
- ১২৮টি দোয়ায়ে মাছুরা,
- তওবার নিয়ম,৬টি কালেমা,

মূল ঃ

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ)

অনুবাদক ঃ

ছুফীকুল শিরোমণি আলেমে হাক্কানী হযরত মাওলানা

শামছুল হক ফরিদপুরী (রঃ)

(প্রাক্তন প্রিন্সিপাল জামেয়া কোরআনিয়া, ঢাকা)

ও

মাওলানা আজিজুল হক সাহেব

মোহাদ্দেছ জামেয়া রহমানিয়া মোহাম্মদ পুর ঢাকা

হামিদিয়া লাইব্রেরী লিমিটেড

৬৫, চক সারকুলার রোড, ঢাকা-১২১১

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

প্রকাশক ঃ

গোলাম রাব্বানী
হামিদিয়া লাইব্রেরী, লিমিটেড
৬৫, চক সারকুলার রোড, ঢাকা-১২১১
বাংলাদেশ।
দূরালাপনী ঃ ৭৩১৪৪০৮

একাদশ সংস্করণ
তারিখ ঃ সেপ্টেম্বর ২০০৫ইং

হাদিয়া ঃ ৯০.০০ টাকা

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রণে ঃ গোলাম মারুফ
হামিদিয়া প্রেস
৫০, হরনাথ ঘোষ রোড, ঢাকা-১২১১
বাংলাদেশ।

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

সূচী পত্র

বিষয় — পৃষ্ঠা

- দোয়ার ফজীলত ৮
- দোয়া কবুল হওয়ার আদব ১৪
- দোয়া কবুল হওয়ার বিশেষ বিশেষ সময় ১৬
- দোয়া কবুল হওয়ার বিশেষ বিশেষ স্থান....................১৭
- যে সব লোকের দোয়া কবুল হয় তাহার বয়ান ১৮
- প্রথম মঞ্জিল (শনিবার)..................................১৯
- দ্বিতীয় মঞ্জিল (রবিবার) ৩৭
- তৃতীয় মঞ্জিল (সোমবার ৫৫
- চতুর্থ মঞ্জিল (মঙ্গলবার) ৭১
- পঞ্চম মঞ্জিল (বুধবার)...................................৮৮
- ষষ্ঠ মঞ্জিল (বৃহস্পতিবার)...............................১০৩
- সপ্তম মঞ্জিল (শুক্রবার).................................১১৯
- বিশেষ বিশেষ দোয়া ১৩২
- আল্লাহ্র ৯৯ নাম ১৩২
- আউয়াল কালেমা তৈয়্যেব ১৩৬
- দুয়ম কালেমা শাহাদাত ১৩৬
- ছুয়ম কালেমা তমজীদ ১৩৬
- চাহারম কালেমা তৌহীদ..................................১৩৭
- ঈমানে মুজমাল ১৩৭
- ইমানে মুফাচ্ছাল ১৩৮
- অজুর দোয়া ১৩৯
- হাত ধোয়ার দোয়া.......................................১৪০
- কুলি করিবার দোয়া ১৪০
- নাকে পানি দেওয়ার দোয়া ১৪০
- মুখ ধুইবার দোয়া ১৪১
- ডান হাত ধোয়ার দোয়া ১৪১
- বাম হাত ধোয়ার দোয়া ১৪১
- মাথা মাছেহ করার দোয়া ১৪১
- কান মাছেহ করার দোয়া.................................১৪২
- গরদান মাছেহ করার দোয়া ১৪২
- ডান পা ধোয়ার দোয়া....................................১৪২
- বাম পা ধোয়ার দোয়া....................................১৪৩
- ওজু শেষের দোয়া ১৪৩
- তাহাজ্জুদের দোয়া ১৪৪

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
ঘর হইতে বাহির হওয়ার দোয়া	১৪৫
ফজরের নামাযের দোয়া	১৪৬
মসজিদে ঢুকিবার দোয়া	১৪৭
মসজিদ হইতে বাহির হইবার দোয়া	১৪৭
মসজিদে যাইবার সময় দোয়া	১৪৭
নামাজের পর দোয়া	১৪৮
মাগরেব ও ফজরের অজিফা	১৪৯
যাকাত দাতার দোয়া	১৪৯
যাকাত গহীতার দোয়া	১৪৯
জানমাল ও ফরজন্দের হেফাজতের দোয়া	১৫০
ক্ষতি ও অনিষ্ট হইতে রক্ষার দোয়া	১৫০
দিনের শুরুতে দোয়া	১৫১
নাশ্তা করিবার দোয়া	১৫২
মৃত্যুর আলামতের দোয়া	১৫২
রোজার এফতারের দোয়া	১৫৩
খানা খাইবার দোয়া	১৫৩
খানা খাইয়া দোয়া	১৫৪
দাওয়াত খাইয়া দোয়া	১৫৫
নূতন কাপড় পরিবার দোয়া	১৫৫
এস্তেখারার নামায ও দোয়া	১৫৬
নবজাত শিশুর মুখ মিঠা করার দোয়া	১৫৭
সন্তান ভূমিষ্টের মোবারকবাদের দোয়া	১৫৮
মোবারকবাদ গ্রহণকারীর দোয়া	১৫৮
নূতন দুলাকে দোয়া দেওয়া	১৫৮
দুলা-দুলহানের প্রথম মোলা কাতের দোয়া	১৫৯
স্ত্রী সহবাসের পূর্বে দোয়া	১৫৯
বিদায় দান করার দোয়া	১৬০
যানবাহনে চড়িবার দোয়া	১৬০
ছফর আরম্ভের দোয়া	১৬১
ছফর হইতে ফিরিবার দোয়া	১৬১
নৌকা বা জাহাজে চড়িতে দোয়া	১৬১
কোন শহরে প্রবেশ করিলে দোয়া	১৬২
কোন জায়গায় মঞ্জিল করিলে দোয়া	১৬৩
নূতন মুসলমান হইলে দোয়া	১৬৩
বিপদে পড়িলে বা বিপদের আশঙ্কা হইলে দোয়া	১৬৪

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
জালেমের ভয় হইলে দোয়া	১৬৪
ভূত পিশাচ দেখিলে	১৬৫
কোন কাজ মুশকিল হইলে	১৬৫
কোন কঠিন কাজ সম্মুখে আসিলে দোয়া	১৬৬
তওবার নিয়ম	১৬৬
অনাবৃষ্টি হইলে এই দোয়া	১৬৭
মেঘ দেখিলে এই দোয়া	১৬৭
বৃষ্টি আসিলে এই দোয়া	১৬৮
বজ্রের গর্জন শুনিলে দোয়া	১৬৮
মোরগের বাগ শুনিয়া দোয়া	১৬৮
কুকুর বা গাধার আওয়াজ শুনিয়া দোয়া	১৬৯
সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের দোয়া	১৬৯
নূতন চন্দ্র দেখিয়া দোয়া	১৬৯
যে কোন সময় চন্দ্র দেখিয়া	১৭০
শবে কদরের দোয়া	১৭০
আয়নায় মুখ দেখিবার সময়	১৭০
কান শো শো করিলে দোয়া	১৭০
কোন মুসলমান হাসিলে	১৭১
উপকারীকে দোয়া	১৭১
পাওনা টাকা পাইবার দোয়া	১৭১
যে কোন নেয়ামত পাইলে	১৭১
মনের বিরুদ্ধে কিছু ঘটিলে	১৭২
মনে খারাব অছঅছা আসিলে	১৭২
মজলিস হইতে উঠিবার সময়	১৭২
বাজারে যাইবার সময় দোয়া	১৭৩
বাজারে যাইয়া দোয়া	১৭৪
সালাতুত্ তাছবীহ	১৭৪
হাঁচি দেওয়ার আদব	১৭৮
হাই আসিলে	১৭৯
নূতন ফল বা ফসল পাইলে	১৮০
রোগগ্রস্ত ও বিপদগ্রস্তকে দেখিলে	১৮০
কোন বস্তু হারাইয়া গেলে	১৮০
মনের অছঅছা দূর করিবার	১৮১
নজর লাগার সন্দেহ হইলে	১৮১
জ্বিনের দৃষ্টি বা পাগল হইলে	১৮২

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
◎ বিষাক্ত জন্তুতে বিষ দিলে	১৮২
◎ আগুনে পুড়িলে	১৮৩
◎ ঘরে আগুন লাগিলে	১৮৩
◎ পাথরীর বেদনা হইলে	১৮৩
◎ ফোড়া ফুঁসি জখম হইলে	১৮৪
◎ শরীরে বেদনা হইলে	১৮৪
◎ চোখ উঠিলে বা শরীর দুর্বল লাগিলে	১৮৪
◎ মস্তিস্কের শক্তির জন্য	১৮৪
◎ জ্বর হইলে	১৮৫
◎ রোগী দেখিতে গিয়া পড়িবে	১৮৫
◎ আত্মীয় মরিয়া গেলে	১৮৫
◎ বীজ বপন করিবার সময়	১৮৬
◎ ক্ষেতের ফসল কাটিবার সময়	১৮৬
◎ সাপের ভয় পাইলে	১৮৭
◎ শত্রু হইতে আত্মরক্ষার জন্য	১৮৭
◎ প্রত্যেক নামাজের পর দোয়া	১৮৭
◎ ছাইয়্যেদুল এস্তেগফার	১৮৮
◎ করজ আদায়ের দোয়া	১৮৯
◎ ঝড় তুফানের সময় পড়িবে	১৯০
◎ বজ্রের শব্দ শুনিলে	১৯০
◎ বিবাহের খুৎবা	১৯১
◎ রোগী দেখিতে যাইয়া দোয়া	১৯৬
◎ কাফন	১৯৭
◎ জানাজার নামায	১৯৭
◎ মাইয়্যেত নাবালেগ হইলে	১৯৯
◎ দাফন বা কবর দেওয়া	২০০
◎ কবরে মনকির নাকিরের ছওয়াল জওয়াবের তলকীন	২০১
◎ কবর জেয়ারত করার নিয়ম	২০২
◎ কবর জেয়ারতের ছালাম	২০৩
◎ ছওয়াব বখশিয়া দিবার দোয়া	২০৩
◎ কবরস্থানে গিয়া এই দোয়া	২০৪
◎ সংক্ষিপ্ত অজিফা	২০৪
◎ মৌলদুল শরীফের বয়ান	২০৪
◎ কাছিদাহ্	২০৬
◎ দোয়ায়ে হিজ্‌বুল বাহার	২০৮

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

ভূমিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ الدُّعَآءَ لِرَدِّ الْقَضَآءِ ۔ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ عَلَّمَنَا مَا يُتَّقٰى بِهِ الْبَلَآءُ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الْهَادِيْنَ اِلٰى مَا نَخْرُجُ بِهٖ عَنْ كُلِّ عَنَاءٍ وَعَلٰى عُلَمَآءِ اُمَّتِهٖ وَاَوْلِيَآءِ زُمْرَتِهِ الَّذِيْنَ بَذَلُوْا جُهْدَهُمْ فِىْ جَمْعِ اَسْبَابِ الشِّفَآءِ مِنْ كُلِّ دَآءٍ ۔

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি বান্দার দোয়া কবুল করিয়া তকদীরের লেখা পর্যন্ত পরিবর্তন করিয়া দিতে পারেন। সহস্র দুরূদ ও সালাম আমাদের সর্দার হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা আহমেদ মুজতবা (সঃ)-এর উপর, যিনি আমাদিগকে সব রকমের বালা-মুসীবত, বিপদ-আপদ হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় (দোয়া) শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। রসূলুল্লাহ্‌র সমস্ত আল ও আছহাবগণকেও ছালাম যাঁহারা রসূলুল্লাহ্‌র সব কথা শিক্ষা দিয়া আমাদিগকে সব রকমের কষ্ট হইতে রক্ষা পাইবার উপায় করিয়া দিয়া গিয়াছেন এবং রসূলুল্লাহ্‌র উম্মতের মধ্যে যে ওলামা আউলিয়া গুজরিয়াছেন তাঁহাদিগকেও সালাম; যাঁহারা নিজ নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়া দিয়া আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া আমাদিগকে সব রোগের ঔষধ এবং সব বিপদ উদ্ধারের উপায় একত্রিত করিয়া গিয়াছেন।

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

দোয়ার ফযীলত

মানুষের দুইটি জীবন– (১) দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবন। (২) আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবন। প্রত্যেকেই উভয় জীবনকেই বিপদ -আপদ এবং বাধা-বিঘ্ন হইতে মুক্ত রাখিয়া সাফল্যমণ্ডিত করিতে এবং চিরস্থায়ী হইতে চায়। এই জন্যই আল্লাহ পাক উভয় জীবনের মকছুদ হাছেল করিবার জন্য এবং বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিবার জন্য নানারূপ উপায় ও পন্থা নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। কতকগুলি উপায় এমন রাখিয়াছেন যাহা দ্বারা শুধু দুনিয়ার মকছুদ হাছেল হয়; যথা– যিরাআত (কৃষি), ছেনাআত (শিল্প), তেজারত (ব্যবসা) ইত্যাদি এবং কতকগুলি উপায় এমন রাখিয়াছেন যাহা দ্বারা শুধু আখেরাতের মকছুদ হাছেল হয়; যথা– নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, দুরূদ, এস্তেগ্ফার, তাছবীহ, তেলাওয়াত ইত্যাদি। কিন্তু আল্লাহ্পাক 'দোয়া' দ্বারা এমন এক উপায় ও তদবীর বান্দাকে দান করিয়াছেন, যদ্বারা সে দুনিয়ার মকছুদও হাছিল করিতে পারে এবং আখেরাতের মাক্ছুদও হাছিল করিতে পারে। এই জন্য কোরআন হাদীছে দোয়ার অনেক ফযীলত বর্ণনা করা হইয়াছে। দোয়ার অর্থ "আদবের সহিত কাকুতি-মিনতি করিয়া খোদার নিকট চাওয়া।" কোরআনে আল্লাহ পাক ফরমাইয়াছেন–

اُدْعُوْنِىْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ

অর্থ ঃ হে আমার বান্দাগণ ! "তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাক শুনিব" অর্থাৎ তোমরা আমার নিকট দোয়া কর, আমি তোমাদের দোয়া কবুল করিব।

১। হাদীছ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, "দোয়াই এবাদতের মগজ।" অর্থাৎ আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করাই সব এবাদতের সার।

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

২। হাদীছ ঃ "যাহাকে দোয়া করার তওফিক দেওয়া হইয়াছে তাহার জন্য কবুলিয়াতের দরজাও খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।" এক রেওয়ায়তে আছে" তাহার জন্য বেহেশতের দরজা খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।" আর এক রেওয়ায়তে আছে, "তাহার জন্য রহমতের দরজা খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।"

৩। হাদীছ ঃ "বান্দা যদি আল্লাহ্র নিকট স্বাস্থ্য ও সুখ চায় তবে আল্লাহ্ তাআলা তাহা অতি ভালবাসেন।"

এই হাদীছের দ্বারা ইহাও বুঝা গেল যে, দুনিয়ার সুখ-শান্তি, অভাব অভিযোগের জন্যও দোয়া করা চাই।

৪। হাদীছ ঃ "তকদীরের লেখা শুধু এক দোয়াই খণ্ডন করিতে পারে, তাহা ব্যতীত অন্য কিছুই উহা খণ্ডন করিতে পারে না। যে বালা নাযিল হইয়াছে তাহাতেও দোয়া ফলদায়ক হয় এবং যে বালা এখনও নাযিল হয় নাই তাহাতেও ফলদায়ক হয়। কোন সময় এমন হয় যে, বালা নাযিল হইতে থাকে, এদিক দিয়া দোয়া উঠিয়া গিয়া তাহার সহিত মোকাবিলা করিতে থাকে। এমনকি কেয়ামত পর্যন্ত উভয়ের মোকাবিলা হইতে থাকে।"

এই হাদীছের দ্বারা কয়েকটি উপদেশ আমরা লাভ করিলাম। প্রথমতঃ যে, যত প্রকার তদবীর ও চেষ্টা আছে দোয়া সর্বাপেক্ষা ফলদায়ক। দ্বিতীয়তঃ মুসীবত আসার আগেও দোয়া করিতে থাকা চাই। তাহা হইলে তাহার বরকতে অনেক বালা-মুসীবত ফিরিয়া যাইবে। তৃতীয়তঃ অনেক সময় দোয়া কবুল হওয়ার ছুরত ইহাও হইয়া থাকে যে, যাহা চায় অবিকল তাহা পাওয়া যায় না, কিন্তু তাহা দ্বারা অন্য কোন বালা মুসীবত ফিরাইয়া দেওয়া হয়। অতএব, দোয়া কবুল হওয়া জানা যাক বা না যাক খোদার প্রতি কিছুতেই অশুভ ধারণা করা চাই না বা দোয়া কবুল হয় না মনে করিয়া দোয়া করা ছাড়িয়া দেওয়া চাই না।

৫। হাদীছ ঃ "আল্লাহর নিকট বান্দার দোয়া অপেক্ষা অধিক কদর ও আদরের জিনিস আর কিছু নাই।"

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

৬। হাদীছ ঃ " যে চায় যে, বিপদের সময় আল্লাহ তাহার দোয়া কবুল করুন, সুখের সময় তাহার খুব বেশী করিয়া দোয়া করা উচিত।

এই হাদীছের দ্বারা বুঝা গেল যে, বালা-মুসীবত ছাড়া দোয়া করিলে বালা-মুসীবতের সময় তাহা কাজে আসে।

৭। হাদীছ ঃ "দোয়া করিতে ভগ্নোৎসাহ হইও না। কেননা, দোয়া করিয়া কেহই বিফল হয় না।"

৮। হাদীছ ঃ "দোয়া মু'মিনের হাতিয়ার, দ্বীনের খুঁটি এবং আসমান ও যমীনের নূর (আলো)।"

৯। হাদীছ ঃ "এক বালাগ্রস্ত কওমের কাছ দিয়া নবী (সঃ) যাইতে ছিলেন। নবী (সঃ) আফসোস করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তাহারা আল্লাহর নিকট স্বাস্থ্য ও সুখের জন্য দোয়া কেন করে না?" আরও বলিলেন যে, কোন মুসলমান আল্লাহ্‌র নিকট নাছোড়বান্দা হইয়া চাহিতে থাকিলে আল্লাহ্ তাহাকে না দিয়া থাকিতে পারেন না; চাই যখন তখনই দেন, চাই আগামীর জন্য জমা করিয়া রাখেন।"

এই হাদীছের দ্বারা জানা গেল যে, দোয়ার মত দোয়া হইলে তাহা নিশ্চয়ই কবুল হইবে। কিন্তু কবুল হওয়ার রূপ ভিন্ন ভিন্ন। (ক) কোন সময় যা চায় তাই পায়, যখন চায় তখনই পায়। (খ) কখনও যখন-তখন পায় না, আখেরাতের জন্য জমা করিয়া রাখা হয়। (গ) পূর্বে জানা গিয়াছে যে, দোয়া দ্বারা অন্যান্য বালা-মুসীবতও দূর হয়। মূল কথা এই যে, খোদার দরবারে হাত পাতিলে তিনি তাহা খালি ফিরাইয়া দেন না।

দোয়া এত জরুরী এবং ফযীলতের জিনিস হওয়া সত্ত্বেও আমরা এ সম্বন্ধে অনেক তাচ্ছিল্য ও অবহেলা করিতেছি। আম লোকের ত কথাই নাই, বিশেষ লোকেরও দোয়ার দিকে যতটা মনোযোগ দেওয়া উচিত ছিল ততটা দিতেছেন না। অন্যান্য সময় দূরের কথা, পাঞ্জেগানা নামাযের পরে যে দোয়া করা হয়, তাহাও শুধু মুখস্ত গদবাধা পড়িয়া দেওয়া হয়, অর্থের দিকে আদৌ লক্ষ্য করা হয় না, ভক্তি ও মনোযোগের সহিত খোদার দরবারে যেমন কাকুতি-মিনতি করিয়া মন গলাইয়া ভিক্ষা চাওয়ার ভাব

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

ভঙ্গিমায় কাতর স্বরে প্রার্থনা করা উচিত ছিল, সেরূপ আদৌ করা হয় না। খোদার দরবারে যে যত চায়, ততই তিনি সন্তুষ্ট হন এবং যে না চায় বা অভক্তি ও তাচ্ছিল্যের সঙ্গে চায় তাহাতে তিনি অসন্তুষ্ট হন। অথচ সে কথা আমাদের আদৌ মনে থাকে না। দুনিয়ার কোন একটি কাজের জন্য আমরা যতদূর যত্ন লইয়া থাকি আল্লাহ্‌র বদান্যতার দ্বার সর্বদা উন্মুক্ত থাকা সত্ত্বেও তাঁহার দরবারে দরখাস্ত দিতে আমরা ততটুকু যত্নবান হই না। দুনিয়ার সব তদবীর চেষ্টা আমরা করি; কিন্তু সব তদবীরের কলকাঠি যাঁহার হাতে, সব চেষ্টা ফলবতী হয় যাঁহার ক্ষমতায়, তাঁহার নিকট আমরা অন্তরের সহিত রুজু হই না। ফলকথা, এই যে, দোয়া সম্বন্ধে আমরা অনেক ত্রুটি করিতেছি।

প্রথমতঃ এই যে, শুধু মুসীবতের সময় দোয়া করি; মুসীবত সরিয়া গেলে শেষে আর স্মরণ থাকে না।

দ্বিতীয়তঃ এই যে, মুসীবতের সময়ও শাহী দরবারে শিখান দোয়াগুলি আমরা অবলম্বন করি না– অন্যান্য অযীফা ও আমালিয়াতের দ্বারা কার্য সমাধা করিতে চাই।

তৃতীয়তঃ অর্থ বুঝিয়া অর্থের দিকে খেয়াল রাখিয়া মন গলাইয়া ভক্তি ও মনোযোগের সহিত দোয়া করি না।

চতুর্থতঃ দোয়া কবুল হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস এবং দোয়া ফলবতী হওয়ার বিশ্বাস থাকিলে যেরূপ মনে সাহস ও উৎসাহ হওয়া উচিত ছিল তদ্রূপ হয় না।

পঞ্চমতঃ দোয়া কবুল হইতে দেরী দেখিলে বিরক্ত হইয়া দোয়া করা ছাড়িয়া দেওয়া হয়– যেন খোদাকে জলদি দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয় (তওবা! তওবা!) এতদ্ব্যতীত দোয়া কবুল হওয়ার আরও যে সব শর্ত আছে তাহাও পূরণ করা হয় না। যথা– হাদীছে আছে–

اِنَّ اللّٰهَ لَايَسْتَجِيْبُ الدُّعَاءَ عَنْ قَلْبٍ لَاهٍ ـ

অর্থ ঃ "মন অন্য দিকে থাকিলে তাহার দোয়া আল্লাহ্ কবুল করেন না।"

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

হারাম খোরাক-পোশাক থাকিলে তাহার দোয়া কবুল হয় না, আম্‌র-বিল মা'রূফ, নেহি আনিল মুন্‌কার (তবলীগের কাজ) ছাড়িয়া দিলে দোয়া কবুল হয় না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এইসব ত্রুটি সংশোধনার্থে মুসলমান ভাইদের হিতার্থে আল্লাহর কালাম এবং রসূলুল্লাহ্‌র হাদীছ হইতে সব রকমের মকছুদ প্রার্থনার এবং সব রকমের বালা-মুসীবত হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্য কতকগুলি দোয়া এখানে একত্রিত করিয়া দেওয়া হইল। কোরআন হাদীছের দোয়াই সর্বশ্রেষ্ঠ। কেননা, প্রথমত ঃ ইহা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে; কাজেই এই দরখাস্ত মঞ্জুর হইবার আশা খুব প্রবল। দ্বিতীয়তঃ ইহার মধ্যে যেমন দ্বীন ও দুনিয়া উভয় স্থানের সর্বপ্রকার মকছুদের প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে, অন্য কেহ কেয়ামত পর্যন্ত চেষ্টা করিলেও তদ্রূপ পারিবে না। তৃতীয়তঃ ইহার ভাষা এবং বিষয় এত ব্যাপক এবং মার্জিত যে, অন্যের দ্বারা ঐরূপ সম্ভবপর নহে। অনেক সময় দরখাস্ত করিতে গিয়া কোন বে-আদবীর শব্দ মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেলে হিতে বিপরীত ঘটিবার আশঙ্কা । কাজেই স্বয়ং শাহী দরবারের গঠিত ভাষায় দোয়া করা যেমন নিরাপদ আশাপ্রদ অন্যটি তেমন নহে। কিন্তু খোদার দরবারের ভাষা আরবী। আজকাল লোকের মধ্যে আলস্য, অবহেলা, বেখেয়ালী, দুর্বল সাহস এবং দুনিয়াদারী বেশী আসিয়া গিয়াছে বলিয়া তাহারা সকলে আরবী ভাষা শিক্ষা করে না এবং তদ্দরুন আসল আরবীর মাধুর্য ও রস গ্রহণ করিতে পারে না। অথচ অর্থ না বুঝিলে, মর্ম গ্রহণ করিতে না পারিলে মনটা তত গলে না। তাই আসল আরবীর সঙ্গে সঙ্গে বাংলা অনুবাদ রাখিয়া মন গলাইয়া দোয়া করিতে পারে এবং কোন্ মকছুদের জন্য কোন্ দোয়া তাহাও বুঝিতে পারে।

আমি দীনহীন নরাধম, আমার আখেরাতের জীবন যাহাতে সাফল্য মণ্ডিত হয় এবং খোদা যাহাতে আমার অন্যায় অপরাধ সব মাফ করিয়া দিয়া আমার উপর সন্তুষ্ট থাকেন, সে জন্য এই নরাধমের জন্য দোয়া করিবেন।

নাচীজ **শামছুল হক**

হুজুরের নগণ্য খাদেমকেও ভুলিবেন না। খাদেম –**আজিজুল হক**

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

দোয়া কবুল হওয়ার জন্য জ্ঞাতব্য বিষয়

আদবের সহিত দোয়া করিলে দোয়া নিশ্চয়ই কবুল হয়।

হাদীছ ঃ مَنْ فُتِحَتْ لَهٗ اَبْوَابُ الدُّعَاءِ فُتِحَتْ لَهٗ اَبْوَابُ الرَّحْمَةِ

অর্থাৎ যাহার জন্য দোয়ার দরজা খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, (অর্থাৎ দোয়ার তওফিক দান করা হইয়াছে) তাহার জন্য রহমত ও কবুলিয়াতের দরজাও খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। (তিরমিযী শরীফ)

দোয়া কবুল হওয়ার জন্য যেমন খাছ খাছ আদব আছে, তদ্রূপ খাছ খাছ সময় ও খাছ খাছ স্থানও আছে। হাদীছ শরীফে আসিয়াছে–

تَعَرَّضُوْا لِنَفَحَاتِ رَبِّكُمْ فَاِنَّ لَهٗ نَفَحَاتٌ مِّنْ رَّحْمَةٍ يُّصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَاۤءُ مِنْ عِبَادِهٖ ـ

অর্থাৎ খাছ খাছ সময়ে আল্লাহ্‌র রহমতের দরিয়াতে জোশ আসে। অতএব, রহমতের দরিয়ার সেই জোশের সময়ের জন্য প্রস্তুত থাকিয়া সেই সময় দোয়া করা তোমাদের উচিত।

দোয়া মু'মিন বান্দার জন্য অতি বড় সম্বল। হাদীছ শরীফে আছে–

اَلدُّعَاۤءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ অর্থাৎ দোয়া এবাদতের মগজ স্বরূপ। অন্য এক হাদীছে আছে– اَلدُّعَاۤءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ অর্থাৎ দোয়া মু'মিন বান্দার জন্য হাতিয়ার ও অস্ত্র স্বরূপ।

এস্থানে দোয়া কবুল হওয়ার কতিপয় আদব, স্থান ও সময় লিপিবদ্ধ করা হইবে। প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ তাহা অবগত হইয়া তদনুযায়ী কাজ করিতে উৎসাহিত হউন।

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

দোয়া কবুল হওয়ার আদব

(১) খোরাক-পোশাক এবং রোজগার হালাল হওয়া চাই। হারাম রোজগার হইতে বাঁচা চাই। (২) নিয়ত খালেছ হওয়া চাই অর্থাৎ এক খোদা ব্যতীত অন্য কাহারও যে আমাদের দেলের মকছুদ পূর্ণ করিবার ক্ষমতা নাই এবং আল্লাহ্র যে সম্পূর্ণ ক্ষমতা এবং অসীম দয়া আছে ইহার উপর বিশ্বাস রাখা চাই। (৩) দোয়া করিবার পূর্বে খালেছ নিয়্যতে কোন নেক কাজ করা। যেমন নামায পড়া, যিকির করা, দান করা, কোন উপকার করা, ধর্মবাণী প্রচার করা, কোন পাপের কাজ সামনে আসা সত্ত্বেও তাহা হইতে বাঁচিয়া থাকা ইত্যাদি। কাজ করিয়া তারপর এইরূপে দোয়া করা যে, আয় আল্লাহ্! এই কাজটি আমি খালেছভাবে তোমাকে রাযী করিবার উদ্দেশ্যে করিয়াছি, আমার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। ইহার বরকতে নিজ দয়াগুণে আমার দোয়া কবুল কর। (৪) পাক-সাফ হইয়া দোয়া করা। (৫) অযূ করিয়া দোয়া করা (৬) কেবলার দিকে মুখ করিয়া দোয়া করা। (৭) দোয়া করার সময় দু'জানু হইয়া বসা। (৮) দোয়ার প্রথমে এবং শেষে নবী (সঃ)-এর উপর দুরূদ পাঠ করা। (৯) দোয়ার প্রথমে এবং শেষে আল্লাহর প্রশংসা এবং তা'রীফ করা। (১০) দোয়া করার সময় উভয় হাত পাতিয়া দোয়া করা। (দু'হাত মিলাইয়া রাখিবে এবং কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাইবে এবং দোয়া শেষ করিয়া দু'হাত মুখে মুছিয়া লইবে।) (১১) দোয়া করিবার সময় আদবের সহিত বসিবে এবং নেহায়েত আজিজীর সহিত কাকুতি- মিনুতি করিয়া কাতরস্বরে দোয়া-করিবে। (১২) দোয়া করিবার সময় অবনত মস্তকে দোয়া করিবে এদিক ওদিক বা উপরের দিকে তাকাইবে না। (১৩) আল্লাহ্র নিরানব্বই নাম অথবা কতেক বিশেষ বিশেষ নাম উচ্চারণ করিয়া দোয়া করিবে। (১৪) গানের সুরে দোয়া করিবে না এবং বাক্যের মিল বা ছন্দ বানাইবার প্রতি তৎপর হইবে না। (১৫) পয়গাম্বরগণের এবং আউলিয়াগণের অছিলা দিয়া দোয়া করা, (১৬) অনেক উচ্চস্বরে বা একেবারে মুখ না নাড়িয়া দোয়া করিবে না, কাতর স্বরে ভিক্ষা চাওয়ার মত মাঙ্গিয়া দোয়া করিবে।

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

(১৭) হযরত নবী (সঃ) যে সমস্ত দোয়া করিয়াছেন সে সব দোয়া মাঙ্গা। (১৮) এমন দোয়া করা যাহাতে দুনিয়া এবং আখেরাত উভয়ের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় এবং উভয় কালের দুঃখ-কষ্ট মোচন হয়। (১৯) দোয়া করিবার সময় প্রথমে নিজের জন্য তারপর মা বাপের জন্য তারপর সমস্ত মুসলমানের জন্যও দোয়া করা। (২০) যদি ইমাম হয় তবে শুধু নিজের জন্য দোয়া করিবে না, সমস্ত মোক্তাদীদের জন্যও দোয়া করিবে। হাদীছ শরীফে আসিয়াছে– ইমাম হইয়া যদি শুধু নিজের জন্য দোয়া করে তবে মোক্তাদীদের পক্ষে সে খেয়ানতকারী হইবে। (২১) দোয়া করিবার সময়ে একান্ত দৃঢ় বিশ্বাস এবং প্রগাঢ় ভক্তির সহিত দোয়া করিবে; এ রকম বলিবে না যে, আয় আল্লাহ্! যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে আমাকে অমুক জিনিস দাও। বরং এই বিশ্বাসে দোয়া করিবে যে, আল্লাহ্ তায়ালা নিশ্চয়ই আমার দোয়া কবুল করিবেন এবং নিশ্চয়ই আমার মকছুদ আমাকে দিবেন। (২২) দোয়া করিবার সময় নেহায়েত জওক শওক এবং একান্ত আগ্রহের সহিত দোয়া করিবে। (২৩) দোয়া করিবার সময়ে দেলকে হাজির করিয়া আল্লাহ্র দিকে দিল রুজু করিয়া দিয়া ভক্তি ও ভয় দেলের মধ্যে বান্ধিয়া দোয়া করিবে। (২৪) শুধু একবার বলিয়া ক্ষান্ত হইবে না; বারবার বলিবে–অন্ততঃ তিন বার বলিবেই। তিনবার এক মজলিসেও এবং তিন মজলিসেও বলিবে। (২৫) নাছোড়বান্দা হইয়া দোয়া করিবে অর্থাৎ না নিয়া ছাড়িবে না এইভাবে দোয়া করিবে। (২৬) কোন গোনাহর কাজের জন্য বা পরের ক্ষতির জন্য দোয়া করিবে না। (২৭) আল্লাহ্ তাআলার যাহা করিয়া সারিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে বা অসম্ভব কোন কাজের জন্য দোয়া করিবে না, যেমন স্ত্রী-পুরুষ হওয়ার জন্য দোয়া করিবে না। (২৮) আল্লাহ্র রহমতকে শুধু নিজের জন্য খাছ করিবার জন্য দোয়া করিবে না। (২৯) কোন মানুষের উপর ভরসা করিবে না, শুধু আল্লাহ্র উপরই ভরসা করিবে এবং আল্লাহ্র কাছেই চাহিবে যাহা কিছু চাহিবার আছে। (৩০) দোয়া করিয়া দোয়ার শেষে যে দোয়া করিবে সে-ও আমীন বলিবে এবং যাহারা শ্রোতা তাহারাও আমীন বলিবে। (৩১) দোয়া করিয়া সারিয়া দু'হাত মুখে মুছিয়া লইবে। (৩২) দোয়া কবুল হইতে দেরী হইলে তাহাতে ঘাবড়াইয়া দোয়া করা ছাড়িয়া দিবে না বা এরূপ বলিবে না যে, এত দোয়া করিলাম কিন্তু কবুল হইল না।

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

দোয়া কবুল হওয়ার বিশেষ বিশেষ সময়

দোয়া কবুল হওয়ার সময় ঃ সব সময়ই মু'মিন বান্দা যদি খাঁটি দেলে দোয়া করে তবে সে দোয়া যখনই করুক নিশ্চয়ই কবুল হইবে।

অবশ্যই কতকগুলি বিশেষ বিশেষ সময় আছে সেই সময়ে দোয়া কবুল হওয়ার আশা সর্বাধিক বেশী। সেই সময়গুলি নষ্ট করা চাই না। উহার বিবরণ এই– (১) শবে কদর অর্থাৎ রমযানের শেষ দশ দিনের বে-জোড় রাতগুলিতে;যথা–২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ এই ৫টি রাত্র। (২) হজ্জের দিন অর্থাৎ ৯ই জিলহজ্জের তারিখ। (৩) সমস্ত রমযান মাস দিনে ও রাত্রে। (৪) শুক্রবার রাত্রে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে (৫) শুক্রবার দিনে।

হাদীছ শরীফে আসিয়াছে– শুক্রবার সম্পূর্ণ দিনের মধ্যে একটি সময় এমন আছে যে, সেই সময়ে যে কোন দোয়া করিবে তাহা অবশ্যই কবুল হইবে। কিন্তু ঐ সময় নির্দিষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। অধিকাংশ ইমামগণ দুইটি সময় সম্বন্ধে মত স্থির করিয়াছেন। একটি সময় শুক্রবার আছর হইতে মাগরেব পর্যন্ত; দ্বিতীয় সময় খোৎবার শুরু হইতে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত। কিন্তু খোৎবার সময় মুখে দোয়া করা জায়েয নাই কাজেই মনে মনে দোয়া করিবে; ইমাম যখন দোয়া করেন তখন "আমীন" বলিবে। যাহার কোন মকছুদ থাকে তাহার এই দুই সময় অবশ্যই দোয়া করা উচিত।

(৬) প্রত্যেক রাত্রে চারটি সময় দোয়া কবুল হওয়ার খাছ সময় রাত্রের প্রথম এক তৃতীয়াংশ, শেষ তৃতীয়াংশ এবং রাত্রি দ্বিপ্রহর কালে ও ছোবহে ছাদেকের সময়। (৭) আযানের সময়। (৮) মোয়াজ্জিন যখন হাইয়্যা আলাছ্ছালাহ্, হাইয়্যা আলাল ফালাহ্ বলে। (৯) এবং ইকামতের মাঝখানের সময়টা দোয়া কবুল হওয়ার একটি খাছ সময় কোন বিপদগ্রস্ত মুসীবতজাদা পীড়িত লোক এই সময় দোয়া করিলে তাহা কবুল হওয়ার খুবই আশা করা যায়। (১০) প্রত্যেক নামাযের পর। (১১) যে সময়

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

জেহাদের মধ্যে সৈন্যের কাতার সাজান হয় এবং যে সময় লড়াই হয়। (১২) ছাজদা অবস্থায়। (১৩) কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করিয়া শেষ করার পর বিশেষতঃ কোরআন শরীফ খতম করার পর দোয়া কবুল হওয়ার একটি বিশেষ সময়। (১৪) আবে-যমযম পানি পান করিবার সময়। (১৫) কোন মুসলমানের মৃত্যুর সময় কালেমা তালকীন করিবার সময়, তখন দোয়া কবুল হইবার একটি সুযোগ। (১৬) মোরগের বাগ যখন শুনা যায়। (১৭) যখন অনেক সংখ্যক মুসলমান ঈমানদার লোক একতাবদ্ধ হয় তখন দোয়া কবুল হইবার একটি সময়। (১৮) যিকিরের মজলিসে দোয়া কবুল হয়। (১৯) নামাযের মধ্যে ইমাম যখন সূরা ফাতেহা শেষ করে এবং সকলে "আমীন" বলে । (২০) নামাযের একামত বলিবার সময়। (২১) যখন আল্লাহ্র রহমতের পানি বর্ষিত হয় তখন। (১২) যখন বায়তুল্লাহ্ শরীফের উপর নজর পড়ে তখন। (২৩) সূরা আন্‌আম তেলাওয়াত করিতে করিতে যখন এই আয়াত আসে–

وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ـ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ـ

তখন দুই আল্লাহ্ লফজের আল্লাহর মাঝখানে যে কোন দোয়া করা হয় তাহা কবুল হয়।

দোয়া কবুল হওয়ার বিশেষ বিশেষ স্থান

মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফ দোয়া কবুল হইবার বিশেষ স্থান, তন্মধ্যেও বিশেষ করিয়া হযরতের রওযা মোবারকের কাছে এবং মক্কা শরীফে ১৫টি জায়গায় খাছভাবে দোয়া কবুল হয়।

সেই ১৫টি জায়গা এই ঃ (১) তওয়াফের মধ্যে। (২) মোলতাজাম অর্থাৎ হাজরে আছওয়াদ এবং বায়তুল্লাহ্ শরীফের দরজার মধ্যের জায়গা।

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

(৩) মীজাবে রহমতের নীচে অর্থাৎ বায়তুল্লাহ্ শরীফের পরনালার নীচে। (৪) বায়তুল্লাহ্ শরীফের ঘরের ভিতরে। (৫) যমযমের কুঁয়ার কাছে। (৬) সাফা এবং (৭) মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের উপর (৮) এবং এই উভয় পাহাড়ের মাঝখানে দৌড়াইবার সময়। (৯) মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে। (১০) আরাফার ময়দানে। (১১) মুজদালেফার মধ্যে। (১২) মিনার মধ্যে। (১৩, ১৪, ১৫ই জিলহজ্জ তারিখে) যখন মিনার মধ্যে তিনটি খাম্বার কাছে শয়তানকে কঙ্কর বা পাথর মারা হয়।

যে সব লোকের দোয়া কবুল হয় তাহার বয়ান

(১) বিপদগ্রস্ত এবং পীড়িত লোকের দোয়া কবুল হয়। (২) উৎপীড়িত অত্যাচারিত লোক ফাছেক বা কাফের হইলেও তাহার বদ-দোয়া কবুল হয়। (৩) মা-বাপের দোয়া (ছেলে মেয়ের জন্য) কবুল হয়। (৪) ন্যায়পরায়ণ বাদশাহর দোয়া কবুল হয়। (৫) আল্লাহ্র আশেক এবং আল্লাহ্র হুকুমের তাবেদার ওলীআল্লাহ্র দোয়া কবুল হয়। কিন্তু যখন সৎকাজে আদেশ, বদ কাজে নিষেধ করা হয় না তখন ওলিআল্লাহ্র দোয়াও কবুল হয় না। (৬) যে মা-বাপের তাবেদারী করে তাহার দোয়া কবুল হয়। (৭) মুসাফেরী হালাতে দোয়া কবুল হয়। (৮) রোযাদারের ইফতারের সময় দোয়া কবুল হয়। (৯) এক মুসলমান অন্য মুসলমানের জন্য তাহার অসাক্ষাতের দোয়া বিশেষভাবে কবুল হয়। হাজীগণ হজ্জ করিয়া যখন আসেন তখন বাড়ী পৌঁছিবার পূর্বে তাঁহাদের দোয়া কবুল হয়।*

কিন্তু দোয়া কবুল হওয়া তিন প্রকার–(১) কোন বান্দা যা চায় অবিকল তাহাই দান করা হয়। (২) কোন কোন সময় ঐ দোয়ার দ্বারা অন্য কোন বান্দার মুসীবত দূর করিয়া দেওয়া হয। (৩) আবার কোন সময় দুনিয়াতে যা চায় তা না দিয়া আখেরাতের জন্য (মজুদ) রাখিয়া দেওয়া হয়, আখেরাতে সব একত্রে দেওয়া হইবে।

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

আরম্ভ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُكَ يَاخَيْرَ مَامُوْلٍ ـ وَاَكْرَمَ مَسْئُوْلٍ عَلٰى مَا

আমরা সকলে তোমারই প্রশংসা করি হে সর্বোত্তম আশা ভরসা স্থল ও ভিক্ষা প্রার্থীদের সর্বাধিক দাতা!

عَلَّمْتَنَا مِنَ الْمُنَاجَاتِ الْمَقْبُوْلِ ـ مِنْ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللّٰهِ

তুমিই আমাদিগকে শিখাইয়াছ এমন দোয়াসমূহ যাহা তোমার দরবারে গৃহীত, যাহা (তুমি) আল্লাহ্‌র নৈকট্যের বিশেষ মাধ্যম

وَصَلَوَاتِ الرَّسُوْلِ ـ فَصَلِّ عَلَيْهِ مَا اخْتَلَفَ الدَّبُوْرُ

এবং উহা রসূল (সঃ) কর্তৃক গঠিত দোয়াসমূহ। হে আল্লাহ্! তাঁহার উপর রহমত বর্ষণ কর যাবত প্রবাহমান থাকে পূর্বের

وَالْقَبُوْلُ ـ وَانْشَعَبَتِ الْفُرُوْعُ مِنَ الْاُصُوْلِ ـ ثُمَّ نَسْئَلُكَ

ও পশ্চিমের বাতাস এবং এই দোয়া ও দুরূদ পুরুষ-পরম্পরা চলিতে থাকিবে যাবত বিস্তার লাভ করে মূল হইতে শাখা-প্রশাখা। তারপর তোমার নিকট মঞ্জুরি ভিক্ষা চাই–

بِمَا سَنَقُوْلُ ـ وَمِنَّا السُّؤَالُ وَمِنْكَ الْقَبُوْلُ

ঐ সবের যে সমস্ত দোয়া আমি সম্মুখে পেশ করিব। আমাদের কাজই দরখাস্ত করা; আর একমাত্র তোমারই কাজ মঞ্জুর করা।

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

مُنَاجَاتِ مَقْبُوْل

মোনাজাতে মকবুল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম দাতা দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য এবং দুরূদ ও সালাম তাঁহার জন্য

سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰٓى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

যিনি আল্লাহ্‌র সমস্ত পয়গাম্বরগণের সর্দার এবং তাঁহার সমস্ত বংশধর ও সহচরদের জন্য।

প্রথম মঞ্জিল
(শনিবার)

(١) رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً

(১) আয় আল্লাহ্! আমাদিগকে দান কর দুনিয়ায় ভাল অবস্থা এবং আখেরাতেও ভাল অবস্থা

وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ (٢) رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا

এবং আমাদিগকে দোযখের আযাব হইতে বাঁচাও। (২) আয় আল্লাহ্! আমাদিগকে ছবর দান কর, আর

وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ

আমাদিগকে মজবুত রাখ (তোমার দ্বীনের উপর) এবং কাফেরদের মোকাবেলায় জয়ী কর।

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

(٣) رَبَّنَا لَاتُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَأْنَا

(৩) আয় আল্লাহ্! আমাদের ভুলত্রুটি ধরিও না।

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى

আয় আল্লাহ্! আমাদের উপর জারী করিও না কঠোর আইন

الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ـ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَالَا طَاقَةَ

পূর্ববর্তী উম্মতগণের ন্যায়। আয় আল্লাহ্! আমাদের শক্তির বাহিরে কোন হুকুম জারী করিও না।

لَنَا بِهٖ ـ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ

এবং আমাদের অন্যায় ক্ষমা কর এবং আমাদের ত্রুটি মার্জনা কর এবং আমাদের প্রতি দয়ার নজর রাখ; তুমিই

مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ

আমাদের একমাত্র মালিক, অতএব, তুমি আমাদিগকে কাফেরদের মোকাবেলায় জয়ী কর।

(٤) رَبَّنَا لَاتُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا

(৪) আয় আল্লাহ্! একবার তুমি আমাদিগকে হেদায়েত দান করিয়াছ, এখন আবার আমাদেরে বিচলিত হইতে দিও না।

وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ـ

এবং তুমি সর্বচেয়ে বড় দাতা, তোমার নিকট হইতে আমাদিগকে রহমত দান কর।

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

(٥) رَبَّنَآ اِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

(৫) আয় আল্লাহ্! আমরা ঈমান আনিয়াছি; আমাদের সব গোনাহ মাফ করিয়া আমাদেরে দোযখের আযাব হইতে রক্ষা কর।

(٦) رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ

(৬) হে আমার প্রভু! তুমি জগতকে অযথা সৃষ্টি কর নাই, (তোমার আজ্ঞাবহ দাস বানাইবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছে;) অযথা কাজ করা হইতে তুমি পবিত্র।

فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ رَبَّنَآ اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ

অতএব, আমাদিগকে (তোমার দাস বানাইয়া) দোযখের আযাব হইতে বাঁচাইয়া রাখিও। হে মহান! তুমি যাহাদের দোযখে ফেলিবে

فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ـ رَبَّنَآ اِنَّنَا

তাহাদের লাঞ্ছনা-গঞ্জনার সীমা নাই এবং এদের জন্য কোন সহায়ও নাই। আয় আল্লাহ্! আমরা

سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِىْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ

একজন ঘোষণাকারীকে ঘোষণা করিতে শুনিয়াছি যে, "তোমরা তোমাদের খোদার উপর ঈমান আন"

فَاٰمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا

ইহা শুনিয়া আমরা ঈমান আনিয়াছি। অতএব, হে খোদা! আমাদের সব গোনাহ মাফ করিয়া দাও এবং যাহা কিছু অন্যায়-ত্রুটি আমাদের আছে সব দূর করিয়া দাও।

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ـ رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى

এবং নেক লোকদের দলভুক্ত করিয়া আমাদের মৃত্যু দিও এবং হে আল্লাহ্! আমাদিগকে দান করিও যাহা দান করার ওয়াদা করিয়াছ

رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لَاتُخْلِفُ

তোমার পয়গাম্বরদের মধ্যবর্তীতায় এবং কিয়ামতের দিন আমাদিগকে অপমান করিও না, নিশ্চয়ই তুমি কখনও খেলাফ কর না

الْمِيْعَادَ (٧) رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ

তোমার ওয়াদা। (৭) হে আল্লাহ্! আমরা নিজেরাই নিজেদের উপর অত্যাচার করিয়াছি, এখন যদি

تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ.

তুমি ক্ষমা না কর, দয়া না কর, তবে আমাদের সর্বনাশ হইবে।

(٨) رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ

(৮) আয় আল্লাহ্! আমাদিগকে সহ্যগুণ দান কর এবং ঈমানের সহিত মৃত্যু দিও।

(٩) اَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ

(৯) তুমিই আমাদের একমাত্র সহায়; অতএব, আমাদিগকে ক্ষমা কর এবং দয়া কর; তুমিই

خَيْرُ الْغَافِرِيْنَ (١٠) رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ

সর্বোত্তম ক্ষমাকারী। (১০) আয় আল্লাহ্! তুমি আমাদেরে যুলুমের স্থান বানাইয়া অধিক পথভ্রষ্ট হইতে দিও না।

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

الظَّالِمِيْنَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ـ

অত্যাচারীদিগকে এবং নিজ দয়াগুণে আমাদিগকে কাফেরদের হাত হইতে মুক্তি দান কর।

(١١) فَاطِرِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِيّ فِى

(১১) হে আকাশ ও যমীনের স্রষ্টা! তুমি আমার একমাত্র সহায়

الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِىْ

দুনিয়া ও আখেরাতে। আমাকে ঈমানের সহিত মৃত্যু দিও এবং মিলাইয়া রাখিও

بِالصَّالِحِيْنَ (١٢) رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ

নেক লোকদের সহিত (১২) আয় আল্লাহ্! খাঁটি মুসল্লী বানাও আমাকে

وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ـ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ـ رَبَّنَا اغْفِرْ لِىْ

এবং আমার বংশধরগণকে! আয় আল্লাহ্! আমার দোয়া কবুল কর। আয় আল্লাহ্! ক্ষমা করিয়া দিও আমাকে

وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ

এবং আমার পিতা-মাতা ও সমস্ত মু'মিনগণকে কেয়ামতের হিসাবের দিন।

(١٣) رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا

(১৩) হে আল্লাহ্! আমার পিতা-মাতার উপর রহমত নাযিল কর, যেমন তাঁহারা আমাকে শিশুকালে লালন-পালন করিয়াছেন।

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

(١٤) رَبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ

(১৪) আয় আল্লাহ্ ! আমাকে যেখানে নাও ভালভাবে নিও এবং যেখান হইতে নাও ভালভাবে নিও এবং নিযুক্ত কর

صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّىْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيْرًا

তোমার পক্ষ হইতে আমার জন্য এক শক্তিশালী সাহায্যকারী।

(١٥) رَبَّنَآ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ

(১৫) আয় আল্লাহ্ ! তোমার নিকট হইতে আমাদিগকে রহমত দান কর এবং সুবন্দোবস্ত করিয়া দাও।

اَمْرِنَا رَشَدًا (١٦) رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ

আমাদের সব কাজের। (১৬) আয় আল্লাহ! আমার অন্তঃকরণ প্রশস্ত করিয়া দাও।

وَيَسِّرْلِىْ اَمْرِىْ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِّسَانِىْ

এবং আমার কাজ সহজ করিয়া দাও, আমার জিহ্বার গিরা (জড়তা) খুলিয়া দাও, যাহাতে

يَفْقَهُوْا قَوْلِىْ (١٧) رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا (١٨) اَنِّىْ

লোকেরা আমার কথা সহজে বুঝিতে পারে। (১৭) আয় আল্লাহ্! আমার এলম্ বাড়াইয়া দাও। (১৮) হে মা'বুদ!

مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ (١٩) رَبِّ

আমাকে রোগে ধরিয়াছে; তুমি সর্বাধিক দয়ালু। (১৯) আয় আল্লাহ্!

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

لَاتَـذَرْنِـىْ فَـرْدًا وَّاَنْـتَ خَـيْـرُ الْـوَارِثِـيْـنَ (٢٠) رَبِّ

আমাকে একা ছাড়িও না; তুমি সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী। (২০) আয় আল্লাহ্!

اَنْـزِلْـنِـىْ مُـنْـزَلًا مُّـبَارَكًا وَّاَنْـتَ خَـيْـرُ الْـمُـنْـزِلِـيْـنَ (٢١) رَبِّ

আমাকে বরকতের ও রহমতের ঠিকানায় পৌঁছাইয়া দাও, তুমিই সর্বোত্তম পৌঁছানেওয়ালা। (২১) আয় আল্লাহ্!

اَعُـوْذُ بِـكَ مِـنْ هَـمَـزٰتِ الـشَّـيٰـطِـيْـنِ وَاَعُـوْذُ بِـكَ

আমি তোমার আশ্রয় গ্রহণ করি– শয়তান যেন আমার উপর তাছির করিতে না পারে এবং আমি তোমারই আশ্রয় গ্রহণ করি–

رَبِّ اَنْ يَّـحْـضُـرُوْنِ (٢٢) رَبَّـنَـآ اٰمَـنَّا فَـاغْـفِـرْلَنَا

আয় আল্লাহ্! তাহারা যেন আমার কাছেও আসিতে না পারে। (২২) আয় আল্লাহ্! আমরা ঈমান আনিয়াছি, অতএব, আমাদের সব গোনাহ মাফ করিয়া দাও

وَارْحَـمْنَا وَاَنْـتَ خَيْرُ الرّٰحِـمِيْـنَ (٢٣) رَبَّـنَا اصْـرِفْ عَـنَّا

এবং আমাদের উপর মেহেরবানী কর, তুমি সর্বোত্তম মেহেরবান। (২৩) আয় আল্লাহ্! আমাদের হইতে সরাইয়া দিও

عَـذَابَ جَـهَـنَّمَ ـ اِنَّ عَـذَابَـهَا كَانَ غَـرَامًا (٢٤) رَبَّـنَـا

দোযখের আযাব। নিশ্চয় দোযখের আযাব সর্বনাশ সাধনকারী। (২৪) আয় আল্লাহ্!

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّ

আমাদিগকে দান কর এমন স্ত্রী, পুত্র-কন্যা যেন তাহাদের কারণে আমাদের চক্ষু শীতল হয়* এবং

اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا (٢٥) رَبِّ هَبْ لِىْ مِنْ

আমাদের (সবর্দার বানাও তো) মুত্তাকীদের সর্দার বানাও। (২৫) আয় মা'বূদ! আমাকে দান কর।

لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ

তোমার বিশেষ রহমতভাণ্ডার হইতে মঙ্গলময় নেককার সন্তান; নিশ্চয় তুমি সকল দোয়া শ্রবণকারী।

(٢٦) رَبِّ اَوْزِعْنِىْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ

(১৬) আয় আল্লাহ্! তুমি আমাকে তওফিক দান কর তোমার ঐ সব নেয়ামতের শোকর আদায় করিবার

الَّتِىْٓ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلٰى وَالِدَىَّ وَاَنْ

যে সব নেয়ামত তুমি দান করিয়াছ আমাকে এবং আমার পিতা-মাতাকে এবং

اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَاَدْخِلْنِىْ بِرَحْمَتِكَ

আমাকে তওফিক দান কর এরূপ নেক আমল করিবার যাহা তুমি পছন্দ কর এবং তোমার দয়াগুণে আমাকে দলভুক্ত করিয়া

* অর্থাৎ সুপুত্র, সুপরিবার আমাকে দান কর যাহাদের দ্বারা আমি ইহকাল ও পরকালে শান্তি পাইতে পারি। আখেরাতের দিক দিয়া কোন লাভের বস্তু নহে বরং ক্ষতির কারণ হয় এরূপ পরিবার– পরিজন হইতে আমাকে রেহাই দান কর।

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

فِيْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ (٢٧) رَبِّ اِنِّيْ لِمَا

রাখ তোমার নেক বান্দাগণের। (২৭) আয় আল্লাহ্! তুমি যাহা কিছু

اَنْزَلْتَ اِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ (٢٨) رَبِّ انْصُرْنِيْ

আমাকে দান কর তাহাই ভাল এবং তাহারই আমি মুখাপেক্ষী। (২৮) আয় আল্লাহ্! আমাকে জয়যুক্ত কর।

عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ (٢٩) رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ

ফেৎনা-ফাসাদকারীদের মোকাবেলায়। (২৯) আয় আল্লাহ্! সর্বব্যাপী

شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا

তোমার রহমত এবং তুমি সর্বজ্ঞ; অতএব, ক্ষমা কর তাহাদেরে যাহারা তওবা করিয়া গ্রহণ করিয়াছে

سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ـ رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ

তোমার দ্বীনের পথ এবং তাহাদের দোযখের আযাব হইতে বাঁচাও। আয় আল্লাহ্! স্থান দান কর তাহাদেরে

جَنّٰتِ عَدْنِ نِ الَّتِيْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ

তোমার ওয়াদাকৃত চিরস্থায়ী বেহেশতের মধ্যে এবং তাহাদেরেও যাহারা নেককার হইয়াছে

اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ

তাহাদের বাপ, দাদা, স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাগণের মধ্যে; নিশ্চয়ই তুমি

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ـ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ ـ وَمَنْ تَقِ

সর্বশক্তিমান সর্বক্ষমতাশালী। তাহাদের সব কষ্ট হইতে বাঁচাইয়া লও; তুমি যাহাকে বাঁচাইয়া নিলে

السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذٰلِكَ هُوَ

সব কষ্ট হইতে কেয়ামতের দিন, সে-ই প্রকৃত প্রস্তাবে তোমার রহমত পাইল এবং ইহাই (জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধন ও)

الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ (٣٠) وَاَصْلِحْ لِىْ فِىْ ذُرِّيَّتِىْ ـ اِنِّىْ

বড় সার্থকতা। (৩০) আয় আল্লাহ্ ! আমার আল-আওলাদের মধ্যে ঈমানদর পরহেজগর রাখিও; আমি

تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ (٣١) اَنِّىْ

তওবা করিয়া তোমার দিকে রুজু হইতেছি এবং তোমার ফরমাবরদারী গ্রহণ করিয়াছি। (৩১) আমি

مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ (٣٢) رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِاِخْوَانِنَا

পরাজিত হইতেছি, আমার সহায়তা কর এবং প্রতিশোধ লও।* (৩২) আয় আল্লাহ্! মাফ করিয়া দাও আমাদেরে এবং আমাদের যে সব মুসলমান ভাইগণ

الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا

ঈমানের সঙ্গে গুযরিয়া গিয়াছেন তাহাদেরে এবং থাকিতে দিও না আমাদের দেলে

* নফছ, শয়তান মানুষের দ্বীন ঈমানের পরম শত্রু, ইসলামদ্রোহী মানুষও দ্বীন-ঈমানের শত্রু, এই সব শত্রুর আক্রমণ উদ্দেশ্য করিবে। জাগতিক বিষয়ে কোন না-হক শত্রু থাকিলে তাহাকেও উদ্দেশ্য করা যাইতে পারে।

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ (٣٣) رَبَّنَا

বিন্দুমাত্রও কীনা কোন ঈমানদারের প্রতি; আয় আল্লাহ্! তুমি অতি মেহেরবান অতি দয়ালু। (৩২) আয় আল্লাহ্!

عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ـ

আমরা তোমারই উপর ভরসা করিতেছি এবং তোমারই দিকে রুজু হইতেছি এবং অবশেষে তোমারই নিকট ফিরিয়া আসিতে হইবে।

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْلَنَا

আয় আল্লাহ্! আমাদেরে কাফেরদের দ্বারা উৎপীড়িত হইতে দিও না। আয় আল্লাহ্। আমাদের মাফ করিয়া দাও; হে প্রভু! নিশ্চয়

رَبَّنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (٣٤) رَبَّنَآ

তুমি সর্বশক্তিমান সর্ব ক্ষমতাবান। (৩৪) আয় আল্লাহ্!

اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْلَنَا اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ

আমাদের জন্য আমাদের নূরকে পূর্ণ করিয়া দিও * এবং আমাদেরে মাফ করিয়া দিও; নিশ্চয় তুমি সব কিছু

شَيْءٍ قَدِيْرٌ (٣٥) رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَيَّ

করিতে পার। (৩৫) আয় আল্লাহ্! সমস্ত গোনাহ্-খাতা মাফ করিয়া দাও আমাকে এবং আমার পিতা-মাতাকে

* মু'মিনগণ পরকালে পুলসিরাত পার হইবার সময় নূর ও আলোর সাহায্য পাইবে যাহার উল্লেখ পবিত্র কোরআনে আছে, সেই নূর এবং এই জীবনের আধ্যাত্মিক ঈমানী নূরকে উদ্দেশ্য করিবে।

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِىَ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ

এবং যে ঈমানের সহিত আমার ঘরে ঢুকিয়াছে তাহাকে এবং অন্য সমস্ত ঈমানদার পুরুষ

وَالْمُؤْمِنٰتِ (٣٦) اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِمَاءِ

এবং ঈমানদার স্ত্রীলোকগণকে। (৩৬) আয় আল্লাহ্! আমার সমস্ত গোনাহ ধুইয়া দাও–

الثَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَنَقِّ قَلْبِىْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا

বরফের এবং শিলার পানি দ্বারা * এবং আমার দিলকে গোনাহসমূহ হইতে সেইরূপ পরিষ্কার করিয়া দাও যেরূপ

يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ

সাদা কাপড় ময়লা হইতে ধুইয়া পরিষ্কার করা হয় এবং দূরে রাখ

بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَّ بَيْنَ

আমাকে গোনাহের কাজ হইতে, যেরূপ দূরে আছে

الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ (٣٧) اَللّٰهُمَّ اٰتِ نَفْسِىْ

মাশরিক (পূর্ব) হইতে মাগরিব (পশ্চিম)। (৩৭) আয় আল্লাহ্! তুমি আমার নফছকে দান কর

* একটি বীজের পরবর্তী রূপ ও আকৃতি হইল ডালপালাযুক্ত একটি বৃক্ষ; তদ্রূপ নেক আমলসমূহের পরকালীন রূপ ও আকৃতি হইল বেহেশতের ফল-ফলাদি ও বাগ-বাগিচা এবং গোনাহের পরকালীন রূপ ও আকৃতি হইল দোযখের আগুন। অতএব, গোনাহ্ দূরীকরণার্থে অধিক শীতল পানির উল্লেখ বিশেষ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

تَـقْـوٰهَـا وَزَكِّـهَـآ اَنْـتَ خَـيْـرُ مَـنْ زَكّٰـهَـا اَنْـتَ

পরহেজগারী এবং আমার নফককে এছলাহ্ করিয়া দাও, তুমিই সর্বোত্তম এছলাহ্কারী; তুমি আমার

وَلِـيُّـهَـا وَمَـوْلَاهَـا (٣٨) اِنَّـا نَـسْـئَـلُـكَ مِنْ خَـيْـرِ مَـا

নফছের মালিক, তমি উহার মাওলা। (৩৮) আয় আল্লাহ্! আমরা তোমার নিকট প্রার্থনা করি ঐ সব ভাল জিনিস যে সবের

سَـئَـلَـكَ مِـنْـهُ نَـبِـيُّـكَ مُـحَـمَّـدٌ صَـلَّـى الـلّٰـهُ عَـلَـيْـهِ وَسَـلَّـمَ

দরখাস্ত করিয়াছেন তোমার নিকট তোমার পেয়ারা নবী মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম।

(٣٩) اِنَّـا نَـسْـئَـلُـكَ عَـزَآئِـمَ مَـغْـفِـرَتِـكَ وَمُـنْـجِـيَـاتِ

(৩৯) আয় আল্লাহ্! আমরা তোমার নিকট এমন সব আমলের তওফিক চাই, যাহাতে তোমার নিকট মাফি এবং নাজাত পাই,

اَمْـرِكَ وَالـسَّـلَامَـةَ مِـنْ كُـلِّ اِثْـمٍ وَالْـغَـنِـيْـمَـةَ مِـنْ

এবং সব গোনাহের কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পারি এবং সহজে প্রচুর পরিমাণে

كُـلِّ بِـرٍّ وَالْـفَـوْزَ بِـالْـجَـنَّـةِ وَالـنَّـجَـاةَ مِـنَ الـنَّـارِ

প্রত্যেক সওয়াবের কাজ করিতে পারি এবং বেহেশত লাভ করিতে পারি ও দোযখ হইতে মুক্তি পাই।

(٤٠) اَسْـئَـلُـكَ عِـلْـمًـا نَّـافِـعًـا (٤١) اَلـلّٰـهُـمَّ اغْـفِـرْلِـىْ

(৪০) আয় আল্লাহ্! তোমার নিকট এমন এল্ম চাই যাহা কাজে আসে। (৪১) আয় আল্লাহ্! আমাকে মাফ করিয়া দাও আমার

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

ذُنُوْبِىْ وَخَطَئِىْ وَعَمَدِىْ (٤٢) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ

সমস্ত গোনাহ্ এবং যাহা কিছু অন্যায় ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় করিয়া থাকি। (৪২) আয় আল্লাহ্! আমাকে মাফ করিয়া দাও।

خَطِيْئَتِىْ وَجَهْلِىْ وَاِسْرَافِىْ فِىْٓ اَمْرِىْ وَ

আমার সব ত্রুটি-অন্যায় যাহা কিছু না জানিয়া করিয়াছি এবং স্বীয় কার্যাবলীতে যাহা কিছু সীমা অতিক্রম করিয়াছি এবং

مَآ اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ (٤٣) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ جِدِّىْ

যাহা কিছু আমি জানি না– তুমি আমার চেয়ে বেশী জান। (৪৩) আয় আল্লাহ্! আমাকে মাফ্ করিয়া দাও যাহা কিছু অন্যায় আমি ইচ্ছাপূর্বক করিয়াছি

وَهَزْلِىْ (٤٤) اَللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ

বা হাসি তামাশায় করিয়াছি। (৪৪) আয় আল্লাহ্! সমস্ত দেল তোমার হাতে;

صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلٰى طَاعَتِكَ (٤٥) اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ

তুমি আমাদের দেলকে তোমার ফরমাবরদারীর মধ্যে লাগাইয়া রাখ। (৪৫) আয় আল্লাহ্! আমাকে হেদায়েত দান কর

وَسَدِّدْنِىْ (٤٦) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْهُدٰى

এবং সোজা লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিতে মজবুত রাখ। (৪৬) আয় আল্লাহ! আমি তোমার নিকট হেদায়েত চাই

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى (٤٧) اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ

এবং বদ কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকিতে তাকওয়া-পরহেজগারী চাই এবং পরের বৌ-ঝিয়ের দিকে বা পরের টাকা-পয়সার দিকে ফিরিয়াও যেন না চাই এবং নিজের আর্থিক অবস্থায় নিজে যেন সন্তুষ্ট থাকিতে পারি। (৪৭) আয় আল্লাহ্ ! দুরস্ত করিয়া দাও।

لِىْ دِيْنِىَ الَّذِىْ هُوَ عِصْمَةُ اَمْرِىْ وَاَصْلِحْ لِىْ

আমার দ্বীন! দ্বীনই আমার আসল সম্বল এবং দুরস্ত করিয়া দাও

دُنْيَاىَ الَّتِىْ فِيْهَا مَعَاشِىْ وَاَصْلِحْ لِىْ

আমার দুনিয়া; যে দুনিয়াতে আমার জীবিকা এবং দুরস্ত করিয়া দাও

اٰخِرَتِىَ الَّتِىْ فِيْهَا مَعَادِىْ وَاجْعَلِ الْحَيٰوةَ

আমার আখেরাত; সে আখেরাতই আমার আসল ঠিকানা ও ফিরিয়া যাইবার স্থান এবং হায়াতকে উপায় বানাইয়া দাও

زِيَادَةً لِّىْ فِىْ كُلِّ خَيْرٍ وَّاجْعَلِ الْمَوْتَ

সব রকমের নেক আমল বেশী হইবার এবং মৃত্যুকে উপায় বানাও

رَاحَةً لِّىْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ (٤٨) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ

সব কষ্ট হইতে শান্তি লাভের। (৪৮) আয় আল্লাহ্! মাফ কর

لِىْ وَارْحَمْنِىْ وَعَافِنِىْ وَارْزُقْنِىْ ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ

আমাকে এবং আমাকে রহমত দান কর, আমাকে স্বাস্থ্য দান কর, আমাকে হালাল রুজি দান কর। আয় আল্লাহ্! আমি

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ

তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি; আমাকে বাঁচাও–আমি যেন অকর্ম্মন্য না হই, আমি যেন অলস না হই, আমি যেন ভীরু কাপুরুষ না হই,

وَالْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ

আমি যেন সম্পূর্ণ অচল বৃদ্ধ না হই, আমি যেন ঋণের বোঝার চাপে না পড়ি, আমি যেন গোনাহ্‌র কাজের কাছেও না যাই এবং দোযখের আযাব হইতে বাঁচাও।

وَفِتْنَةِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَ

এবং দোযখের আগুনে জ্বলা হইতে বাঁচাও, কবরের পরীক্ষার সঙ্কট হইতে বাঁচাও, কবরের আযাব হইতে বাঁচাও। আর

شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنٰى وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَمِنْ شَرِّ

আমি যেন মালদারীর পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ না হই এবং দরিদ্রতার পরীক্ষায় অকৃতকার্য না হই। আর ধোকায় যেন না পড়ি

فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَ

দাজ্জালের ফেতনার। আর জীবিত অবস্থার ফেতনা হইতে এবং

الْمَمَاتِ وَمِنَ الْقَسْوَةِ وَالْغَفْلَةِ وَالْعَيْلَةِ

মৃত্যু সময়কার ফেৎনা হইতে আমাকে বাঁচাও এবং আমার দেল যেন শক্ত না হয়। আর আমাকে গাফলত হইতে বাঁচাও, দরিদ্রতা ও অভাব-অনটন হইতে বাঁচাও

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

وَالذِّلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ وَالْكُفْرِ وَالْفُسُوْقِ

মানহীনতা, ইতরতা এবং কুফরী-ফাছেকী হইতে বাঁচাও

وَالشِّقَاقِ وَالسُّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ وَمِنَ الصَّمَمِ

জেদাজেদী, দলাদলী ও রিয়াকারী হইতে বাঁচাও। বধিরতা

وَالْبَكَمِ وَالْجُنُوْنِ وَالْجُذَامِ وَسَيِّئِى الْاَسْقَامِ

এবং বাকশক্তি রহিত হওয়া, উম্মত্ততা, কুষ্ঠরোগ এবং অন্যান্য সব খারাব রোগ হইতে বাঁচাও।

وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَمِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْبُخْلِ

ঋণ-ভার এবং চিন্তা-ভাবনা হইতে এবং কৃপণতা হইতে বাঁচাও

وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ وَمِنْ اَنْ اُرَدَّ اِلَى اَرْذَلِ الْعُمُرِ

এবং লোকের চাপ ও জুলুম হইতে বাঁচাও। যেই বয়সে অকর্মা হইয়া পড়ি সেই বয়স হইতে বাঁচাও।

وَفِتْنَةِ الدُّنْيَا وَمِنْ عِلْمٍ لَّا يَنْفَعُ وَقَلْبٍ لَّا يَخْشَعُ

দুনিয়ার ফেৎনা-ফাসাদ হইতে বাঁচাও এবং যেই এল্‌মের মধ্যে কোন উপকার নাই সেই এল্‌ম হইতে বাঁচাও, যে দেল নরম না হয় সেই দেল হইতে বাঁচাও।

وَمِنْ نَّفْسٍ لَّا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَّايُسْتَجَابُ لَهَا۔

যেই নফ্‌ছ তৃপ্ত না হয় সেই নফ্‌ছ হইতে বাঁচাও *, যে দোয়া কবুল না হয় সেই দোয়া হইতে বাঁচাও।

* অর্থাৎ আমার অন্তঃকরণকে এইরূপ হইতে দিও না যে, সে সর্বদা আধিক্যের প্রতি লালায়িত থাকে, তাহার ভাগ্যে তুষ্টি ও তৃপ্তি না জুটে।

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

দ্বিতীয় মঞ্জিল
(রবিবার)

(٤٩) رَبِّ اَعِنِّىْ وَلَا تُعِنْ عَلَىَّ وَانْصُرْنِىْ وَلَا

(৪৯) আয় আল্লাহ্! আমাকে সাহায্য কর, আমার বিপক্ষকে সাহায্য করিও না। আমাকে জয়ী কর

تَنْصُرْ عَلَىَّ وَامْكُرْلِىْ وَلَا تَمْكُرْ عَلَىَّ وَاهْدِنِىْ

আমার বিপক্ষকে জয়ী করিও না। আমার জন্য তদবীর কর, আমার বিপক্ষের জন্য তদবীর করিও না। আমাকে হেদায়েত দান কর।

وَيَسِّرِ الْهُدٰى لِىْ وَانْصُرْنِىْ عَلٰى مَنْ بَغٰى

এবং হেদায়েতের পথ আমার জন্য সহজ করিয়া দাও। যে আমার উপর অত্যাচার করিতে আসে তাহার মোকাবেলায় আমাকে তুমি সহায়তা কর।

عَلَىَّ رَبِّ اجْعَلْنِىْ لَكَ ذَكَّارًا لَّكَ شَكَّارًا

আয় আল্লাহ্! আমাকে এমন বানাইয়া দাও যেন আমি তোমার যিক্‌র খুব বেশী করিতে পারি, তোমার শোক্‌র খুব বেশী করিতে পারি,

لَّكَ رَهَّابًا لَّكَ مِطْوَاعًا لَّكَ مُطِيْعًا اِلَيْكَ مُخْبِطًا

তোমার ভয় যেন খুব বেশী করি, তোমার সামনে সর্বদা নত ও তোমাতেই যেন রত থাকি।

اِلَيْكَ اَوَّاهًا مُّنِيْبًا ـ رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِىْ

তোমার সামনে সর্বদা কান্নাকাটি করিতে থাকি, তোমার দিকে রুজু থাকি। আয় আল্লাহ্! আমার তওবা কবুল কর,

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

وَاغْسِلْ حَوْبَتِىْ وَاَجِبْ دَعْوَتِىْ وَثَبِّتْ

আমার গোনাহ ধুইয়া ফেল, আমার দোয়া কবুল কর এবং মজবুত করিয়া দাও

حُجَّتِىْ وَسَدِّدْ لِسَانِىْ وَاهْدِ قَلْبِىْ وَاسْلُلْ

আমার দলীল * এবং আমার জবান ঠিক করিয়া দাও, আমার দিলকে হেদায়েতের কথা বুঝাইয়া দাও এবং দূর করিয়া দাও।

سَخِيْمَةَ صَدْرِىْ (٥٠) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا

আমার অন্তরের ময়লা। (৫০) আয় আল্লাহ্! আমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দাও, আমাদের উপর রহমত নাযিল কর।

وَارْضَ عَنَّا وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَنَجِّنَا مِنَ

তুমি আমাদের উপর সন্তুষ্ট থাক, আমাদিগকে বেহেশ্‌তে স্থান দিও এবং নাযাত দিও

النَّارِ وَاَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهٗ (٥١) اَللّٰهُمَّ اَلِّفْ

দোযখ হইতে এবং আমাদে রসকল অবস্থা ভাল করিয়া দাও। (৫১) আয় আল্লাহ্! মিলাইয়া দাও

بَيْنَ قُلُوْبِنَا وَاَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَاهْدِنَا

আমাদের দেলকে এবং আমাদের পারস্পরিক মনোমালিন্য দূর করিয়া দাও। আমাদিগকে দেখাইয়া দাও

*হাশরের দিন নাযাত লাভের দলীল তথা ঈমান, কিম্বা ঈমানের দলীল তথা আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস। এতদ্ভিন্ন জাগতিক কোন হক দাবী সম্পকীয় দলীল প্রমাণও এই সঙ্গে উদ্দেশ্য করা যায়।

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

سُبُلَ السَّلَامِ وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ

শান্তির পথ! আমাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোর দিকে নিয়া যাও

وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

এবং গুপ্ত বা প্রকাশ্য বেহায়ায়ী হইতে আমাদিগকে দূরে রাখ।

وَبَارِكْ لَنَا فِىْ اَسْمَاعِنَا وَاَبْصَارِنَا وَقُلُوْبِنَا

এবং বরকত দান কর আমাদের চক্ষু, কর্ণ, অন্তঃকরণ,

وَاَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ

স্ত্রী, সন্তানাদি–সব জিনিসে এবং আমাদিগকে তোমার নিকট তওবা করিবার তওফিক দান কর; নিশ্চয় তুমি

التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ وَاجْعَلْنَا شَاكِرِيْنَ لِنِعْمَتِكَ

অত্যন্ত দয়ালু, তুমি তওবার তওফিক দানকারী। আর তুমি আমাদিগকে তোমার নেয়ামতসমূহের শোকর আদায়কারী বানাও

مُثْنِيْنَ بِهَا قَابِلِيْهَا وَاَتِمَّهَا عَلَيْنَا (٥٢) اَللّٰهُمَّ

এবং তোমার নেয়ামতের উপর তোমার প্রশংসাকারী ও তোমার নেয়ামত পাইবার উপযুক্ত আমাদের বানাও এবং তোমার নেয়ামত পূর্ণরূপে আমাদিগকে দান কর। (৫২) আয় আল্লাহ্!

اِنِّىْ اَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِى الْاَمْرِ وَاَسْأَلُكَ

আমি তোমার নিকট এই প্রার্থনা করি, যে আমি যেন দ্বীনের উপর মজবুত থাকিতে পারি এবং

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

عَزِيْمَةَ الرُّشْدِ وَاَسْئَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَ

পূর্ণ হেদায়েতের উপর আমল করিতে পারি এবং তোমার নেয়ামতসমূহের শোকর আদায় করিতে পারি এবং

حُسْنَ عِبَادَتِكَ وَاَسْئَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا وَّقَلْبًا

তোমার এবাদত খুব ভালরূপে করিতে পারি। আর তোমার নিকট চাই– খাঁটি জবান

سَلِيْمًا وَّخُلُقًا مُّسْتَقِيْمًا ط وَاَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ

হৃদয় সরল এবং স্বভাব কোমল এবং চাই-সে সকল ভাল জিনিস

مَا تَعْلَمُ وَاَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا تَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ

যাহা তুমি জান এবং তোমার নিকট মাফ চাই সেই সকল গোনাহ হইতে তুমি জান; তুমি ভালরূপে জান।

الْغُيُوْبِ (٥٣) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ

সকল গুপ্ত বিষয়। (৫৩) আয় আল্লাহ্! আমার সকল গোনাহ মাফ করিয়া দাও, যাহা কিছু পূর্বে করিয়াছি।

وَمَآ اَخَّرْتُ وَمَآ اَسْرَرْتُ وَمَآ اَعْلَنْتُ

বা পরে করিয়াছি– গুপ্তভাবে করিয়াছি বা প্রকাশ্যভাবে করিয়াছি

وَمَآ اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ (٥٤) اَللّٰهُمَّ اقْسِمْ لَنَا

এবং যাহা তুমি আমার চেয়ে বেশী জান। (৫৪) আয় আল্লাহ্! আমাদিগকে দান কর

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُوْلُ بِهٖ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيْكَ

তোমার ভয় সেই পরিমাণে যাহা আমাদিগকে তোমার নাফরমানী হইতে বিরত রাখে

وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهٖ جَنَّتَكَ وَمِنَ الْيَقِيْنِ

এবং তোমার এবাদত-বন্দেগী ও ফরমাবরদারী সেই পরিমাণে দান করা যাহা আমাদিগকে বেহেশতে নিয়া পৌছায় এবং বিশ্বাস সেই পরিমাণে দান কর।

مَا تُهَوِّنُ بِهٖ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا

যাহাতে দুনিয়ার বালা-মুসীবত ও বিপদাপদ সহজ হইয়া যায় এবং আমাদিগকে ভোগ করিতে দাও।

بِاَسْمَاعِنَا وَاَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا اَحْيَيْتَنَا

আমাদের শ্রবণ শক্তি, দর্শন শক্তি এবং অন্যান্য শক্তিগুলি যাবৎ আমাদিগকে জীবিত রাখ

وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلٰى

এবং ঐ সব শক্তি দ্বারা এমন এমন সৎ ছেলছেলাহ্ জারী করার তওফিক দাও, যাহা আমার পরেও বাকী থাকে এবং প্রতিশোধ লইও

مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلٰى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ

উহাদের হইতে, যাহারা আমাদের উপর অন্যায় অত্যাচার করে এবং যাহারা আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করে তাহাদের বিরুদ্ধে আমাদের সহায়তা করিও এবং আসিতে দিও না।

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

مُصِيْبَتَنَا فِىْ دِيْنِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرَ هَمِّنَا

আমাদের দ্বীনের উপর কোন বিপদ এবং দুনিয়াকে
আমাদের আসল মকছুদ

وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا غَايَةَ رَغْبَتِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا

বা এল্‌ম ও জ্ঞানের শেষ সীমান্ত উদ্দেশ্য বা চরম কাম্য ও আকাঙ্ক্ষার
বস্তু হইতে দিও না এবং এমন কাহারও অধীনস্থ আমাদিগকে করিও না

مَنْ لَّا يَرْحَمُنَا (٥٥) اَللّٰهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا

যে আমাদের উপর সদয় না হয়। (৫৫) আয় আল্লাহ্! আমাদিগকে
বাড়াইও- কমাইও না ।

وَاَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا وَاَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَاٰثِرْنَا

আমাদিগকে সম্মান দান করিও- অপমান করিও না। আমাদিগকে দান করিও- মাহরূম
করিও না। আয় আল্লাহ্! আমাদিগকে উপরস্থ করিয়া রাখিও-

وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَاَرْضِنَا وَارْضَ عَنَّا

অন্যকে আমাদের উপরস্থ করিও না। আয় আল্লাহ্! আমাদিগকে
সন্তুষ্ট রাখ এবং তুমি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকিও।

(٥٦) اَللّٰهُمَّ اَلْهِمْنِىْ رُشْدِىْ (٥٧) اَللّٰهُمَّ قِنِىْ

(৫৬) আয় আল্লাহ্! আমাদের হৃদয়ে হেদায়েত ও সৎ পথের কথা
নিক্ষেপ কর। (৫৭) আয় আল্লাহ্! আমাকে রক্ষা কর-

شَرَّ نَفْسِىْ وَاَعْزِمْ لِىْ عَلٰى رُشْدِ اَمْرِىْ

আমার নফসের (কুপ্রবৃত্তির) অনিষ্ট হইতে এবং সদা সৎপথে
থাকার সাহস ও উৎসাহ দান কর।

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

(٥٨) اَسْئَلُ اللّٰهَ الْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

(৫৮) আমি আল্লাহ্‌র নিকট দুনিয়া ও আখেরাতে শান্তি ও স্বচ্ছন্দতা প্রার্থনা করি।

(٥٩) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ

(৫৯) হে খোদা! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি– আমি যেন ভাল কাজ করিতে পারি।

وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ وَاَنْ

ও মন্দ কাজ ছাড়িতে পারি এবং গরীবদেরে যেন ভালবাসি এবং

تَغْفِرَلِىْ وَتَرْحَمْنِىْ وَاِذَا اَرَدْتَّ بِقَوْمٍ فِتْنَةً

তুমি আমাকে মাফ করিয়া দিও এবং আমার উপর রহমত নাযিল করিও এবং যখন কোন সম্প্রদায়ের উপর বালা-মুসীবত নাযিল কর

فَتَوَفَّنِىْ غَيْرَ مَفْتُوْنٍ وَاَسْئَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ

তখন বালার ভিতরে পড়ার পূর্বে আমাকে উঠাইয়া লইও এবং আমি তোমার নিকট তোমার মহব্বত প্রার্থনা করি এবং

مَنْ يُّحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُّقَرِّبُ اِلٰى حُبِّكَ

তোমাকে যে ভালবাসে তাহার মহব্বত কামনা করি এবং যে কাজ করিলে তোমার মহব্বত জন্মায় সে কাজের মহব্বত চাই।

(٦٠) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ اِلَىَّ مِنْ نَّفْسِىْ

(৬০) আয় আল্লাহ্! তোমার মহব্বত আমার জীবনের চেয়ে

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

وَمَالِىْ وَاَهْلِىْ وَمِنَ الْمَآءِ الْبَارِدِ

এবং ধন-সম্পদ স্ত্রী-পুত্র ও ঠাণ্ডা পানি হইতেও অধিক প্রিয় বানাইয়া দাও।

(٦١) اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يَّنْفَعُنِىْ

(৬১) আয় আল্লাহ্! আমাকে তোমার মহব্বত দান কর এবং যাহার মহব্বত আমার জন্য কাজে আসে

حُبُّهٗ عِنْدَكَ اَللّٰهُمَّ مَا رَزَقْتَنِىْ مِمَّا اُحِبُّ

তোমার নিকট তাহার মহব্বতও দান কর। আয় আল্লাহ! আমার প্রিয় ও কাম্য বস্তু যাহা তুমি আমাকে দান করিয়াছ

فَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِّىْ فِيْمَا تُحِبُّ اَللّٰهُمَّ وَمَا زَوَيْتَ

তদ্বারা যেন আমি তোমার নিকট প্রিয় হওয়ার পথে সাহায্য পাই– এরূপ করিয়া দাও এবং যাহা কিছু

عَنِّىْ مِمَّا اُحِبُّ فَاجْعَلْهُ فَرَاغًا لِّىْ فِيْمَا تُحِبُّ

আমার কাম্য বস্তু তুমি আমাকে দান কর নাই– আমার সময়, শরীর ও মনকে উহাতে বেষ্টিত ও লিপ্ত কর নাই, সেই নির্লিপ্ত সময় শরীর ও মনের অংশটুকু যেন আমি তোমার প্রিয় হওয়ার পথেই ব্যয় করিতে পারি– এরূপ করিয়া দাও।

(٦٢) يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِىْ عَلٰى

(৬২) হে দিলের মালিক খোদা! দিলকে ঘুরান-ফেরান তোমারই কাজ; আমার দিলকে মজবুত ও দৃঢ় রাখ–

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

دِيْنِكَ (٦٣) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ اِيْمَانًا لَّا يَرْتَدُّ

তোমার ধর্ম পথে। ৬৩) আয় আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট এমন মজবুত ঈমান চাই যাহা অটল

وَنَعِيْمًا لَّا يَنْفَدُ وَمُرَافَقَةَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى

এবং এমন নেয়ামত চাই যাহা অফুরন্ত এবং আমাদের নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা ছাল্লাল্লাহু

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ اَعْلٰى دَرَجَةِ الْجَنَّةِ

আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গ লাভ চাই বেহেশতের সর্বোচ্চ স্তরে

جَنَّةِ الْخُلْدِ (٦٤) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ صِحَّةً

যে বেহশত চিরস্থায়ী। (৬৪) আয় আল্লাহ্! আমি স্বাস্থ্য চাই

فِىْ اِيْمَانٍ وَاِيْمَانًا فِىْ حُسْنِ خُلُقٍ وَّنَجَاحًا

ঈমানের সঙ্গে, ঈমান চাই ভাল স্বভাবের সঙ্গে এবং দুনিয়ার এমন কৃতকার্যতা চাই

تُتْبِعُهُ فَلَاحًا وَّرَحْمَةً مِّنْكَ وَعَافِيَةً وَّمَغْفِرَةً

যাহার পর আখেরাতের কৃতকার্যতা পাই এবং রহমত চাই এবং স্বাস্থ্য ও সুখ শান্তি চাই এবং তুমি আমাকে মাফ করিয়া দাও

مِّنْكَ وَرِضْوَانًا (٦٥) اَللّٰهُمَّ انْفَعْنِىْ بِمَا عَلَّمْتَنِىْ

এবং আমার উপর সন্তুষ্ট থাক ইহাই আমি চাই। (৩৫) আয় আল্লাহ্! যাহা কিছু এলম আমাকে দান করিয়াছ তদ্বারা আমাকে ভাল পথে চালিত কর।

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

وَعَلِّمْنِىْ مَا يَنْفَعُنِىْ (٦٦) اَللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ

এবং সেই এলম আমাকে দান কর যদ্বারা আমি ভাল হইতে পারি। (৬৬) আয় আল্লাহ্! গায়েবের খবর তুমিই জান

وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ اَحْيِنِىْ مَا عَلِمْتَ الْحَيٰوةَ

এবং তোমারই ক্ষমতা চলে সমস্ত সৃষ্ট জগতের উপর; আমি তোমার নিকট চাই যে, আমাকে সেই সময় পর্যন্ত জীবিত রাখ যে পর্যন্ত জীবিত থাকা আমার জন্য ভাল,

خَيْرًا لِّىْ وَتَوَفَّنِىْ اِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِّىْ

এবং আমাকে সেই সময় মৃত্যু দান কর যে সময় আমার জন্য মৃত্যু ভাল,

وَاَسْئَلُكَ خَشْيَتَكَ فِى الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

এবং আমি তোমার নিকট এই চাই যে, সাক্ষাতে অসাক্ষাতে তথা প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বাবস্থায় যেন তোমার ভয় আমার মনে থাকে

وَكَلِمَةَ الْاِخْلَاصِ فِى الرِّضٰى وَالْغَضَبِ

এবং সুখ-দুঃখে শান্তিতে-অশান্তিতে সব সময় যেন তোমায় খাঁটী ভক্ত হইয়া তোমার সঙ্গে ওয়াদা খাঁটি রাখিয়া চলিতে পারি

وَاَسْئَلُكَ نَعِيْمًا لَّا يَنْفَدُ وَقُرَّةَ عَيْنٍ لَّا تَنْقَطِعُ

এবং তোমার নিকট চিরস্থায়ী অফুরন্ত নেয়ামত এবং এমন চক্ষু জুড়ান মনোমুগ্ধকর মনের শান্তি চাই যাহা কখনও ছুটিবার নয়

وَاَسْئَلُكَ الرِّضَا بِالْقَضَاءِ وَبَرْدَ الْعَيْشِ

এবং চাই যে, তোমার তরফ হইতে যে কোন হুকুম (দুঃখ-কষ্ট বিপদাপদ) আসে তাহাতে যেন আন্তরিকভাবে সন্তুষ্ট থাকি এবং মনের মত যেন সুখের জীবন যাপন করিতে পারি।

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَذَّةَ النَّظَرِ اِلٰى وَجْهِكَ

মৃত্যুর পর এবং তোমার দীদারের পরমানন্দ যেন উপভোগ করিতে পারি।

وَالشَّوْقَ اِلٰى لِقَائِكَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ ضَرَّآءَ

এবং সর্বদা যেন তোমার দীদারের অন্বেষণে ব্যতিব্যস্ত থাকিতে পারি। আমি তোমার নিকট পানাহ চাই এমন রোগ হইতে

مُضِرَّةٍ وَّفِتْنَةٍ مُّضِلَّةٍ ـ اَللّٰهُمَّ زَيِّنَّا بِزِيْنَةِ الْاِيْمَانِ

যাহা স্বাস্থ্যের ক্ষতিকারক এবং এমন দুষ্টামী-পাগলামী হইতে যাহা মানুষকে পথভ্রষ্ট করে। আয় আল্লাহ্! সদা আমাদিগকে ঈমানের অলঙ্কারে অলঙ্কৃত রাখ

وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُّهْتَدِيْنَ (٦٧) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ

এবং আমাদিগকে এমন হাদী (পথ প্রদর্শক) বানাইও যাহারা নিজেরাও হেদায়তের উপর থাকে। (৬৭) আয় আল্লাহ্! আমি

اَسْئَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهٖ عَاجِلِهٖ وَاٰجِلِهٖ مَا عَلِمْتُ

তোমার নিকট সর্বপ্রকার ভাল চাই, যাহা দুনিয়াতেও ভাল আখেরাতেও ভাল আমি বুঝি

مِنْهُ وَمَا لَمْ اَعْلَمْ (٦٨) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ

বা না-ই বুঝি। (৬৮) আয় আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট চাই

خَيْرِ مَا سَئَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ (٦٩) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ

সেই সকল ভাল জিনিস যাহা তোমার প্রিয় বান্দা ও পয়গাম্বরগণ চাহিয়াছিলেন। (৬৯) আয় আল্লাহ্! আমি

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

اَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ.

তোমার নিকট বেহেশ্‌ত চাই এবং যে সব কথা ও কাজের দ্বারা বেহেশ্‌ত পাওয়া যায় সেই সকল কথা ও কাজের তওফিক চাই।

وَاَسْئَلُكَ اَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَآءٍ لِّىْ خَيْرًا

এবং ইহাও চাই যে, যাহা কিছু তুমি আমার জন্য নির্ধারিত করিয়াছ তাহা যেন আমার জন্য উত্তম ফলদায়ক হয়।

وَاَسْئَلُكَ مَا قَضَيْتَ لِىْ مِنْ اَمْرٍ اَنْ تَجْعَلَ

এবং আমি তোমার নিকট এই চাই যে, তুমি আমার জন্য যাহা কিছু নির্ধারিত কর

عَاقِبَتَهٗ رُشْدًا (٧٠) اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِى الْاُمُوْرِ

তাহার পরিণাম যেন আমার জন্য ভালই হয়। (৭০) আয় আল্লাহ্! সব কাজে আমাদের পরিণাম ফল ভাল করিয়া দাও

كُلِّهَا وَاَجِرْنَا مِنْ خِزْىِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ

এবং দুনিয়ার অপমান ও আখেরাতের আযাব হইতে রক্ষা করিও।

(٧١) اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِىْ بِالْاِسْلَامِ قَآئِمًا وَّاحْفَظْنِىْ

(৭১) আয় আল্লাহ্! আমার ঈমান ও ইসলামকে হেফাযত কর উঠিতে এবং আমার ঈমান ও ইসলামকে হেফাযত কর

بِالْاِسْلَامِ قَاعِدًا وَّاحْفَظْنِىْ بِالْاِسْلَامِ رَاقِدًا

বসিতে এবং আমার ঈমান ও ইসলামকে হেফাযত কর শয়নে *

* উঠা-বসা, শয়নে-স্বপনে সর্বাবস্থায় আমার ঈমান ও ইসলামকে হেফাযত করিও। মানুষ, শয়তান ও নফছ দ্বারা যেন উহা বিনষ্ট না হয়।

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

وَلَا تُشْمِتْ بِىْ عَدُوًّا وَّلَا حَاسِدًا (٧٢) اَللّٰهُمَّ

এবং আমি এমন কোন দুরাবস্থায় যেন পতিত না হই যাহাতে শত্রু ও হিংসুকেরা আমাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার সুযোগ পায়। (৭২) আয় আল্লাহ্!

اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ خَزَآئِنُهٗ بِيَدِكَ

যত রকম ভাল জিনিসের ভাণ্ডার তোমার নিকট আছে ঐ সকল ভাণ্ডার আমি তোমার নিকট চাই।

وَاَسْئَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ الَّذِىْ هُوَ بِيَدِكَ كُلِّهٖ

এবং সকল প্রকার ভাল তোমারই হাতে; তোমার নিকট আমি সব রকমের ভাল চাই।

(٧٣) اَللّٰهُمَّ لَاتَدَعْ لَنَا ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهٗ وَ لَا هَمًّا

(৭৩) আয় আল্লাহ্! আমার যত গোনাহ আছে সব মাফ করিয়া দাও এবং যত চিন্তা-ভাবনা আছে

اِلَّا فَرَّجْتَهٗ وَلَا دَيْنًا اِلَّا قَضَيْتَهٗ وَ لَا حَاجَةً مِّنْ

সব দূর করিয়া দাও এবং যত ঋণ আছে সব পরিশোধ করিয়া দাও এবং যত অভাব-অভিযোগ আছে–

حَوَآئِجِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اِلَّا قَضَيْتَهَا يَا

দুনিয়া ও আখেরাতে সব পূরণ করিয়া দাও, ওগো সর্বাপেক্ষা

اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ (٧٤) اَللّٰهُمَّ اَعِنَّا عَلٰى

অধিক দয়ালু। (৭৪) আয় আল্লাহ্! আমায় সহায়তা কর

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

ذِكْـــرِكَ وَشُــكْـرِكَ وَحُــسْــنِ عِــبَــادَتِــكَ

তোমার যিক্‌র করিতে, তোমার শুক্‌র করিতে এবং তোমার এবাদত উত্তমরূপে আদায় করিতে।

(٧٥) اَللّٰهُمَّ قَنِّعْنِىْ بِمَا رَزَقْتَنِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِيْهِ وَ

(৭৫) আয় আল্লাহ্! তুমি আমাকে যাহা কিছু দিয়াছ তাহাতে বরকত দান কর এবং আমাকে তাহাতে তৃপ্তি দান কর এবং

اخْلُفْ عَلٰى كُلِّ غَائِبَةٍ لِّىْ بِخَيْرٍ (٧٦) اَللّٰهُمَّ

আমার অসাক্ষাতে আমার যাহা কিছু আছে আমার পরিবর্তে তুমিই তাহা ভালরূপে হেফাযত কর। (৭৬) আয় আল্লাহ্!

اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ عِيْشَةً نَّقِيَّةً وَّمِيْتَةً سَوِيَّةً وَّ

আমি তোমার নিকট চাই দুঃখ-কষ্ট ও পাপবিহীন পরিষ্কার জিন্দেগী এবং উত্তম মৃত্যু বা খাতেমাহ্-বিল-খায়ের এবং

مَرَدًّا غَيْرَ مَخْزِيٍّ وَّلَا فَاضِحٍ (٧٧) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ضَعِيْفٌ

লজ্জা ও অপমানশূন্য প্রত্যাবর্তন* (৭৭) আয় আল্লাহ্! আমি দুর্বল

فَقَوِّىْ فِىْ رِضَاكَ ضُعْفِىْ وَخُذْ اِلَى الْخَيْرِ

সুতরাং তুমি আমাকে তোমার সন্তোষ আকর্ষণের কাজে সবল কর এবং নেক কাজের দিকে আমাকে টানিয়া লও—

بِنَاصِيَتِىْ وَاجْعَلِ الْاِسْلَامَ مُنْتَهٰى رِضَائِىْ

আমার চুলে ধরিয়া এবং ইসলামের রীতিনীতি হুকুম-আহ্‌কামই যেন আমার পছন্দের একমাত্র জিনিস হয়।

* অর্থাৎ তোমার নিকট যখন যাই তখন যেন লজ্জিত ও অপমানিত না হই।

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

وَاِنِّىْ ذَلِيْلٌ فَاَعِزَّنِىْ وَاِنِّىْ فَقِيْرٌ فَارْزُقْنِىْ

আয় আল্লাহ্! আমি সম্মানহীন, তুমি আমাকে সম্মান দান কর। আয় আল্লাহ্! আমি দরিদ্র তুমি আমাকে রিয্ক্ দান কর।

(٧٨) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ خَيْرَ الْمَسْئَلَةِ وَخَيْرَ

(৭৮) আয় আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট ভাল জিনিস চাই এবং ভাল জিনিসের জন্য

الدُّعَآءِ وَخَيْرَ النَّجَاحِ وَخَيْرَ الْعَمَلِ

দোয়া প্রার্থনা করি এবং চাই যে, সকল কাজে যেন ভালভাবে কৃতকার্য হইতে পারি এবং ভাল ভাল কাজ যেন করিতে পারি এবং ভাল

وَخَيْرَ الثَّوَابِ وَخَيْرَ الْحَيٰوةِ وَخَيْرَ الْمَمَاتِ

সওয়াব যেন পাই। ভালরূপে যেন জীবন-যাপন করিতে পারি এবং ভাল মৃত্যু যেন হয়।

وَثَبِّتْنِىْ وَثَقِّلْ مَوَازِيْنِىْ وَحَقِّقْ اِيْمَانِىْ وَارْفَعْ

আয় আল্লাহ্! দ্বীনের উপর আমাকে স্থিরপদ রাখ এবং আমার নেকীর পাল্লা ভারী করিয়া দিও এবং আমার ঈমান খাঁটী করিয়া দাও এবং উচ্চ করিয়া দাও

دَرَجَتِىْ وَتَقَبَّلْ صَلَاتِىْ وَاَسْئَلُكَ الدَّرَجَاتِ

আমার মর্তবা এবং আমার নামায (তথা শারীরিক সমস্ত এবাদত) কবুল করিয়া লও। এবং আমি তোমার নিকট স্থান ও জায়গা চাই

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

الْعُلٰى مِنَ الْجَنَّةِ اٰمِيْنَ . اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ فَوَاتِحَ

বেহেশ্‌তের উপরের দরজায়– আমীন। আয় আল্লাহ্‌! আমার দোয়া কবুল কর। আয় আল্লাহ্‌! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি যে, আমার সব কাজগুলো যেন প্রাথমিক সূচনায়ও

الْخَيْرِ وَخَوَاتِمَهٗ وَجَوَامِعَهٗ وَاَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ

ভাল হয়, সর্বশেষ ফলাফলেও ভাল হয়, (ইহ-পরকাল) সর্বদিক দিয়াই যেন ভাল হয় এবং আরম্ভেও ভাল হয় শেষেও ভাল হয়,

وَظَاهِرَهٗ وَبَاطِنَهٗ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ خَيْرَ

বাহিরেও ভাল হয় ভিতরেও ভাল হয। আয় আল্লাহ্‌! আমি তোমার নিকট চাই যে,

مَآ اٰتِىْ وَخَيْرَ مَآ اَفْعَلُ وَخَيْرَ مَآ اَعْمَلُ وَخَيْرَ مَا

আমি যত কাজ করি বা আমার দ্বারা যত কাজ হয় বা আমি যে কাজে যাই তাহা যেন

بَطَنَ وَخَيْرَ مَاظَهَرَ (٧٩) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَوْسَعَ

ভিতরে বাহিরে সর্বদিকে ভালই হয়। (৭৯) আয় আল্লাহ্‌! দান করিও আমাকে অধিক

رِزْقِكَ عَلَىَّ عِنْدَ كِبَرِ سِنِّىْ وَانْقِطَاعِ عُمْرِىْ

রিয্‌ক্‌ আমার বৃদ্ধকালে ও শেষ বয়সে।

(٨٠) وَاجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِىْ اٰخِرَهٗ وَخَيْرَ عَمَلِىْ

(৮০) আয় আল্লাহ্‌! আমার জীবনের শেষ ভাগটিকে বেশী ভাল বানাও এবং খুব ভাল যেন হয় আমার

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

خَوَاتِيْمَهٗ وَخَيْرَ اَيَّامِىْ يَوْمَ اَلْقَاكَ فِيْهِ

শেষ আমল এবং আমার জন্য যেন সবচেয়ে ভাল দিন হয় তোমার সাথে দিদারের দিন।

(٨١) يَاوَلِىَّ الْاِسْلَامِ وَاَهْلِهٖ ثَبِّتْنِىْ بِهٖ حَتّٰى

(৮১) হে ইসলাম ও মুসলমানগণের মালিক! তুমি আমাকে ইসলামের উপর দৃঢ় মজবুতীর সহিত কায়েম রাখ

اَلْقَاكَ (٨٢) اَسْئَلُكَ غِنَاىَ وَغِنَا مَوْلَاىَ

তোমার সাক্ষাৎকাল পর্যন্ত। (৮২) আয় আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি যে, আমি এবং আমার মোতায়াল্লেকীন আপনজনগণ যেন কখনো অন্যের মুখাপেক্ষী না হই।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنْ سُوْءِ الْعُمْرِ وَ

আয় আল্লাহ্! পার্থিব জীবনের যত অপকার আছে সব হইতে আমাকে বাঁচাইয়া রাখ এবং

فِتْنَةِ الصَّدْرِ وَاَعُوْذُ بِعِزَّتِكَ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ

মনের হিংসা(তথা কিনা বোগ্‌জ্‌ ইত্যাদি) হইতে বাঁচাইয়া রাখ। আয় আল্লাহ্! তুমি বিনে কেহ মা'বূদ নাই, তুমি সর্বশক্তিমান; আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি–

اَنْ تُضِلَّنِىْ وَمِنْ جُهْدِ الْبَلَآءِ وَدَرْكِ الشَّقَآءِ

আমাকে কখনও গোমরাহীর পথে যাইতে দিও না এবং বালা-মুছিবতের কষ্টে যেন না পড়ি এবং হতভাগ্যপনা যেন আমাকে পাইতে না পারে

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

وَسُوْءِ الْقَضَاۤءِ وَشَمَاتَةِ الْاَعْدَاۤءِ وَمِنْ شَرِّ

এবং আমার ভাগ্য যেন খারাপ না হয়, আমার এমন দুরাবস্থা যেন না হয় যাহাতে শত্রুগণ সন্তুষ্ট হইতে পারে এবং আশ্রয় চাই অনিষ্ট হইতে

مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَالَمْ اَعْمَلْ وَمِنْ شَرِّ

ঐ সব কার্যের যাহা কিছু জীবনে করিয়াছি এবং অনিষ্ট হইতে ঐ সবের যাহা কিছু করি নাই এবং ঐ সবের অনিষ্ট হইতে

مَا عَلِمْتُ وَمِنْ شَرِّ مَالَمْ اَعْلَمْ وَمِنْ زَوَالِ

যাহা আমার জানা আছে এবং ঐ সবের অনিষ্ট হইতে যাহা আমার জানা নাই এবং আশ্রয় প্রার্থনা করি, ছিনিয়া যাওয়া হইতে

نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاۤئَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيْعِ

তোমার প্রদত্ত নেয়ামতসমূহ এবং নষ্ট হইয়া যাওয়া হইতে তোমার প্রদত্ত সুখ-স্বাস্থ্য এবং হঠাৎ বিপদে পড়িয়া যাওয়া হইতে এবং

سَخَطِكَ وَمِنْ شَرِّ سَمْعِىْ وَمِنْ شَرِّ بَصَرِىْ وَمِنْ

তোমার সব রকম গজব হইতে। আয় আল্লাহ্! আমাকে বাঁচাইয়া রাখ আমার কানের অহিত ও অপব্যবহার হইতে, আমার চোখের অহিত ও অপব্যবহার হইতে,

شَرِّ لِسَانِىْ وَمِنْ شَرِّ قَلْبِىْ وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّىْ

আমার মুখের অহিত ও অপব্যবহার হইতে, আমার দিলের অহিত ও অপব্যবহার হইতে এবং বীর্যের অপব্যবহার হইতে।

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

وَمِنَ الْفَاقَةِ وَمِنْ اَنْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ وَمِنَ

আয় আল্লাহ্! বাঁচাইয়া রাখ আমাকে অনাহারের কষ্ট হইতে এবং অন্যের উপর যুলম-অত্যাচার করা হইতে এবং অন্যের দ্বারা অত্যাচারিত হওয়া হইতে এবং বাঁচাইয়া রাখিও আমাকে

الْهَدْمِ وَمِنَ التَّرَدِّىْ وَمِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ

কোন কিছু পড়িয়া চাপা মৃত্যু হইতে এবং শূন্য হইতে পতিত হইয়া মারা যাওয়া হইতে এবং ডুবিয়া মরা হইতে এবং পুড়িয়া মরা হইতে

وَاَنْ يَتَخَبَّطَنِىَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَمِنْ اَنْ

এবং বাঁচাইয়া রাখিও– শয়তান যেন মৃত্যুর সময় আমাকে ঘিরিয়া লইতে না পারে এবং আমাকে বাঁচাইয়া রাখিও–

اَمُوْتَ فِىْ سَبِيْلِكَ مُدْبِرًا وَاَنْ اَمُوْتَ لَدِيْغًا

আমি যেন জীবন ভর কখনও জেহাদ হইতে পিছনে না ফিরি এবং সাপের দংশনে যেন আমার মৃত্যু না ঘটে।

তৃতীয় মঞ্জিল
(সোমবার)

(٨٣) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ صَبُوْرًا وَّاجْعَلْنِىْ شَكُوْرًا

(৮৩) আয় আল্লাহ্! আমাকে ধৈর্য্য দাও; আয় আল্লাহ্! আমাকে শোকর দাও;

وَّاجْعَلْنِىْ فِىْ عَيْنِىْ صَغِيْرًا وَّفِىْٓ اَعْيُنِ النَّاسِ

আয় আল্লাহ্! আমি যেন আমাকে ছোট জানি, অন্য লোকে যেন আমাকে মনে করে

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

كَبِيْرًا (٨٤) اَللّٰهُمَّ ضَعْ فِيْٓ اَرْضِنَا بَرَكَتَهَا

বড়। (৮৪) আয় আল্লাহ্! দান কর আমাদের দেশে বরকত-

وَزِيْنَتَهَا وَسَكَنَهَا وَلَا تَحْرِمْنِيْ بَرَكَةَ مَآ

(দ্বিন), সৌন্দর্য (শস্য ফসলাদি), শান্তি (সুবিচার) এবং আমাকে মাহরূম করিও না উহার বরকত (ভালাই) হইতে যাহা কিছু

اَعْطَيْتَنِيْ وَلَا تَفْتِنِّيْ فِيْمَآ اَحْرَمْتَنِيْ (٨٥) اَللّٰهُمَّ

তুমি আমাকে দান করিয়াছ এবং যাহা আমার মিলিবার নয় তাহার মধ্যে আমাকে লিপ্ত হইতেও দিও না। (৮৫) আয় আল্লাহ্! তুমি

اَحْسَنْتَ خَلْقِيْ فَاَحْسِنْ خُلُقِيْ (٨٦) وَاَذْهِبْ

আমাকে যেমন সুন্দর সূরত (আকৃতি) দান করিয়াছ তেমনই সুন্দর সীরত (প্রকৃতি, স্বভাব চরিত্র) দান কর। (৮৬) আয় আল্লাহ্! দূর করিয়া দাও

غَيْظَ قَلْبِيْ وَاَجِرْنِيْ مِنْ مُّضِلَّاتِ الْفِتَنِ مَآ اَحْيَيْتَنَا

আমার দিলের রাগ এবং যতদিন আমাকে জীবিত রাখ সেই সব ফেতনা হইতে আমাকে বাঁচাইয়া রাখিও যাহার মধ্যে পড়িয়া লোক গোমরাহ (বুদ্ধিহীন ও ধর্মহীন) হইয়া পড়ে।

(٨٧) اَللّٰهُمَّ لَقِّنِّيْ حُجَّةَ الْاِيْمَانِ عِنْدَ الْمَمَاتِ

(৮৭) আয় আল্লাহ্! মওতের সময় আমাকে ঈমানের দলিল (কালেমা) শিখাইয়া দাও।

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

(٨٨) رَبِّ اَسْئَلُكَ خَيْرَ مَا فِىْ هٰذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ مَا

(৮৮) আয় আল্লাহ্! অদ্যকার দিনের যাহা কিছু ভালাই আছে তাহাও আমি তোমার নিকট চাই এবং যাহা কিছু ভালাই আছে

بَعْدَهٗ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْۤ اَسْئَلُكَ خَيْرَ هٰذَا الْيَوْمِ وَ

এই দিনের পরে তাহাও চাই। আয় আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট চাই এই দিনের ভালাই এবং

فَتْحَهٗ وَنَصْرَهٗ وَنُوْرَهٗ وَبَرَكَتَهٗ وَهُدَاهُ (٨٩) اَللّٰهُمَّ

এই দিনের জিত এবং এই দিনের সাহায্য, এই দিনের নূর, এই দিনের বরকত ও এই দিনের হেদায়েত। (৮৯) আয় আল্লাহ্!

اِنِّىْۤ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِىْ دِيْنِىْ

আমি তোমার নিকট মাফ চাই, শান্তি চাই আমার দীন

وَدُنْيَاىَ وَاَهْلِىْ وَمَالِىْ اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَتِىْ

সম্বন্ধে এবং দুনিয়া, পরিবারবর্গ এবং মাল সম্বন্ধে। আয় আল্লাহ্! আমার দোষ ঢাকিয়া রাখিও।

وَاٰمِنْ رَوْعَتِىْ ـ اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِىْ مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ

এবং ভয়ের জায়গায় আমাকে শান্তিতে রাখিও। আয় আল্লাহ্! আমাকে তোমার হেফাযতে রাখিও আমার সামনের দিক হইতে,

وَمِنْ خَلْفِىْ وَعَنْ يَمِيْنِىْ وَعَنْ شِمَالِىْ وَمِنْ فَوْقِىْ

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

পিছনের দিক হইতে, ডান দিক হইতে, বাম দিক হইতে ও উপরের দিক হইতে*

وَاَعُوْذُ بِعَظْمَتِكَ اَنْ اُغْتَالَ مِنْ تَحْتِىْ

এবং তোমার আযমত ও বড়ত্বের দোহাই– আমাকে যেন নিম্নদিক দিয়াও কিছুতে ধরিতে না পারে।

(٩٠) يَا حَىُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ اَصْلِحْ

(৯০) ইয়া হাইয়্যু (হে চিরঞ্জীব!) ইয়া কাইয়্যুমু (হে চিরস্থায়ী) তোমার রহমতের আশ্রয় চাই; তুমি ভাল করিয়া দাও

لِىْ شَاْنِىْ كُلَّهٗ وَلَا تَكِلْنِىْ اِلٰى نَفْسِىْ طَرْفَةَ عَيْنٍ

আমার অবস্থা এবং এক পলকের জন্যও আমাকে আমার নফছের উপর ছেড়ে দিও না।

(٩١) اَسْئَلُكَ بِنُوْرِ وَجْهِكَ الَّذِىْٓ اَشْرَقَتْ لَهُ

(৯১) দোহাই তোমার জাতের সেই নূরের (জ্যোতির), যদ্দারা আলোকিত হইয়াছে

السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَبِكُلِّ حَقٍّ هُوَ لَكَ وَبِحَقِّ

আসমানসমূহ যমীন এবং দোহাই তোমার সেই হকের (সত্যের) যাহা তোমার সমস্ত সৃষ্ট জীবের উপর আছে এবং দোহাই তোমার সেই মেহেরবানীর, যদ্দারা

* জাগতিক বিষয়ে এবং বাহ্যিক দিক দিয়া হেফাযত রক্ষণাবেক্ষণ ত আছেই তদুপরি শয়তান হইতে হেফাযত বিশেষভাবে উদ্দেশ্য। কারণ, শয়তান হযরত আদম (আঃ)-কে সিজদা না করিয়া বিতাড়িত হওয়ার সময় এইরূপ দাম্ভিকতাপূর্ণ বিবৃতি দিয়া আসিয়াছিল যে, "আমি আদম সন্তানকে গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট করার জন্য তাহাদের প্রতি আক্রমণ চালাইব তাহাদের সম্মুখ দিক হইতে, পিছন দিক হইতে, ডান দিক হইতে ও বাম দিক হইতে।" (৮ পাঃ ৯ রুঃ)

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

السَّائِلِيْنَ عَلَيْكَ اَنْ تُقِيْلَنِيْ وَاَنْ تُجِيْرَنِيْ

ভিক্ষা প্রার্থীগণের কিছু হক তুমি নিজ যিম্মায় লইয়াছ; আমাকে মাফ করিয়া দাও এবং আমাকে বাঁচাইয়া লও

مِنَ النَّارِ بِقُدْرَتِكَ (٩٢) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَوَّلَ

দোযখের আযাব হইতে নিজ অসীম ক্ষমতাবলে। (৯২) আয় আল্লাহ্! সুযোগ করিয়া দাও আমি যেন অদ্যকার দিনের প্রথম ভাগে

هٰذَا النَّهَارِ صَلَاحًا وَّاَوْسَطَهٗ فَلَاحًا وَّاٰخِرَهٗ نَجَاحًا

নেক কাজ করিতে পারি এবং মধ্য ভাগে (যে সব দুনিয়ার কাজ করি তাহাতে) যেন কৃতকার্যতা লাভ করিতে পারি এবং শেষ ভাগে ফালায়েহ দারায়েন (দোনো জাহানের কৃতকার্যতা) হাছিল করিতে পারি।

اَسْئَلُكَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

ইয়া আরহামার-রাহিমীন– ওহে দয়ার সাগর! আমি তোমার নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের দু'জাহানের ভালাই চাই।

(٩٣) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذَنْبِيْ وَاَخْسِئْ شَيْطَانِيْ

(৯৩) আয় আল্লাহ্! আমার গোনাহ মাফ করিয়া দাও; আমার শয়তানকে বিতাড়িত করিয়া (দূর করিয়া) দাও,

وَفُكِّ رِهَانِيْ وَثَقِّلْ مِيْزَانِيْ وَاجْعَلْنِيْ فِي النَّدِيِّ

আমার বন্ধক ছুটাইয়া দাও* আমার নেকীর পাল্লা ভারী করিয়া দাও, আমাকে উচ্চ দরজার লোকদের মধ্যে স্থান দান কর।

* অর্থাৎ আমি যে তোমার কোটি কোটি নেয়ামত উপভোগ করিয়া তোমার নিকট শোকর আদায়ের ঋণী আছি সেই ঋণ পরিশোধ করিতে তওফিক দাও।

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

الْاَعْلٰى (٩٤) اَللّٰهُمَّ قِنِىْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ

(৯৪) আয় আল্লাহ্! তোমার আযাব হইতে আমাকে বাঁচাইয়া রাখিও যে দিন তুমি পুনর্জীবিত করিয়া দাঁড় করাইবে তোমার

عِبَادَكَ (٩٥) اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ

সমস্ত বান্দাদের। (৯৫) আয় আল্লাহ্! তুমি সপ্ত আকাশ

وَمَآ اَظَلَّتْ وَرَبَّ الْاَرْضِيْنَ وَمَآ اَقَلَّتْ

এবং উহাদের নীচে যাহা কিছু আছে সে সবের মালিক; তুমিই যমীনসমূহ এবং তদুপরি যাহা কিছু আছে সে সবের মালিক

وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَآ اَظَلَّتْ كُنْ لِّىْ جَارًا

এবং তুমিই শয়তান-(দেও, পরী, ভূত, পিশাচ)সমূহ এবং তাহারা যাহা কিছু অনিষ্ট সাধন এবং অধর্মের পথে পরিচালনা করে সে সবের মালিক, আমি তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি-

مِّنْ شَرِّ خَلْقِكَ اَجْمَعِيْنَ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَىَّ اَحَدٌ

তোমার যাবতীয় সৃষ্ট বস্তু বা জীবের যাবতীয় অনিষ্ট হইতে; আমার উপর যেন কেহ কোনরূপ অত্যাচার অনাচার

مِّنْهُمْ اَوْ اَنْ يَّطْغٰى عَزَّ جَارُكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ

বা অবিচার করিতে না পারে। তোমার নাম পবিত্র, বরকতময়; তোমার আশ্রিত জন সর্ব বিষয়ে মজবুত ও সুরক্ষিত।

(٩٦) لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ لَا شَرِيْكَ لَكَ سُبْحَانَكَ

(৯৬) আয় আল্লাহ্, তুমিই মালিক, তুমিই বাদশাহ্, তুমিই মা'বূদ, অন্য কেহই তোমার শরীক নাই, আমাতে একমাত্র তোমারই অধিকার, তাহা ব্যতীত অন্য কাহারও কোনরূপ অধিকার নাই; তুমি পবিত্র, তুমি বিনে আমার অন্য কেহই নাই।

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِىْ وَاَسْئَلُكَ رَحْمَتَكَ

আয় আল্লাহ্! আমার অপরাধ ও গোনাহ্র জন্য তোমার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি এবং তোমারই দয়া–রহমত ভিক্ষা চাহিতেছি।

(٩٧) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ وَوَسِّعْ لِىْ فِىْ دَارِىْ

(৯৭) আয় আল্লাহ্! আমার গোনাহ্ মাফ করিয়া দাও, আমার ঘর কোশাদা ও সুপ্রশস্ত করিয়া দাও

وَبَارِكْ لِىْ فِىْ رِزْقِىْ (٩٨) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ

এবং আমার রুযিতে বরকত দাও। (৯৮) আয় আল্লাহ্! আমাকে দলভুক্ত করিয়া দাও তাহাদের যাহারা

التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ (٩٩) اَللّٰهُمَّ

বেশী বেশী তওবা করে এবং তোমার তরফ রুজু থাকে এবং তাহাদের যাহারা খুব বেশী পাক-ছাফ থাকে। (৯৯) আয় আল্লাহ্!

اغْفِرْلِىْ وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ وَعَافِنِىْ

আমাকে মাফ কর, আমাকে হেদায়েতের উপর তথা সদা সৎপথে রাখ, আমাকে রুযি দান কর, আমাকে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে রাখ।

(١٠٠) اِهْدِنِىْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِكَ

(১০০) আয় আল্লাহ্! যে বিষয়ে মতভেদ হয় তাহার মধ্যে যেইটা হক (সত্য) সেইটাই তুমি মেহেরবানী করিয়া আমার মনের মধ্যে ঢালিয়া দিও।

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

(١٠١) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ نُوْرًا وَّفِىْ بَصَرِىْ

(১০১) আয় আল্লাহ্! আমাদের মনের মধ্যে নূর দান কর, আমার চোখের মধ্যে

نُوْرًا وَّفِىْ سَمْعِىْ نُوْرًا وَّعَنْ يَّمِيْنِىْ نُوْرًا

নূর দান কর, আমার কানের মধ্যে নূর দান কর, আমার ডানে,

وَّعَنْ شِمَالِىْ نُوْرًا وَّخَلْفِىْ نُوْرًا وَّمِنْ اَمَامِىْ

বামে নূর দান কর; পিছনে, সামনে, চতুর্দিকে

نُوْرًا وَّاجْعَلْ لِّىْ نُوْرًا وَّفِىْ عَصَبِىْ نُوْرًا

নূর দান কর, আমাকে নূর দান কর, আমার স্নায়ুতে নূর দান কর

وَّفِىْ لَحْمِىْ نُوْرًا وَّفِىْ دَمِىْ نُوْرًا وَّفِىْ

আমার রক্তে ও মাংসে নূর দান কর।

شَعْرِىْ نُوْرًا وَّفِىْ بَشَرِىْ نُوْرًا وَّفِىْ لِسَانِىْ

আমার পশমে পশমে নূর দান কর, আমার চর্মে নূর দান কর, আমার জিহ্বায়

نُوْرًا وَّاجْعَلْ فِىْ نَفْسِىْ نُوْرًا وَّاَعْظِمْ لِىْ نُوْرًا

নূর দান কর। আমার নফছের ভিতর নূর দান কর, আমাকে অতি বেশী এবং বড় নূর দান কর,

وَّاجْعَلْنِىْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ مِنْ فَوْقِىْ نُوْرًا

আমাকে পূর্ণ নূরই নূর বানাইয়া দাও, আমার উর্ধ্বে নূর দান কর

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

وَّمِنْ تَحْتِىْ نُوْرًا اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِىْ نُوْرًا

এবং আমার নিম্নে নূর দান কর। আয় আল্লাহ্! আমাকে নূর দান কর।*

(١٠٢) اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لَنَآ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَ

(১০২) আয় আল্লাহ্! আমাদের জন্য তোমার রহমতের দ্বারসমূহ খুলিয়া দাও এবং

سَهِّلْ لَنَآ اَبْوَابَ رِزْقِكَ (١٠٣) اَللّٰهُمَّ اعْصِمْنِىْ

তোমার রিযকের দ্বারসমূহ আমাদের জন্য সহজ করিয়া দাও। (১০৩) আয় আল্লাহ্! আমাকে বাঁচাইয়া রাখ

مِنَ الشَّيْطَانِ (١٠٤) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ مِنْ

শয়তানের হাত হইতে। (১০৪) আয় আল্লাহ্! আমি ভিক্ষা চাই তোমার নিকট

فَضْلِكَ (١٠٥) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ خَطَايَاىَ وَ

তোমার অনুগ্রহ। (১০৫) আয় আল্লাহ্! ক্ষমা করিয়া দাও আমার সমস্ত ত্রুটি এবং

ذُنُوْبِىْ كُلَّهَا ـ اَللّٰهُمَّ اَنْعِشْنِىْ وَاَحْيِنِىْ

সমস্ত অপরাধ। আয় আল্লাহ্! আমাকে উচ্চ মর্তবা দান কর আমাকে জীবনী শক্তি দান কর,

* আমার শিরায় শিরায় অস্থি-মজ্জায় নূর অর্থাৎ তোমার যিকির এবং তোমার দাসত্ব ও ফর্মাবরদারী ভরিয়া দাও, আমি এই অন্ধকার নাপাক জগতের নহি, এ জগতের প্রতি একটু টান যেন আমার ভিতর না থাকে, আমি পাক পবিত্র নূরানী ঊর্ধ্ব জগতের; অতএব, সেই নূরানী জগতের নূর আমার ভিতর ভরিয়া দাও।

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

وَارْزُقْنِىْ وَاهْدِنِىْ لِصَالِحِ الْاَعْمَالِ وَ

এবং আমাকে রিয্‌ক্ দান কর এবং আমাকে টানিয়া নেও ভাল কাজ এবং

الْاَخْلَاقِ اِنَّهٗ لَا يَهْدِىْ لِصَالِحِهَا وَلَا يَصْرِفُ

ভাল স্বভাবের দিকে; নিশ্চয়ই টানিয়া নিতে পারে না ভাল কাজ ও ভাল স্বভাবের দিকে এবং ফিরাইয়া রাখিতে পারে না

سَيِّئَهَآ اِلَّآ اَنْتَ (١٠٦) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ

মন্দ কাজ ও মন্দ স্বভাব হইতে তুমি ব্যতীত অন্য কেহ। (১০৬) আয় আল্লাহ্! আমি ভিক্ষা চাই তোমার নিকট

رِزْقًا طَيِّبًا وَّعِلْمًا نَّافِعًا وَّعَمَلًا مُّتَقَبَّلًا

হালাল রুযি এবং তোমার দরবারে উপকারী বিদ্যা এবং তোমার দরবারে গৃহীত আমল।

(١٠٧) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ

(১০৭) আয় আল্লাহ্! আমি তোমার গোলাম এবং গোলামজাদা– আমার বাপ তোমার গোলাম

اَمَتِكَ نَاصِيَتِىْ بِيَدِكَ مَاضٍ فِىْ حُكْمِكَ

আমার বা তোমার বান্দী, আমি সম্পূর্ণ তোমার অধীনস্থ– আমার মাথার চুল পর্যন্ত তোমার হাতের মধ্যে, আমার মাথা হইতে পা পর্যন্ত সমস্ত অস্তিত্বে তোমারই হুকুম জারী।

عَدْلٌ فِىَّ قَضَاؤُكَ اَسْئَلُكَ بِكُلِّ اِسْمٍ هُوَلَكَ

তুমি আমার জন্য যাহা কিছু নির্ধারিত কর তাহা সবই ন্যায্য। আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি– তোমার যত নাম আছে;

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

سَمَّيْتَ بِهٖ نَفْسَكَ اَوْ اَنْزَلْتَهٗ فِىْ كِتَابِكَ اَوْ عَلَّمْتَهٗ

যে সব নাম তুমি নিজের জন্য পছন্দ করিয়াছ বা তোমার পবিত্র কিতাবে নাযিল করিয়াছ বা শিক্ষা দিয়াছ

اَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ اَوِ اسْتَاْثَرْتَ بِهٖ فِىْ عِلْمِ الْغَيْبِ

তোমার কোন খাছ বান্দাকে বা অন্য কাহাকেও শিখাও নাই– শুধু নিজেই এলমে গায়েবের মধ্যে রাখিয়াছ– সেই সব নামের দোহাই দিয়া

عِنْدَكَ اَنْ تَجْعَلَ الْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ رَبِيْعَ قَلْبِىْ

যে, মহান কোরআনের দ্বারা আমার হৃদয়কে প্রস্ফুটিত করিয়া দাও

وَنُوْرَ بَصَرِىْ وَجِلَاۤءَ حُزْنِىْ وَذَهَابَ هَمِّىْ

এবং চক্ষুকে আলোকিত করিয়া দাও এবং আমার সব চিন্তা সব দুঃখ উহার দ্বারা দূর করিয়া দাও।

(١٠٨) اَللّٰهُمَّ اِلٰهَ جِبْرَاۤئِيْلَ وَمِيْكَاۤئِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ

(১০৮) আয় আল্লাহ্! আয় জিব্রাইল, মিকাইল এবং ইস্রাফীলের খোদা!

وَاِلٰهَ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ عَافِنِىْ

আয় ইব্রাহীম ইসমাঈল এবং ইছহাকের খোদা! তুমি আমাকে শান্তিতে রাখ

وَلَا تُسَلِّطَنَّ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ عَلَىَّ بِشَىْءٍ

এবং তোমারই সৃষ্ট সবকিছু, অতএব, কাহাকেও আমার উপর প্রবল করিও না এরূপ কোন বিষয়ে

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

لَا طَاقَةَ لِىْ بِهٖ (١٠٩) اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلَالِكَ

যাহা সহ্য করা আমার ক্ষমতার বাহিরে। (১০৯) আয় আল্লাহ্! তোমার হালাল রুযি আমাকে প্রচুর পরিমাণে দান করিয়া আমাকে দূরে রাখ

عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

তোমার হারাম হইতে এবং নিজ দয়াগুণে– এক তুমি বিনা অন্য কাহারও মুখাপেক্ষী আমাকে হইতে দিও না।

(١١٠) اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَسْمَعُ كَلَامِىْ وَتَرٰى مَكَانِىْ

(১১০) আয় আল্লাহ্! তুমি আমার কথাবার্তা শুনিতেছ, আমার স্থান দেখিতেছ,

وَتَعْلَمُ سِرِّىْ وَعَلَانِيَتِىْ لَا يَخْفٰى عَلَيْكَ شَىْءٌ

আমার গুপ্ত ও প্রকাশ্য সব অবস্থা জানিতেছে তোমার নিকট গুপ্ত নাই

مِّنْ اَمْرِىْ وَاَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيْرُ الْمُسْتَغِيْثُ

আমার কোনও বিষয়। আমি বিপদগ্রস্ত কাঙ্গাল, তোমার নিকট ফরিয়াদ করিতেছি,

الْمُسْتَجِيْرُ الْمُشْفِقُ الْمُقِرُّ الْمُعْتَرِفُ

তোমার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি, তোমার ভয়ে ভীত শঙ্কিত, আমি অপরাধ স্বীকার করিয়া

بِذَنْبِىْ اَسْئَلُكَ مَسْئَلَةَ الْمِسْكِيْنِ وَاَبْتَهِلُ

ভিক্ষুকের ন্যায় তোমার দ্বারে ভিক্ষা মাগিতেছি এবং তোমার নিকট কাকুতি মিনতি করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

اِلَيْكَ اِبْتِهَالَ الْمُذْنِبِ الذَّلِيْلِ وَاَدْعُوْكَ

অতি হেয় অপরাধীর ন্যায় এবং তোমার নিকট দোওয়া ও প্রার্থনা করিতেছি

دُعَاءَ الْخَائِفِ الضَّرِيْرِ وَدُعَاءَ مَنْ خَضَعَتْ لَكَ

অতি ভীত ও বিপদগ্রস্ত হইয়া –মাটিতে

رَقَبَتُهٗ وَفَاضَتْ لَكَ عَبْرَتُهٗ وَذَلَّ لَكَ جِسْمُهٗ

মস্তক রাখিয়া, চোখের পানিতে বুক ভাসাইয়া, সমস্ত শরীরকে তোমার সামনে নত ও পদদলিত করিয়া

وَرَغِمَ لَكَ اَنْفُهٗ ـ اَللّٰهُمَّ لَاتَجْعَلْنِىْ بِدُعَائِكَ

এবং মাটিতে নাক রগ্‌ড়াইয়া। হে আল্লাহ্! তুমি আমার দোয়া

شَقِيًّا وَّكُنْ لِّىْ رَؤُوْفًا رَّحِيْمًا يَا خَيْرَ الْمَسْئُوْلِيْنَ

ফিরাইয়া দিও না, আমাকে খালি হাতে ফিরাইও না, আমার প্রতি সদয় হও, আমাকে দয়া কর হে সর্বোত্তম ভিক্ষা চাহিবার স্থান।

وَيَا خَيْرَ الْمُعْطِيْنَ اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ اَشْكُوْضُعْفَ

হে সর্বোৎকৃষ্ট দাতা! হে আল্লাহ্! তোমারই দরবারে আমার নালিশ; আমি দুর্বল

قُوَّتِىْ وَقِلَّةَ حِيْلَتِىْ وَهَوَانِىْ عَلَى النَّاسِ

আমি কৌশল ও চালাকির তদ্‌বীর জানি না; লোকের নিকট আমার কোন সম্মান প্রতিপত্তি নাই, সকলেই আমাকে তুচ্ছ হেয় মনে করে;

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اِلٰى مَنْ تَكِلُنِىْ اِلٰى عَدُوٍّ

ইয়া আরহামার-রাহেমীন! আমাকে কার উপর সোপর্দ করিবে? শত্রুর হাতে?

يَّتَهَجَّمُنِىْ اَمْ اِلٰى قَرِيْبٍ مَّلَّكْتَهٗ اَمْرِىْ ـ اِنْ لَّمْ

যে আমার উপর অত্যাচার করিবে। বা মিত্রের হাতে? যে তোমারই প্রদত্ত বলে বলিয়ান হইয়া আমার সর্ব সম্পত্তির উপর জোর-দখল করিয়া রাখিয়াছে?

تَكُنْ سَاخِطًا عَلَىَّ فَلَآ اُبَالِىْ غَيْرَ اَنَّ عَافِيَتَكَ

এক তুমি যদি আমার উপর অসন্তুষ্ট না হও তবে আমি এ সবের কিছুই পরওয়া করি না, এ সবের চিন্তা আমার নাই, তবে তুমি তোমার অনুগ্রহে আমাকে যদি সুখে-শান্তিতে রাখ

اَوْسَعُ لِىْ (١١١) اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ قُلُوْبًا

তাহাই আমার জন্য প্রশস্ত। ((১১১) আয় আল্লাহ্! আমাদিগকে এমন দিল দাও

اَوَّاهَةً مُّخْبِتَةً مُّنِيْبَةً فِىْ سَبِيْلِكَ (١١٢) اَللّٰهُمَّ

যাহা প্রেমবেদনায় ব্যথিত, তোমার সামনে অবনত এবং তোমার দ্বীনের কাজে চির রত থাকে। (১১২) আয় আল্লাহ্!

اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ اِيْمَانًا يُّبَاشِرُ قَلْبِىْ وَيَقِيْنًا صَادِقًا

আমাকে এমন ঈমান দান কর যাহা আমার অন্তরের অন্তস্থলে ছাইয়া থাকে এবং আমাকে এমন দৃঢ় একীন এবং অটল ও খাঁটী বিশ্বাস দান করে

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

حَتّٰى اَعْلَمَ اَنَّهٗ لَايُصِيْبُنِىْٓ اِلَّا مَا كَتَبْتَ لِىْ

যাহাতে আমার মনের ধারণা ও গতিই যেন এইরূপ হইয়া যায় যে, তুমি যাহা আমার জন্য নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছ তাহাই হইবে; তদতিরিক্ত বিন্দুমাত্রও হইতে পারিবে না।

وَرِضًى مِّنَ الْمَعِيْشَةِ بِمَا قَسَمْتَ لِىْ (١١٣) اَللّٰهُمَّ

এবং তুমি যাহা কিছু রুযি আমার জন্য নির্ধারিত করিয়া দিয়াছ তাহাতেই যেন আমি অন্তরের সহিত সন্তুষ্ট থাকিতে পারি। (১১) আয় আল্লাহ্!

لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِىْ تَقُوْلُ وَخَيْرًا مِّمَّا نَقُوْلُ

তোমার প্রশংসা করিয়া কে শেষ করিতে পারে? একমাত্র তুমিই তোমার গুণাবলী ও প্রশংসা জান, তাছাড়া আমরা যতই তোমার প্রশংসা বা গুণকীর্তন করি না কেন তদপেক্ষা তুমি বহু উচ্চে, বহু উত্তম।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنْ مُّنْكَرَاتِ الْاَخْلَاقِ

আয় আল্লাহ্! বাঁচাইয়া রাখ আমাকে খারাপ আখলাক (স্বভাব চরিত্র)

وَالْاَعْمَالِ وَالْاَهْوَآءِ وَالْاَدْوَآءِ نَعُوْذُ بِكَ مِنْ

খারাপ আমল (কার্যকলাপ) খারাপ মনের গতি–নফছানি খাহেশ এবং খারাপ রোগ ও পীড়া হইতে। আয় আল্লাহ্! আমরা তোমার নিকট পানাহ্ চাহিতেছি

شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

সেই সমস্ত খারাপ জিনিস হইতে যে সব হইতে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম পানাহ্ চাহিয়াছেন

وَسَلَّمَ وَمِنْ جَارِ السُّوْءِ فِىْ دَارِ الْمُقَامَةِ

আয় আল্লাহ্! আমাদের থাকিবার বাড়িতে খারাপ প্রতিবেশী হইতে পানাহ্ দাও;

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

فَإِنَّ جَارَ الْبَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ

বিদেশ প্রবাসের প্রতিবেশী-ত কিছুক্ষণ পরে চলিয়াই যায়। হে আল্লাহ্! শত্রুকে আমাদের মোকাবেলায় জয়ী হইতে দিও না

وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ وَمِنَ الْجُوعِ فَإِنَّهُ بِئْسَ

এবং আমাদের এমন কোন দুরবস্থায় ফেলিও না যাহা দেখিয়া শত্রুপক্ষ খুশী হইতে পারে। আয় আল্লাহ্! অনাহার-যন্ত্রণা হইতে আমাদের বাঁচাইয়া রাখিও; এই যন্ত্রণা বড়ই সাজ্ঘাতিক

الضَّجِيعُ وَمِنَ الْخِيَانَةِ فَبِئْسَتِ الْبِطَانَةُ وَأَنْ

যন্ত্রণা (কেননা, ইহা কিছুতেই নিভে না।) আয় আল্লাহ্! আমানতের খেয়ানত হইতে আমাদের বাঁচাইয়া রাখিও; ইহা বড়ই সাজ্ঘাতিক পাপ, ইহার পরিণাম বড়ই খারাপ।

نَرْجِعَ عَلَى أَعْقَابِنَا أَوْ نُفْتَنَ عَنْ دِينِنَا وَمِنَ

আয় আল্লাহ্! জেহাদের ময়দানে যেন আমরা পিছে না হটি বা ধর্মকর্মে যেন আমরা কোন সময় সন্দিহান না হই।

الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَمِنْ يَوْمِ السُّوْءِ

আয় আল্লাহ্! সব রকমের ফেৎনা হইতে– প্রকাশ্য হউক বা গুপ্ত আমাদিগকে বাঁচাও। আয় আল্লাহ্! মন্দ দিন* হইতে

وَمِنْ لَيْلَةِ السُّوْءِ وَمِنْ سَاعَةِ السُّوْءِ وَمِنْ

. মন্দ রাত হইতে ও মন্দ মুহূর্ত হইতে এবং

* দিন বা সময় মন্দ হয় না; এস্থানে উদ্দেশ্য এই যে, সকল সময় আমরা যেন কোন পাপে-তাপে বা বিপদের মধ্যে না পড়ি।

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

صَاحِبِ السُّوْءِ

মন্দ সঙ্গী হইতে আমাদেরে বাঁচাইয়া রাখ।

চতুর্থ মঞ্জিল
(মঙ্গলবার)

(١١٤) اَللّٰهُمَّ لَكَ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَ

(১১৪) আয় আল্লাহ্! তোমারই উদ্দেশ্যে আমার নামায, আমার হজ্জ এবং অন্যান্য এবাদত। তোমারই উদ্দেশে আমার জীবন,

مَمَاتِىْ وَاِلَيْكَ مَابِىْ وَلَكَ رَبِّ تُرَاثِىْ

আমার মরণ; তোমারই কাছে আমি আসিতে চাই, তোমারই কাছে আমায় আসিতে হইবে। দুনিয়াতে যাহা ছাড়িয়া যাইব সব তোমারই।

(١١٥) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَاتَجِىْٓءُ بِهِ الرِّيَاحُ

(১১৫) আয় আল্লাহ্! তুমি যে সমস্ত উপকারের জন্য বায়ু সঞ্চালিত করিয়া থাক সে সমস্ত উপকার আমি তোমার নিকট চাই।

(١١٦) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ اُعَظِّمُ شُكْرَكَ

(১১৬) হে খোদা! আমাকে তওফিক দাও আমি যেন তোমার শোকর বেশী করি।

وَاُكْثِرُ ذِكْرَكَ وَاَتَّبِعُ نَصِيْحَتَكَ وَاَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ

এবং তোমার যিক্‌র খুব বেশী করিয়া করি এবং তোমার নসীহত পালন করি এবং তোমার অছিয়ত রক্ষা করি।

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

اَللّٰهُمَّ اِنَّ قُلُوْبَنَا وَنَوَاصِيْنَا وَجَوَارِحَنَا بِيَدِكَ

আয় আল্লাহ্! আমাদের দেল, আমাদের হাত-পা, আমাদের আপাদমস্তক সর্বশরীর তোমারই হাতে, তোমারই করতলগত—

لَمْ تُمَلِّكْنَا مِنْهَا شَيْئًا فَاِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ بِنَا

আমরা ইহার কোন একটিরও মালিক বা অধিকারী নই; যখন অবস্থা এই

فَكُنْ اَنْتَ وَلِيَّنَا وَاهْدِنَا اِلٰى سَوَآءِ السَّبِيْلِ

কাজেই এখন তোমারই নিকট এই প্রার্থনা করি যে, তুমিই আমাদের সহায় সাহায্যকারী হইয়া আমাদের হাত-পায়ের দ্বারা হেদায়েতের কাজ করাইয়া লও এবং সৎবুদ্ধি দান কর।

(١١٧) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ الْاَشْيَآءِ اِلَيَّ وَ

(১১৭) আয় আল্লাহ্! তোমার মহব্বত (এবং তোমার মহব্বতের বস্তু ও ব্যক্তি সকল) যেন আমার নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয় হয় এবং

اجْعَلْ خَشْيَتَكَ اَخْوَفَ الْاَشْيَآءِ عِنْدِيْ وَاقْطَعْ

তোমার ভয় যেন সর্বাপেক্ষা অধিক হয় (এবং তোমার অপ্রিয় বস্তু ও ব্যক্তি সকল যেন আমার নিকট সর্বাপেক্ষা অপ্রিয় হয়।)
আয় আল্লাহ্! আমাকে মুক্ত করিয়া নেও—

عَنِّيْ حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشَّوْقِ اِلٰى لِقَآئِكَ

তোমার দীদারের আশার প্রেরণা আমাকে দান করিয়া দুনিয়ার সর্বপ্রকার অভাব-অভিযোগ হইতে।

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

وَاِذَآ اَقْرَرْتَ اَعْيُنَ اَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمْ

আয় আল্লাহ্! দুনিয়াদারদের দুনিয়ার উন্নতিতে যেমন চক্ষু জুড়ায়

فَاَقْرِرْ عَيْنِى مِنْ عِبَادَتِكَ (١١٨) اَللّٰهُمَّ اِنِّى

তোমার এবাদতে লিপ্ত থাকিয়া এবং এবাদতের স্বাদ পাইয়া তেমনই যেন আমার চক্ষু জুড়ায়। (১১৮) আয় আল্লাহ্! আমি

اَسْئَلُكَ الصِّحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَالْاَمَانَةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ وَ

তোমার নিকট এই ভিক্ষা চাই যে, আমাকে স্বাস্থ্য দান কর, আমাকে পরহেযগারী অর্থাৎ পরস্ত্রী আকর্ষণ বা পরদ্রব্য গ্রহণ লিপ্সা হইতে মুক্তি দান কর, আমাকে আমানতদারীর খাছলত দান কর, আমাকে সৎ স্বভাব ও মধুর ভাব দান কর এবং

الرِّضٰى بِالْقَدْرِ (١١٩) اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ شُكْرًا

যাহা কিছু তকদীরে লিখা তাহাতেই যেন আমি সন্তুষ্ট থাকি এই স্বভাবটি আমাকে দান কর। কিন্তু তাহাতে শোকরই ; *

وَلَكَ الْمَنُّ فَضْلًا اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ التَّوْفِيْقَ

পক্ষান্তরে তুমি যে আমাদেরে অসংখ্য অগণিত নেয়ামত দান করিতেছ এবং অসীম উপকার করিতেছ তাহাত শুধু তোমার অনুগ্রহ মাত্র*। হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট এই ভিক্ষা চাই যে, আমাকে তওফিক দান কর

لِمَحَابِّكَ مِنَ الْاَعْمَالِ وَصِدْقَ التَّوَكُّلِ عَلَيْكَ

* অর্থাৎ তাহাতে আমাদের কর্তব্যই, বরং কর্তব্যের এক সহস্রাংশও নয় এবং তোমার নেয়ামতসমূহের কণা পরিমাণ শোকর হইলেও তাহা ত শোকরই, অতিরিক্ত কিছু নহে যে, তাহা প্রশংসারূপে গণ্য হইতে পারে।

* অর্থাৎ তুমি কোন কিছুরই পরিবর্তে উপকার করিতেছ না, সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে শুধু দয়া পরবশ হইয়া দান করিতেছ।

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

তোমার নিকট যে সব কাজ প্রিয় সেই সব কাজ করিতে এবং তোমার উপর খাঁটী তাওয়াক্কুল (ভরসা) স্থাপন করিতে।

وَحُسْنَ الظَّنِّ بِكَ (١٢٠) اَللّٰهُمَّ افْتَحْ مَسَامِعَ قَلْبِىْ

আর তোমার প্রতি আজীবন মনের ধারণা ভাল রাখিতে পারি সেই তওফিক আমাকে দান কর। (১২০) হে আল্লাহ্! আমার আত্মিক কান খুলিয়া দাও; আমি যেন শুনিতে পারি–

لِذِكْرِكَ وَارْزُقْنِىْ طَاعَتَكَ وَطَاعَةَ رَسُوْلِكَ

সমগ্র জগতে তোমারই যিক্‌র তোমারই প্রশংসা বিঘোষিত। আর তোমার ও আমার রসূলের ফরমাবরদারী করার তওফিক আমাকে দান কর,

وَعَمَلًا بِكِتَابِكَ (١٢١) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ اَخْشَاكَ

আর তোমার পবিত্র কিতাব অনুযায়ী আমল করিতে পারি। অর্থাৎ জীবন গঠন করিতে পারি এমন তওফিক আমাকে দান কর। (১২১) আয় আল্লাহ্! আমাকে এই তওফিক দাও যাতে আমি তোমার ভয় হৃদয়ে এমন– ভাবে জাগরিত রাখিতে পারি

كَاَنِّىْ اَرَاكَ اَبَدًا حَتّٰى اَلْقَاكَ وَاَسْعِدْنِىْ

যেন আমি তোমাকে দেখিতেছি। আমি যেন সম্পূর্ণ জীবন এই অবস্থায়ই কাটাইয়া তোমার দরবারে উপস্থিত হইতে পারি এবং আমাকে সৌভাগ্যবান কর

بِتَقْوَاكَ وَلَا تُشْقِنِىْ بِمَعْصِيَتِىْ (١٢٢) اَللّٰهُمَّ الْطُفْ

তাকওয়া দান করিয়া। তোমার নাফরমানী করিয়া যেন কখনও আমি নিজের কপালে নিজে আগুন না দেই। (১২২) আয় আল্লাহ্! মেহেরবানী কর

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

بِىْ فِىْ تَيْسِيْرِ كُلِّ عَسِيْرٍ فَاِنَّ تَيْسِيْرَ كُلِّ عَسِيْرٍ

আমার উপর প্রত্যেক মুশকিলকে আছান করিয়া দিতে, কঠিন হইতে কঠিন কাজকেও অতি সহজ করিয়া দেওয়া

عَلَيْكَ يَسِيْرًا وَاَسْئَلُكَ الْيُسْرَ وَالْمُعَافَاةَ فِى

তোমার পক্ষে অতি সহজ। আয় আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট সহজ সুলভতা এবং স্বাচ্ছন্দ্য চাই–

الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اَللّٰهُمَّ اعْفُ عَنِّىْ فَاِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيْمٌ

দুনিয়া এবং আখেরাতে। আয় আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা করিয়া দিও, তুমি ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

(١٢٣) اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِىْ مِنَ النِّفَاقِ وَعَمَلِىْ مِنَ

(১২৩) আয় আল্লাহ্! পবিত্র রাখিও আমার দেলকে মোনাফেকী হইতে, আমলকে

الرِّيَاءِ وَلِسَانِىْ مِنَ الْكَذِبِ وَعَيْنِىْ مِنَ الْخِيَانَةِ

রিয়া হইতে, জবানকে মিথ্যা হইতে, চক্ষুকে লুকোচুরি হইতে

فَاِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ

নিশ্চয় তুমি চোখের লুকোচুরি এবং দেলের গুপ্ত কথা জান।

(١٢٤) اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ عَيْنَيْنِ هَطَّالَتَيْنِ تَسْقِيَانِ

(১২৪) আয় আল্লাহ্! আমাকে এমন দুইটি চক্ষু দান কর যাহা অনবরত কাঁদিয়া কাঁদিয়া পানি সিঞ্চন করিতে থাকে

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

الْقَلْبِ بِذُرُوْفِ الدَّمْعِ مِنْ خَشْيَتِكَ قَبْلَ اَنْ

অশ্রু দ্বারা আমার দেল-যমীনখানাকে তোমার ভয়ে; যাহাতে কেয়ামতের দিন

تَكُوْنَ الدُّمُوْعُ دَمًا وَّالْاَضْرَاسُ جَمْرًا

চক্ষু হইতে পানির পরিবর্তে রক্তের অশ্রু বষর্ণ করিতে না হয় এবং মুখের দাঁতগুলি জলন্ত অগ্নিখণ্ডরূপে পরিণত না হয়।

(١٢٥) اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ قُدْرَتِكَ وَاَدْخِلْنِىْ فِىْ

(১২৫) আয় আল্লাহ্! তোমার ক্ষমতায় আছে– আমাকে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে রাখ এবং আমাকে একটু স্থান দান করিও

رَحْمَتِكَ وَاقْضِ اَجَلِىْ فِىْ طَاعَتِكَ وَاخْتِمْ لِىْ

তোমার রহমতের ভেতর এবং তোমার ফরমাবরদারীর মধ্যে রাখিয়া আমার জীবন শেষ কর। এবং আমাকে মৃত্যু দান করিও

بِخَيْرِ عَمَلِىْ وَاجْعَلْ ثَوَابَهُ الْجَنَّةَ (١٢٦) اَللّٰهُمَّ

সবচেয়ে ভাল আমলের মধ্যে রাখিয়া এবং উহার ছওয়াবে আমাকে বেহেশত দান করিও। (১২৬) হে আল্লাহ্!

فَارِجَ الْهَمِّ كَاشِفَ الْغَمِّ مُجِيْبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّيْنَ

হে সর্ব পিবদ হরণকারী খোদা! হে সর্ব দুঃখ দূরকারী খোদা! হে নিরুপায়ের দোয়া শ্রবণকারী খোদা!

رَحْمٰنَ الدُّنْيَا وَرَحِيْمَهَآ اَنْتَ تَرْحَمُنِىْ فَارْحَمْنِىْ

হে রহমান ও রহীম–অসীম দয়ালু অত্যন্ত সদয় খোদা! একমাত্র তোমারই রহমতের আশায় আমি বুক বাঁধিয়া আছি; আমায় রহমত দান কর

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

بِـرَحْـمَـةٍ تُـغْـنِـيْـنِـى بِـهَـا عَـنْ رَّحْـمَـةٍ مَـنْ سِـوَاكَ

যে রহমতে আমি তোমা বিনে কাহারো দয়ার ভিখারী না হই।

(١٢٧) اَلـلّٰـهُـمَّ اِنِّـىْٓ اَسْـئَـلُـكَ مِنْ فُـجَـاءَةِ الْـخَـيْـرِ وَ

(১১৬) আয় আল্লাহ্! বিনা কারণে হঠাৎ যে সকল মঙ্গল বা ভালাই আসে তাহা আমি তোমার নিকট চাই, কিন্তু

اَعُـوْذُ بِـكَ مِـنْ فُـجَـاءَةِ الـشَّـرِّ (١٢٨) اَلـلّٰـهُـمَّ اَنْـتَ

হঠাৎ যে সকল অমঙ্গল বা খারাবি আসে তাহা হইতে আমি তোমার নিকট পানাহ্ চাই। (১২৮) আয় আল্লাহ্! তুমিও

الـسَّـلَامُ وَمِـنْـكَ الـسَّـلَامُ وَاِلَـيْـكَ يَـعُـوْدُ الـسَّـلَامُ

শান্তি, তোমা হইতেই আসে শান্তি এবং তোমাতেই আসে শান্তি,

اَسْـئَـلُـكَ يَـا ذَا الْـجَـلَالِ وَالْاِكْـرَامِ اَنْ تَـسْـتَـجِـيْـبَ

হে মহত্ত্বের অধিকারী খোদা! হে সম্মান রক্ষাকারী ও সম্মান দানকারী খোদা! আমি তোমার নিকট এই ভিক্ষা চাই যে, তুমি কবুল কর–

لَـنَـا دَعْـوَتَـنَـا وَاَنْ تُـعْـطِـيَـنَـا رَغْـبَـتَـنَـا وَاَنْ تُـغْـنِـيَـنَـا

আমাদের দোয়া। আমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর কর, আমাদেরে তোমার ভালবাসা এবং উহারই রুচি দান কর এবং মুখাপেক্ষী বা মোহতাজ হইতে দিও না আমাদেরে–

عَـمَّنْ اَغْـنَـيْـتَـهٗ عَـنَّـا مِـنْ خَـلْـقِـكَ (١٢٩) اَللّٰـهُـمَّ خِرْلِـىْ

দুনিয়ার ধনীদের। (১২৯) আয় আল্লাহ্! তুমি আমাকে ভালটি দান কর

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

وَاخْتَرْلِىْ (١٣٠) اَللّٰهُمَّ اَرْضِنِىْ بِقَضَائِكَ

এবং তুমিই আমাকে ভালটি বাছিয়া দাও। (১৩০) আয় আল্লাহ্! তোমার তরফ হইতে যাহা কিছু আমার ভাগ্যে নির্ধারিত হয় তাহাতেই যেন আমি দেলের সহিত সন্তুষ্ট থাকি

وَبَارِكْ لِىْ فِىْ مَا قُدِّرَلِىْ حَتّٰى لَاۤ اُحِبَّ تَعْجِيْلَ

এবং তাহাতে তুমি বরকত দান কর; আমি যেন জলদি না চাই

مَاۤ اَخَّرْتَ وَلَا تَاْ خِيْرَ مَا عَجَّلْتَ (١٣١) اَللّٰهُمَّ

উহা যাহা তুমি পরে দিবার জন্য ধার্য করিয়াছ এবং তুমি যাহা পূর্বে দিবার জন্য ধার্য করিয়াছ তাহা যেন পরে না চাই। (১৩১) আয় আল্লাহ্!

لَا عَيْشَ اِلَّا عَيْشُ الْاٰخِرَةِ (١٣٢) اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ

এ জীবনতো কিছুই নয়, দু'দিনের খেলাধুলা–আসল জীবনতো আখেরাতেরই জীবন। (১৩২) আয় আল্লাহ্! এ জীবনে আমাকে জীবিত রাখ

مِسْكِيْنًا وَّاَمِتْنِىْ مِسْكِيْنًا وَّاحْشُرْنِىْ فِىْ زُمْرَةِ

মিসকীন (অর্থাৎ সর্বদা তোমার রহমতের ভিখারী) রূপে এবং আমাকে মৃত্যু দান কর মিসকীন (অর্থাৎ তোমার রহমতের ভিখারী) রূপেই এবং হাশরের ময়দানে আমাকে

الْمَسَاكِيْنِ (١٣٣) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ الَّذِيْنَ

তোমার মিছকীন দলভুক্ত রাখিও। (১৩৩) আয় আল্লাহ্! আমাকে তোমার সেই সব বান্দাদের মত বানাও যাহারা

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

إِذَآ اَحْسَنُوا اسْتَبْشَرُوْا وَاِذَآ اَسَآؤُوا اسْتَغْفَرُوْا যখন কোন ভাল কাজ করে তখন সন্তুষ্ট হয় এবং যখন কোন মন্দ কাজ করে তৎক্ষণাত তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে।
(١٣٤) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِكَ تَهْدِىْ (১৩৪) আয় আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট হইতে এমন রহমত ভিক্ষা চাই যে,
بِهَا قَلْبِىْ وَتَجْمَعُ بِهَآ اَمْرِىْ وَتَلُمُّ بِهَا شَعْثِىْ وَ তাহা দ্বারা তুমি আমার দেলকে ভাল রাস্তা বুঝাইয়া সেই দিকেই ফিরাইয়া রাখ এবং তাহা দ্বারা আমার বিশৃঙ্খলাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সুসজ্জিত করিয়া দাও এবং
تُصْلِحُ بِهَا دِيْنِىْ وَتَقْضِىْ بِهَا دَيْنِىْ وَتَحْفَظُ بِهَا غَائِبِىْ তাহা দ্বারা দুরস্ত করিয়া দাও আমার দ্বীনকে এবং আমার ঋণ পরিশোধ করিয়া দাও এবং তাহা দ্বারা আমার অসাক্ষাতে (আমার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব) যাহারা আছে তাহাদের নেগাহবানী কর।
وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِىْ وَتُبَيِّضُ بِهَا وَجْهِىْ وَتُزَكِّىْ এবং আমার সাক্ষাতে যাহারা আছে নেক কাজের দ্বারা তাহাদের মর্তবা বাড়াইয়া দাও এবং তাহা দ্বারা আমার চেহারা রওশন করিয়া দাও এবং পাক-পবিত্র করিয়া দাও–
بِهَا عَمَلِىْ وَتُلْهِمُنِىْ بِهَا رَشَدِىْ وَتَرُدُّ بِهَا আমার আমল এবং তাহা দ্বারা আমার দেলের মধ্যে হেদায়েতের কথা জাগাইয়া দাও এবং তাহা দ্বারা আমাকে পুনঃ দান কর–

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

اَلْفَتِىْ وَتَعْصِمُنِىْ بِهَا مِنْ كُلِّ سُوْءٍ

তোমার সহিত আমার যে মনের মিল ও অন্তরের গাঢ় ভালবাসা আছে তাহা এবং তাহা দ্বারা আমাকে সর্ব প্রকার অনিষ্ট অপকার, কু-কাজ ও কু-আওয়াজ হইতে বাঁচাইয়া রাখ।

(١٣٥) اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِىْ اِيْمَانًا لَّا يَرْتَدُّ وَيَقِيْنًا لَيْسَ

(১৩৫) আয় আল্লাহ্! আমাকে এমন পাক্কা ঈমান দান কর যাহা আর ফিরিতে না পারে এবং আমাকে এমন কামেল একীন দান কর যাহার পরে আর

بَعْدَهٗ كُفْرٌ وَّرَحْمَةً اَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِى

কুফরী কাছেও না আসিতে পারে এবং আমাকে এমন রহমত দান কর যাহা দ্বারা আমি তোমার নিকট সম্মান প্রাপ্তির সৌভাগ্য লাভ করিতে পারি—

الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ (١٣٦) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ

দুনিয়াতে ও আখেরাতে। (১৩৬) আয় আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট চাই

الْفَوْزَ فِى الْقَضَاۤءِ وَنُزُلَ الشُّهَدَاۤءِ

ভাল তক্বদীর যেন সব কাজে কৃতকার্য হইতে পারি। আয় আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট শহীদগণের সঙ্গে জেয়াফত খাইতে চাই,

وَعَيْشَ السُّعَدَاۤءِ وَمُرَافَقَةَ الْاَنْبِيَاۤءِ

নেক লোকদের ন্যায় আরামে জীবন-যাপন করিতে চাই, পয়গাম্বরগণের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে চাই

وَالنَّصْرَ عَلَى الْاَعْدَاۤءِ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاۤءِ

এবং (নফ্ছ, শয়তান, কাফের প্রভৃতি) শত্রুগণের বিরুদ্ধে যাহাতে জয়ী হইতে পারি সেই জন্য সাহায্য চাই। নিশ্চয় তুমি দোয়া কবুল করিয়া থাক।

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

(١٣٧) اَللّٰهُمَّ مَا قَصُرَ عَنْهُ رَأْيِىْ وَضَعُفَ عَنْهُ عَمَلِىْ

(১৩৭) আয় আল্লাহ্! এমন সব ভাল জিনিস যাহা উপলব্ধি করার মত জ্ঞান বুদ্ধি আমার নাই এবং আমার আমলের বলেও উহা পর্যন্ত পৌঁছিতে পারিব না।

وَلَمْ تَبْلُغْهُ نِيَّتِىْ وَمَسْاَلَتِىْ مِنْ خَيْرٍ وَّعَدْتَّهُ

এবং উপলব্ধির অভাবে আমি তোমার নিকট উহার আবদারও করিতে পারি না দোয়াও করিতে পারি না, অথচ ঐ ভাল জিনিস প্রদানের ওয়াদা করিয়াছ

اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ اَوْ خَيْرٍ اَنْتَ مُعْطِيْهِ اَحَدًا

তোমার সৃষ্টি জগতের কাহারও পক্ষে অথবা দিবার ইচ্ছা করিয়াছ তোমার কোন

مِنْ عِبَادِكَ فَاِنِّىْٓ اَرْغَبُ اِلَيْكَ فِيْهِ وَاَسْئَلُكَ

পেয়ারা বান্দাকে আমি তাহা পাইবার আগ্রহ তোমার নিকট নিবেদন করিতেছি এবং আমি তোমার নিকট তাহা চাহিতেছি

بِرَحْمَتِكَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ (١٣٨) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اُنْزِلُ بِكَ

হে রাব্বুল আলামীন, হে জগত প্রতিপালক! শুধু তোমার দয়ার উপর নির্ভর করিয়া এবং তোমার রহমতের অছিলা দিয়া। (১৩৮) আয় আল্লাহ! আমি তোমার দরখাস্ত তোমার দরবারে পেশ করিতেছি,

حَاجَتِىْ وَاِنْ قَصُرَ رَاْيِىْ وَضَعُفَ عَمَلِىْ

আমার অভাব-অভিযোগ তোমারই নিকট জ্ঞাপন করিতেছি; যদিও আমার জ্ঞান-বুদ্ধি কম, আমার আমল দুর্বল,

اِفْتَقَرْتُ اِلٰى رَحْمَتِكَ فَاسْئَلُكَ يَا قَاضِىَ الْاُمُوْرِ وَ

কিন্তু আমার ত আর কেউ নাই! আমি ত তোমারই দয়ার ভিখারী। আমি তোমারই নিকট ভিক্ষা চাই; তুমিই কর্মকর্তা,

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

يَا شَافِىَ الصُّدُوْرِ كَمَا تُجِيْرُ بَيْنَ الْبُحُوْرِ اَنْ তুমিই শান্তি দাতা। হে আল্লাহ্! তুমি সমুদ্র গর্ভে যেমন রক্ষা করিয়া থাক
تُجِيْرَنِىْ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ وَمِنْ دَعْوَةِ الثُّبُوْرِ তেমনই আমাকে দোযখের আযাব হইতে রক্ষা করিও, হাশরের ময়দানের হা-হুতাশ হইতে রক্ষা করিও
وَمِنْ فِتْنَةِ الْقُبُوْرِ (١٣٩) اَللّٰهُمَّ ذَا الْحَبْلِ الشَّدِيْدِ এবং কবরের আযাব হইতে রক্ষা করিও। (১৩৯) ওহে দৃঢ় রজ্জুর (তথা কোরআনের) মালিক খোদা!
وَالْاَمْرِ الرَّشِيْدِ اَسْئَلُكَ الْاَمْنَ يَوْمَ الْوَعِيْدِ وَالْجَنَّةَ হে সত্য ধর্মের (ইসলামের) মালিক খোদা! আমি তোমার নিকট এই ভিক্ষা চাই যে, বিভীষিকাপূর্ণ কিয়ামতের দিন আমাকে শান্তি দান করিও এবং আমাকে বেহেশতে দান করিও
يَوْمَ الْخُلُوْدِ مَعَ الْمُقَرَّبِيْنَ الشُّهُوْدِ الرُّكَّعِ সেই চিরস্থায়ী জীবনে, তোমার প্রিয় বান্দাগণের সহিত, শহীদগণের সহিত এবং যাঁহাদিগকে রুকূতে রাখিয়াছ
السُّجُوْدِ الْمُوْفِيْنَ بِالْعُهُوْدِ اِنَّكَ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ ছাজদায় রাখিয়া এবং যাঁহারা অঙ্গীকার পূর্ণ করিয়াছে তাঁহাদের সহিত আমাকে রাখিও। তুমি অতি সদয়; তুমি বান্দাদেরে ভালবাস,
وَاِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تُرِيْدُ (١٤٠) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا هَادِيْنَ তুমি সর্বশক্তিমান, তুমি যাহা ইচ্ছা কর তাহাই করিতে পার। (১৪) আয় আল্লাহ্! আমাদিগকে হাদী (পথ প্রদর্শক) বানাও,

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

مُهْتَدِيْنَ غَيْرَ ضَالِّيْنَ وَلاَ مُضِلِّيْنَ سِلْمًا لِّاَوْلِيَائِكَ

কিন্তু এমন হাদী যে নিজে পূর্বেই হেদায়েতের (সদগুণাবলীর) ভূষণে বিভুষিত হইয়া লয়, নিজেও যেন কোন গোমরাহীর (ধর্ম বিরুদ্ধ) কাজ না করিয়া এবং অন্যকেও যেন গোমরাহীর পথে না লইয়া যাই। তোমার দোস্তদের সঙ্গে যেন দোস্তী রাখি,

وَحَرْبًا لِّاَعْدَائِكَ نُحِبُّ بِحُبِّكَ مَنْ اَحَبَّكَ

তোমার দুশমনদের সাথে যেন দুশমনী রাখি, তোমার ভালবাসার কারণে যে তোমাকে ভালবাসে তাহাকে যেন ভালবাসি

وَنُعَادِىْ بِعَدَاوَتِكَ مَنْ خَالَفَكَ مِنْ خَلْقِكَ

এবং যে তোমার সৃষ্ট হইয়া তোমার হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করে, তুমি **যেমন** তাহার সহিত দুশমনী রাখ, আমিও যেন তাহার সহিত দুশমনী রাখি।

(١٤١) اَللّٰهُمَّ هٰذَا الدُّعَاءُ وَعَلَيْكَ الْاِجَابَةُ وَهٰذَا

(১৪১) আয় আল্লাহ্! এই আমার খোদা (অর্থাৎ তোমার নিকট প্রার্থনা ও যাঞ্চা করাই আমার সম্বল) মেহেরবানী করিয় তুমি কবুল কর এবং এই

الْجَهْدُ وَعَلَيْكَ التُّكْلاَنُ اَللّٰهُمَّ لاَتَكِلْنِىْ اِلٰى نَفْسِىْ

আমার চেষ্টা (অর্থাৎ আমি ত আপ্রাণ চেষ্টা করি, কিন্তু আমার চেষ্টা অতি ক্ষুদ্র তোমার রহমত ছাড়া তাহাতে ফল ফলিতে পারি না।) এখন তোমার রহমতের উপরই ভরসা। আয় আল্লাহ্! আমাকে আমার নফছের হাতে ছাড়িয়া দিও না।

طَرْفَةَ عَيْنٍ وَلاَ تَنْزِعْ مِنِّىْ صَالِحَ مَآ اَعْطَيْتَنِىْ

এক পলকের জন্যও এবং তুমি যাহা কিছু ভাল জিনিস নিজ অনুগ্রহে আমাকে দান করিয়াছ (আমার নালায়েকীর দরুন) তাহা আমার নিকট হইতে ছিনাইয়া লইও না।

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

(١٤٢) اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ لَسْتَ بِاِلٰهٍ نِ اسْتَحْدَثْنَاهُ وَ

(১৪২) আয় আল্লাহ্! তুমি আমাদের এমন মা'বূদ নও যে, আমরা তোমাকে গড়িয়া লইয়াছি বা

لَا بِرَبٍّ يَّبِيْدُ ذِكْرُهُ ابْتَدَعْنَاهُ وَلَا عَلَيْكَ شُرَكَاءُ

তুমি আমাদের এমন খোদা নও যে, তোমার অস্তিত্ব কোথাও নাই– আমরাই (কল্পনার দ্বারা) তোমাকে সৃষ্টি করিয়া লইয়াছি; আর তোমাদের কোন উজির-নাজির বা সঙ্গী শরীক নাই যে,

يَقْضُوْنَ مَعَكَ وَلَا كَانَ لَنَا قَبْلَكَ مِنْ اِلٰهٍ

তাহারা তোমার সঙ্গে বসিয়া বিচার-ব্যবস্থা করে এবং তুমি ছাড়া আমাদের অন্য কোন ম'াবূদ নাই যে,

نَلْجَأُ اِلَيْهِ وَنَذَرُكَ وَلَا اَعَانَكَ عَلٰى خَلْقِنَا اَحَدٌ

আমরা তোমাকে ছাড়িয়া তাহার কাছে গিয়া আশ্রয় নেই এবং আমাদেরে তুমি পয়দা করিয়াছ ও আহার জোগাইতেছ ইহাতে অন্য কেহই কোনরূপে তোমার সঙ্গে যোগদান করে নাই

فَنُشْرِكُهُ فِيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ

যে আমরা তাহাকে তোমার সহিত শরীক মনে করিতে পারি, তুমিই একমাত্র মহান, তুমিই একমাত্র প্রধান

فَنَسْئَلُكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اغْفِرْلِىْ (١٤٣) اَللّٰهُمَّ

অতএব, তোমার নিকটে ভিক্ষা চাই। ইহাই আমাদের ঈমান এবং ইহাই আমাদের পরম বিশ্বাস যে, তুমি ব্যতীত আমাদের অন্য কোন মাবুদ নাই, অন্য কোন আশ্রয়স্থান নাই। আমাদেরকে ক্ষমা কর, আমাদেরকে মাফ করিয়া দাও, আমাদের সব দোষ ঢাকিয়া লও। (১৪৩) আয় আল্লাহ্!

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

اَنْتَ خَلَقْتَ نَفْسِىْ وَاَنْتَ تَوَفّٰهَا لَكَ مَمَاتُهَا

তুমিই আমাকে জীবন দান করিয়াছ, তুমিই আমাকে মৃত্যু দান করিবে; তোমারই জন্য আমার মরণ,

وَمَحْيَاهَآ اِنْ اَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ

তোমারই জন্য আমার জীবন; যদি আমাকে জীবিত রাখ তবে আমাকেও সেইরূপ হেফাযতে রাখিও (পাপাচার, অনাচার, অত্যাচার হইতে) যেরূপ হেফাযতে রাখিয়া থাক

بِهٖ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ وَاِنْ اَمَتَّهَا فَاغْفِرْلَهَا

তোমার নেক বান্দাগণকে এবং তুমি যদি মৃত্যু দান কর তবে দয়া করিয়া সব অপরাধ ক্ষমা (করিয়া তারপর মৃত্যু দান) করিও

وَارْحَمْهَا (١٤٤) اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ بِالْعِلْمِ وَزَيِّنِّىْ

এবং আমার উপর রহমত করিও। (১৪৪) আয় আল্লাহ্! এলম দ্বারা আমার সাহায্য কর এবং আমাকে অলঙ্কৃত কর

بِالْحِلْمِ وَاَكْرِمْنِىْ بِالتَّقْوٰى وَجَمِّلْنِىْ

হেলম (জ্ঞান ও গম্ভীরতা) দ্বারা এবং তাক্ওয়া পরহেযগারী দ্বারা আমাকে সম্মানিত কর এবং আমাকে সুন্দর কর

بِالْعَافِيَةِ (١٤٥) اَللّٰهُمَّ لَايُدْرِكُنِىْ زَمَانٌ

স্বাস্থ্য দ্বারা (১৪৫) হে আল্লাহ্! সেই যামানা যেন আমি না পাই

وَّلَا يُدْرِكُوْا زَمَانًا لَّايُتَّبَعُ فِيْهِ الْعَلِيْمُ وَلَا

এবং লোকেরাও যেন না পায় যখন আলেমদের কথা লোকেরা শুনিবে না এবং

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

يُسْتَحْيٰى فِيْهِ مِنَ الْحَلِيْمِ قُلُوْبُهُمْ قُلُوْبُ

জ্ঞানী গম্ভীর লোক হইতে লোকেরা লজ্জা করিবে না; লোকদের দিল তখন

الْاَعَاجِمِ وَاَلْسِنَتُهُمُ الْعَرَبِ (١٤٦) اَللّٰهُمَّ

অসভ্য হিংস্র প্রকৃতির লোকের মত হইবে, কিন্তু কথাবার্তা সুসভ্য সৎপ্রকৃতির লোকদের মত হইবে। (১৪৬) আয় আল্লাহ্!

اِنِّىْٓ اَتَّخِذُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَّنْ تُخْلِفَنِيْهِ

আমি তোমার নিকট হইতে একটু ওয়াদা লইতে চাই; ওয়াদা করিলে তুমি ইহার খেলাফ কিছুতেই করিবে না;

فَاِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ فَاَيَّمَا مُؤْمِنٍ اٰذَيْتُهٗٓ اَوْ شَتَمْتُهٗ

ওয়াদা লওয়ার কারণ এই যে,আমি মানুষ বৈ নই, আমার কত ভুল-ভ্রান্তি আছে, অতএব আমি যদি কোন মুসলমানকে কষ্ট দেই বা কটু কথা বলি, গালি দেই

اَوْ جَلَدْتُّهٗٓ اَوْ لَعَنْتُهٗ فَاجْعَلْهَا لَهٗ صَلٰوةً وَّزَكٰوةً

আঘাত করি বা বদদোয়া করি তবে তাহা যেন তাহার জন্য রহমত হয় এবং তাহার ওছিলায় যেন তাহার আত্মা পবিত্র হয়

وَّقُرْبَةً تُقَرِّبُهٗ بِهَآ اِلَيْكَ . اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ

এবং তোমার দরবারে নৈকট্য লাভ হয়। আয় আল্লাহ্! আমি

اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَمِنَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَ

তোমার নিকট পানাহ্ চাই শ্বেত-কুষ্ঠ ব্যাধি হইতে বিবাদ ও অনৈক্য হইতে মুনাফিকী হইতে,

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

سُوْءِ الْاَخْلَاقِ وَمِنْ شَرِّمَا تَعْلَمُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ

মন্দ স্বভাব হইতে এবং অন্যান্য যত খারাবী আছে যাহা তুমি জান সেই সব হইতে। আমি আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ্ চাহিতেছি

حَالِ اَهْلِ النَّارِ وَمِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا

দোযখবাসীর দুরবস্থা হইতে, দোযখ হইতে এবং দোযখের নিকটবর্তী করিয়া দেয় এমন

مِنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ وَّمِنْ شَرِّ مَا اَنْتَ اٰخِذٌ

যে কোন কাজ বা কথা হইতে। আয় আল্লাহ্! আমি পানাহ্ চাই অপকার হইতে দুনিয়ার সব দুষ্ট প্রকৃতির জীব-জন্তুর, যে সব তোমারই

بِنَاصِيَتِهٖ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِىْ هٰذَا الْيَوْمِ

করতলগত। আর আমি পানাহ্ চাই অদ্যকার দিনের মধ্যে যত প্রকার অপকার বা অনিষ্ট আছে তাহা হইতে

وَشَرِّ مَا بَعْدَهٗ وَمِنْ شَرِّ نَفْسِىْ وَشَرِّ الشَّيْطَانِ

এবং ঐ সকল অপকার হইতে যাহা ইহার পরে আছে। আয় আল্লাহ্! আমাকে আমার নফছের অনিষ্ট হইতে রক্ষা কর এবং শয়তানের অনিষ্ট হইতে

وَشِرْكِهٖ وَاَنْ نَقْتَرِفَ عَلٰى اَنْفُسِنَا

এবং তাহার ফাঁদ হইতে বাঁচাও। আয় আল্লাহ্! আমরা যেন নিজেই না করিয়া বসি নিজের

سُوْٓءًا اَوْ نَجُرَّهٗ اِلٰى مُسْلِمٍ اَوْ اَكْتَسِبَ خَطِيْٓئَةً

কোন ক্ষতি বা অন্য কোন মুসলমানের কোন ক্ষতি না করিয়া বসি বা এমন কোন ভুল-ত্রুটি

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

اَوْ ذَنْبًا لاَ تَغْفِرُهُ وَمِنْ ضِيْقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

বা গোনাহ না করিয়া বসি যাহা মাফ হইবার নয় এবং কিয়ামতের দিন যেন কষ্ট না পাই।

পঞ্চম মঞ্জিল
(বুধবার)

(١٤٧) اَللّٰهُمَّ حَصِّنْ فَرْجِىْ وَيَسِّرْلِىْ اَمْرِىْ

(১৪৭) আয় আল্লাহ্! কাম রিপুর হাত হইতে আমাকে বাঁচাইয়া রাখ এবং আমার সকল কাজ সহজ করিয়া দাও।

(١٤٨) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ تَمَامَ الْوُضُوْءِ وَتَمَامَ الصَّلٰوةِ

(১৪৮) আয় আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট চাই পূর্ণ অযূ পূর্ণ নামায

وَتَمَامَ رِضْوَانِكَ وَتَمَامَ مَغْفِرَتِكَ (١٤٩) اَللّٰهُمَّ

এবং তোমার পূর্ণ সন্তোষ ও পূর্ণ ক্ষমা। (১৪৯) আয় আল্লাহ্

اَعْطِنِىْ كِتَابِىْ بِيَمِيْنِىْ (١٥٠) اَللّٰهُمَّ غَشِّنِىْ

আমার আমলনামা আমার ডান হাতে দিও। (১৫০) আয় আল্লাহ্! আমাকে ঢাকিয়া লও

بِرَحْمَتِكَ وَجَنِّبْنِىْ عَذَابَكَ (١٥١) اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ

তোমার রহমতের দ্বারা এবং তোমার আযাব হইতে আমাকে বাঁচাইয়া রাখ। (১৫১) আয় আল্লাহ্! জমাইয়া রাখিও (পুলছেরাতে)

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

قَدَمَىَّ يَوْمَ تَزِلُّ فِيْهِ الْاَقْدَامُ (١٥٢) اَللّٰهُمَّ

আমার পা, সেই দিন বহু লোকের পা পিছলাইয়া (দোযখে পড়িয়া) যাইবে। (১৫২) আয় আল্লাহ্!

اجْعَلْنَا مُفْلِحِيْنَ (١٥٣) اَللّٰهُمَّ افْتَحْ اَقْفَالَ قُلُوْبِنَا

আমাদিগকে কৃতকার্য ও সফল মনোরথ বানাইও, মুক্তি দান করিও। (১৫৩) আয় আল্লাহ্! আমাদের দিলের বন্ধন খুলিয়া দাও

بِذِكْرِكَ وَاَتْمِمْ عَلَيْنَا نِعْمَتَكَ وَاَسْبِغْ عَلَيْنَا مِنْ

তোমার যিক্র দ্বারা এবং তোমার নেয়ামত আমাদিগকে পূর্ণরূপে ভোগ করিতে দাও এবং আমাদিগকে পূর্ণরূপে দান কর

فَضْلِكَ وَاجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ

তোমার রহমত এবং আমাদিগকে তোমার নেক বান্দাগণের দল ভুক্ত করিয়া রাখ।

(١٥٤) اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِىْ اَفْضَلَ مَاتُؤْتِىْ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ

(১৫৪) আয় আল্লাহ্! আমাকে সেই সকল উত্তম জিনিস দান কর, যে সকল তোমার নেক বান্দাগণকে দান করিয়া থাক।

(١٥٥) اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مُسْلِمًا وَّاَمِتْنِىْ مُسْلِمًا

(১৫৫) আয় আল্লাহ্! আমাকে জীবিত রাখ মুসলমানরূপে এবং আমাকে মৃত্যু দান করিও মুসলমান থাকাবস্থায়।

(١٥٦) اَللّٰهُمَّ عَذِّبِ الْكَفَرَةَ وَاَلْقِ فِىْ

(১৫৬) আয় আল্লাহ্! (তোমার আইন লঙ্ঘনকারী) কাফেরদিগকে শাস্তি প্রদান কর এবং তোমার ভয় নিক্ষেপ কর—

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ وَخَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَاَنْزِلْ

তাহাদের অন্তরে এবং তাহাদের কথায় অনৈক্য সৃষ্টি করিয়া দাও এবং নাযিল কর

عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ اَللّٰهُمَّ عَذِّبِ الْكَفَرَةَ

তাহাদের উপর তোমার আযাব ও গযব। আয় আল্লাহ্! শাস্তি প্রদান কর কাফেরগণকে–

اَهْلَ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِيْنَ الَّذِيْنَ يَجْحَدُوْنَ

আহলে কিতাব হউক বা মুশরিক হউক–যাহারা অস্বীকার করে

اٰيٰتِكَ وَيُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ

তোমার পবিত্র কোরআনের আয়াতসমূহ, তোমার পয়গাম্বরগণকে অবিশ্বাস করে এবং তোমার পথে আসিতে বাধা প্রদান করে

وَيَتَعَدُّوْنَ حُدُوْدَكَ وَيَدْعُوْنَ مَعَكَ اِلٰهًا اٰخَرَ

এবং তোমার নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে এবং তোমার সঙ্গে অন্য কিছুকে উপাস্য সাব্যস্ত করিয়া তাহার উপাসনা করে;

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ عَمَّا يَقُوْلُ

তুমি পবিত্র, তোমা ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ বা উপাস্য নাই এবং তুমি অতি ঊর্ধ্বে; তুমি সম্পূর্ণ পবিত্র ঐ সব অশুভ বাক্য ও কুকথা হইতে যে সব প্রয়োগ করিয়া থাকে

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

الظّٰلِمُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا (١٥٧) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَنَا وَ

এই দুষ্ট কাফেরগণ।* (১৫৭) আয় আল্লাহ্! ক্ষমা করিয়া দাও আমাকে এবং

لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ

যত মু'মিন মুসলমান ভাই-বোন আছে তাহাদিগকে

وَاَصْلِحْهُمْ وَاَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَاَلِّفْ بَيْنَ

এবং ভাই-বোন মু'মিন মুসলমানগণের অবস্থা ভাল করিয়া দাও, তাহাদের পরস্পর মনোমালিন্য ও অনৈক্য দূর করিয়া দিয়া পরস্পর সৌহার্দ্য সৃষ্টি করিয়া দাও, তাহাদের পরস্পরের

قُلُوْبِهِمْ وَاجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَالْحِكْمَةَ

দিল মিলাইয়া দাও, তাহাদের দিলের মধ্যে ঈমান ও দ্বীনের বুদ্ধির শিকড় মজবুত করিয়া দাও,

وَثَبِّتْهُمْ عَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِكَ وَاَوْزِعْهُمْ اَنْ يَّشْكُرُوْا

তোমার পয়গাম্বরের দ্বীনের উপর তাহাদিগকে মজবুত করিয়া রাখ এবং তাহাদের তওফিক দান কর শোকর আদায় করিবার

نِعْمَتَكَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَاَنْ يُّوْفُوْا بِعَهْدِكَ

ঐ সব অমূল্য-রত্ন নেয়ামতরাশির যাহা তুমি তাহাদিগকে দান করিয়াছ এবং তাহারা যেন পূর্ণ করিতে পারে ঐ অঙ্গীকার

* মোশরেকগণ বলে, আল্লাহ্র সঙ্গী সাথী বা শরীক ইত্যাদি আছে। ইহুদী-নাছারাগণ বলে, আল্লাহর স্ত্রী ও ছেলে-মেয়ে আছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

الَّذِىْ عَاهَدْتَّهُمْ عَلَيْهِ وَانْصُرْهُمْ عَلٰى عَدُوِّكَ

যেই অঙ্গীকার তাহাদের হইতে তুমি লইয়াছ। এবং তাহাদিগকে সহায়তা কর তোমার শত্রু

وَعَدُوِّهِمْ اِلٰهَ الْحَقِّ سُبْحَانَكَ لَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ

এবং তাহাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে। হে সত্য খোদা, হে মা'বূদ বরহক। তুমি পবিত্র, তোমা ছাড়া অন্য কেহ মা'বুদ নাই।

اِغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ وَاَصْلِحْ لِىْ عَمَلِىْٓ اِنَّكَ تَغْفِرُ

আমার সব গোনাহ মাফ করিয়া দিও, আমার সব কাজ দুরস্ত ও ঠিক করিয়া দাও। নিশ্চয় তুমি মাফ করিয়া দিতে পার–

الذُّنُوْبَ لِمَنْ تَشَآءُ وَاَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

সমস্ত গোনাহ্ যাহাকে ইচ্ছা কর; তুমি ক্ষমাশীল, তুমি দয়াময়।

يَاغَفَّارُ اغْفِرْلِىْ يَا تَوَّابُ تُبْ عَلَىَّ يَارَحْمٰنُ

আয় আল্লাহ্! তুমি ক্ষমাকারী আমায় ক্ষমতা কর। আয় আল্লাহ্! তুমি তওবা কবুলকারী আমার তওবা কবুল কর। আয় আল্লাহ্! তুমি দয়াময়

اِرْحَمْنِىْ يَا عَفُوُّ اعْفُ عَنِّىْ يَا رَؤُوْفُ اُرْؤُفْ بِىْ

আমার প্রতি দয়া বিস্তার কর। আয় আল্লাহ্! তুমি পাপ মোচনকারী আমার পাপ মোচন করিয়া দাও। আয় আল্লাহ্! তুমি অতি স্নেহময়, আমার প্রতি স্নেহ প্রদর্শন কর।

يَا رَبِّ اَوْزِعْنِىْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তওফিক দাও শোকর আদায় করার তোমার ঐ সব নেয়ামতের

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَطَوِّقْنِيْ حُسْنَ عِبَادَتِكَ

যাহা আমাকে দান করিয়াছ এবং তোমার বন্দেগী খুব ভাল করিয়া আদায় করিবার শক্তি আমাকে দান কর।

يَا رَبِّ اَسْئَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهٖ يَارَبِّ افْتَحْ

আয় আল্লাহ্! সব রকম ভাল জিনিসই আমি তোমার নিকট চাই। আয় আল্লাহ্! আমার সব কাজের শুরুকেও

لِيْ بِخَيْرٍ وَّاخْتِمْ لِيْ بِخَيْرٍ وَّقِنِي السَّيِّئَاتِ

ভাল করিয়া দাও এবং শেষটাকেও ভাল করিয়া দাও এবং সর্ব প্রকার কষ্ট-ক্লেশ হইতে আমাকে বাঁচাইয়া নাও;

وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهٗ وَ

সেই দিন (–কেয়ামতের দিন) তুমি যাহাকে কষ্ট-ক্লেশ হইতে বাঁচাইয়া রাখিবা সে-ই তোমার রহমত পাইয়াছে এবং

ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ (١٥٨) اَللّٰهُمَّ

ইহাই আমাদের চরম সফলতা। (১৫৮) আয় আল্লাহ্!

لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهٗ وَلَكَ الشُّكْرُ كُلُّهٗ وَلَكَ

তোমারই সকল প্রশংসা, তোমারই সকল শোকর, তোমারই

الْمُلْكُ كُلُّهٗ وَلَكَ الْخَلْقُ كُلُّهٗ بِيَدِكَ الْخَيْرُ كُلُّهٗ

সমস্ত রাজত্ব তোমারই সমস্ত সৃষ্টি, তোমারই হাতে সমস্ত মঙ্গল,

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

وَاِلَيْكَ يَرْجِعُ الْاَمْرُ كُلُّهٗ ـ اَسْئَلُكَ الْخَيْرَ كُلَّهٗ

তোমারই দিকে সকলের প্রত্যাবর্তন। আমি তোমার নিকট সর্বপ্রকার মঙ্গল চাই

وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهٖ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ

এবং সর্ব প্রকার অমঙ্গল হইতে তোমার নিকট পানাহ্ চাই তুমি আল্লাহর নামে, যিনি

لَآ اِلٰهَ غَيْرُهٗ ـ اَللّٰهُمَّ اذْهَبْ عَنِّى الْهَمَّ وَالْحُزْنَ

ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নাই। হে আল্লাহ্! আমার সব চিন্তা ভাবনা দূর করিয়া দাও।

اَللّٰهُمَّ بِحَمْدِكَ انْصَرَفْتُ وَبِذَنْبِى اعْتَرَفْتُ

আয় আল্লাহ্! যেদিকে চাই, যেদিকে যাই তোমারই গুণগান দেখিতে ও শুনিতে পাই, আর আমার দোষ-ত্রুটি দেখিতে ও শুনিতে পাই, আমি আমার দোষ স্বীকার করিতে বাধ্য হই।

(১৫৯) اَللّٰهُمَّ اِلٰهِىْ وَاِلٰهَ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْحَاقَ

(১৫৯) হে আল্লাহ্! হে আমার (তথা আমার রসূল মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের) মা'বূদ, হে ইব্রাহীম, ইছহাক

وَيَعْقُوْبَ وَاِلٰهَ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ

ও ইয়াকুব আলাইহিমুছ ছালামের মা'বূদ, হে জিব্রাঈল, মিকাঈল ও ইস্রাফীল আলাইহিমুস্ ছালামের মা'বূদ আল্লাহ্!

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

أَسْئَلُكَ اَنْ تَسْتَجِيْبَ دَعْوَتِىْ فَاَنَا مُضْطَرٌّ وَّ

আমি তোমার নিকট এই প্রার্থনা করি যে, আমার দোয়া কবুল কর; আমি সম্পূর্ণ নিঃসহায় নিরুপায়। এবং

تَعْصِمَنِىْ فِىْ دِيْنِىْ فَاِنِّىْ مُبْتَلًى وَّتَنَالَنِىْ

রক্ষা কর আমার দ্বীন-ঈমান, আমি বিপদগ্রস্ত এবং আমাকে গ্রহণ কর

بِرَحْمَتِكَ فَاِنِّىْ مُذْنِبٌ وَّتَنْفِىَ عَنِّى الْفَقْرَ

তোমার রহমত দ্বারা; আমি পাপী। আমার অভাব মোচন করিয়া দাও;

فَاِنِّىْ مُتَمَسْكِنٌ (١٦٠) اَللّٰهُمَّ اَسْئَلُكَ بِحَقِّ

আমি গরীব কাঙ্গাল। (১৬০) আয় আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট ভিক্ষা চাই ঐ হকের অছিলায়

السَّائِلِيْنَ عَلَيْكَ فَاِنَّ لِلسَّائِلِ عَلَيْكَ حَقًّا اَيَّمَا

যে হক (ও দাবী) তুমি দয়া করিয়া ভিক্ষুকের জন্য তোমার বিস্ময় লইয়াছ; (ভিক্ষা চাই এই) যে,

عَبْدٍ اَوْ اَمَةٍ مِّنْ اَهْلِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَقَبَّلْتَ

স্থলবাসী বা জলবাসী তোমার যে কোন বান্দা বা বান্দীর দোয়া তুমি ক্ববুল কর

دَعْوَتَهُمْ وَاسْتَجَبْتَ دُعَاءَهُمْ اَنْ تُشْرِكَنَا فِىْ

এবং কাহাকেও মক্ববুলুদ্দোয়া বানাও– আমাদেরে শামিল রাখিও

صَالِحِ مَا يَدْعُوْنَكَ فِيْهِ وَاَنْ تُشْرِكَهُمْ فِىْ صَالِحِ

তাঁহাদের নেক দোয়ার মধ্যে এবং তাঁহাদেরে শামিল রাখিও আমাদের নেক

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

مَـا نَـدْعُـوكَ فِـيْهِ وَاَنْ تُـعَـافِـيَـنَـا وَاِيَّـاهُـمْ وَ

দোয়ার মধ্যে এবং আমাদেরে সুখে-শান্তিতে রাখ এবং তাঁহাদেরেও সুখ-শান্তিতে রাখ এবং

اَنْ تَقْبَلَ مِـنَّـا وَمِـنْـهُـمْ وَاَنْ تَـجَـاوَزَ عَـنَّـا وَعَـنْـهُـمْ

আমাদের দোয়া কবুল কর তাঁহাদেরও দোয়া কবুল কর এবং আমাদেরও সকল অন্যায় অপরাধ ক্ষমা করিয়া দাও, তাঁহাদেরও সকল অন্যায় অপরাধ ক্ষমা করিয়া দাও।

فَاِنَّـنَـآ اٰمَنَّـآ بِـمَـآ اَنْـزَلْتَ وَاتَّـبَـعْـنَـا الرَّسُـوْلَ فَـاكْـتُـبْـنَـا

নিশ্চয়ই আমরা তোমার প্রেরিত কিতাবকে এবং তোমার নির্ধারিত হুকুমকে শিরোধার্য করিয়া লইয়াছি এবং তোমার প্রেরিত রসূলের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিতেছি। অতএব, তুমি মেহেরবানী করিয়া আমাদের নামও লিখিয়া দাও

مَـعَ الـشَّـاهِـدِيْـنَ (١٦١) اَللّٰـهُـمَّ اَعْـطِ مُـحَـمَّـدَ نِ الْـوَسِـيْـلَـةَ

সত্যের সাক্ষ্য ও ঘোষণাদাতাদের দলের মধ্যে। (১৬১) আয় আল্লাহ্! হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (দঃ)-কে অসিলা নামক বেহেশতের সর্বোচ্চ মাকাম দান কর (অর্থাৎ যে মক্কামে তিনি সকলের বেহেশতে যাইবার অসিলা হইবেন।)

وَاجْعَلْ فِى الْـمُـصْـطَـفَـيْـنَ مَـحَـبَّـتَـهٗ وَفِى الْاَعْـلَـيْـنَ دَرَجَـتَـهٗ

এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে তাঁহার মহব্বত বিস্তার করিয়া দাও, সর্বোচ্চ তাঁহার মর্তবা ও আসন দান কর,

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

وَفِى الْمُقَرَّبِيْنَ ذِكْرَهُ (١٦٢) اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ

তোমার নৈকট্য লাভকারী খাছ দরবারীদের মধ্যে তাঁহার সুখ্যাতি বিস্তার করে। (১৬২) আয় আল্লাহ্! আমাকে সদা সৎপথে রাখিও–

مِنْ عِنْدِكَ وَاَفِضْ عَلَىَّ مِنْ فَضْلِكَ وَاَسْبِغْ

তোমার নিজ রহমতে এবং তোমার রহমত আমার উপর বর্ষণ করিতে থাকিও এবং পূর্ণভাবে দান করিও

عَلَىَّ مِنْ رَّحْمَتِكَ وَاَنْزِلْ عَلَىَّ مِنْ بَرَكَاتِكَ

আমাকে সর্বদা তোমার রহমত এবং বরকত দান করিতে থাকিও।

(١٦٣) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَتُبْ عَلَىَّ

(১৬৩) আয় আল্লাহ্! আমার গোনাহ্ মাফ করিয়া দাও, আমার উপর তোমার রহমত নাযিল কর এবং আমার তওবা কবুল কর;

اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ (١٦٤) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ

নিশ্চয়ই তুমি তওবা কবুলকারী ও বান্দাগণের পতি রহমত নাযিলকারী। (১৬৪) আয় আল্লাহ্! আমি

اَسْئَلُكَ تَوْفِيْقَ اَهْلِ الْهُدٰى وَاَعْمَالَ اَهْلِ

প্রার্থনা করি তওফিক হেদায়েতওয়ালাদের মত, আমল

الْيَقِيْنِ وَمُنَاصَحَةَ اَهْلِ التَّوْبَةِ وَعَزْمَ اَهْلِ

একীনওয়ালাদের মত, খুলুছিয়াত তওবাওয়ালাদের মত, হিম্মত

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

الصَّبْرِ وَجِدَّ اَهْلِ الْخَشْيَةِ وَطَلَبَ اَهْلِ الرَّغْبَةِ

ছবরওয়ালাদের মত ,চেষ্টা ভয়ওয়ালাদের মত, তলব রগবত ও আগ্রহওয়ালাদের মত,

وَتَعَبُّدَ اَهْلِ الْوَرْعِ وَعِرْفَانَ اَهْلِ الْعِلْمِ حَتّٰى

এবাদত মুত্তাকীদের মত এবং মা'রেফাত এলমওয়ালাদের মত–যাবত

اَلْقَاكَ (١٦٥) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مَخَافَةً

তোমার দর্শন লাভ না হয়। (তাবত এই নেয়ামতগুলির উপভোগ প্রার্থনা করি।) (১৬৫) আয় আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট এই পরিমাণ ভয় চাই

تَحْجُزُنِىْ عَنْ مَعَاصِيْكَ حَتّٰى اَعْمَلَ بِطَاعَتِكَ

যাহা আমাকে তোমার নাফরমানী হইতে বাধা দিয়া রাখিতে পারে; যার ফলে আমি তোমার এই পরিমাণ ফরমাঁবরদারী

عَمَلًا اَسْتَحِقُّ بِهٖ رِضَاكَ وَحَتّٰى اُنَاصِحَكَ بِالتَّوْبَةِ

করি যাহাতে তুমি আমার উপর সন্তুষ্ট হইয়া যাও এবং যাহাতে আমি খাঁটি তওবা করিতে পারি–

خَوْفًا مِّنْكَ وَحَتّٰى اُخْلِصَ لَكَ النَّصِيْحَةَ حَيَاءً مِّنْكَ وَ

তোমার ভয়ে এবং তোমার লজ্জায় যেন খাঁটি দিলে তোমার তাবেদারী ও দ্বীনের খেদমত করিতে পারি এবং

حَتّٰى اَتَوَكَّلَ عَلَيْكَ فِى الْاُمُوْرِ كُلِّهَا وَحُسْنَ ظَنٍّ

সকল কাজে যেন তোমার উপর ভরসা রাখিতে পারি এবং সদা যেন ভাল ধারণা রাখিতে পারি

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

بِكَ سُبْحَانَ خَالِقِ النُّوْرِ اَللّٰهُمَّ لَا تُهْلِكْنَا فُجَاءَةً

তোমার প্রতি। তুমিই নূর সৃষ্টিকর্তা, তুমি পবিত্র। আয় আল্লাহ্!
আমাদের সহসা ধ্বংস করিয়া দিও না

وَلَا تَاْخُذْنَا بَغْتَةً وَلَا تُغْفِلْنَا عَنْ حَقٍّ وَّلَا وَصِيَّةٍ

এবং অকস্মাত গ্রেফ্‌তার করিয়া লইও না এবং কাহারও দেনা-পাওনা,
ও অছিয়ত যেন ভুলিয়া না যাই।

(١٦٦) اَللّٰهُمَّ اٰنِسْ وَحْشَتِىْ فِىْ قَبْرِىْ اَللّٰهُمَّ

(১৬৬) আয় আল্লাহ্! তুমি কবরের মধ্যে আমার সঙ্গে থাকিয়া অন্ধকার
ভয়, নির্যাতন ইত্যাদি দুঃখ-কষ্ট দূর করিয়া দিয়া তৎপরিবর্তে আমাকে
আলো, শান্তি ও আরাম দান করিও। আয় আল্লাহ্!

اِرْحَمْنِىْ بِالْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ وَاجْعَلْهُ لِىْ اِمَامًا

মহান কোরআনের অসিলায় আমার প্রতি রহম কর এবং মহান কোরআনকে
আমার জীবনের জন্য বানাইয়া রাখ ইমাম, অনুসরণীয়

وَّنُوْرًا وَّهُدًى وَّرَحْمَةً اَللّٰهُمَّ ذَكِّرْنِىْ مِنْهُ

এবং নূর (পথ প্রদর্শক) ও হেদায়েত-নামা (অর্থাৎ কোরআনের নির্দেশ
মত যেন, আমার জীবন গঠিত হয়।) এবং উহার অসিলায় আমাকে
রহমত দান কর। আয় আল্লাহ্! (আমি কোরআন শরীফের
কিছু ভুলিয়া গেলে) তুমি আমাকে স্মরণ করাইয়া দিও

مَا نَسِيْتُ وَعَلِّمْنِىْ مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَارْزُقْنِىْ

যেটুকু আমি ভুলিয়া যাই এবং যদি কোন জায়গা বুঝে না আসে তবে
তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিও এবং আমাকে তওফিক দান করিও

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

تِـلَاوَتَـهٗ اٰنَآءَ الـلَّـيْـلِ وَاٰنَـآءَ الـنَّـهَـارِ وَاجْـعَـلْـهُ لِـىْ

আজীবন দিবারাত্রির ঘন্টাসমূহে কোরআন তেলাওয়াত করিবার এবং বানাইয়া রাখিও কোরআনকে আমার জন্য

حُـجَّـةً يَـا رَبَّ الْـعَـالَـمِـيْـنَ (١٦٧) اَلـلّٰـهُـمَّ اَنَـا عَـبْـدُكَ وَ

দলীল, হে রাব্বুল আলামীন! (১৬৭) আয় আল্লাহ্! আমি তোমার বান্দা এবং

ابْنُ عَـبْـدِكَ وَابْـنُ اَمَـتِـكَ نَـاصِـيَـتِـىْ بِـيَـدِكَ اَتَـقَـلَّـبُ

আমার বাপ-মা সকলেই তোমার বান্দা, আমার বাগডোর তোমারই হাতে; আমি চলাফেরা করি

فِىْ قَـبْـضَـتِـكَ وَاُصَدِّقُ بِـلِـقَـائِـكَ وَاُوْمِـنُ بِـوَعْـدِكَ

তোমারই মুঠার মধ্যে থাকিয়া। তোমার সঙ্গে যে আসিয়া মিলিত হইব একথা আমি এক্বীন দিলে বিশ্বাস করি। তোমার (অনুসারীদের জন্য বেহেশ্ত এবং তোমার নাফরমানদের জন্য দোযখ এই) যে ওয়াদা আছে সেই ওয়াদার উপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস ও ঈমান আছে।

اَمَـرْتَـنِـىْ فَـعَـصَـيْـتُ وَنَـهَـيْـتَـنِـىْ فَـاَتَـيْـتُ هٰـذَا مَـكَـانُ

(তা' সত্ত্বেও) কতবার তুমি আদেশ করিয়াছ কিন্তু আমি নরাধম তাহা লঙ্ঘন করিয়াছি। তুমি নিষেধ করিয়াছ তবুও সেই কাজ করিয়াছি। এখন তুমি বিহনে অন্য কোন আশ্রয় নাই তোমারই নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।

الْـعَـآئِـذِ بِـكَ مِـنَ الـنَّـارِ لَآ اِلٰـهَ اِلَّآ اَنْـتَ سُـبْـحَـانَـكَ

হে দয়াময়! দোযখের আযাব হইতে বাঁচাইয়া লও। তুমি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই। তুমি পবিত্র;

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ اِنَّهٗ لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ

আমি নিজেই নিজের উপর অত্যাচার করিয়াছি এখন তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, আমায় ক্ষমা কর; পাপ ক্ষমাকারী আর কেহ নাই

اِلَّآ اَنْتَ (١٦٨) اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَاِلَيْكَ

তুমি ছাড়া। (১৬৮) আয় আল্লাহ্! তোমারই জন্য সমস্ত প্রশংসা। তোমারই নিকট–

الْمُشْتَكٰى وَاِلَيْكَ الْمُسْتَغَاثُ وَاَنْتَ الْمُسْتَعَانُ

আমাদের অভিযোগ, তোমারই নিকট আমাদের দরখাস্ত এবং তোমারই নিকট আমাদের সাহায্য প্রার্থনা

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও কোন ক্ষমতা বা শক্তি নাই।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَ

আয় আল্লাহ্! তুমি যে নিজ দয়াগুণে স্বীয় নেক বান্দাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাক, তোমার সেই ছিফত ও গুণের দোহাই দিয়া আমি তোমার নিকট তোমার গযব ও না-রাজী হইতে পানাহ্ ও আশ্রয় চাই এবং

بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْكَ لَآ اُحْصِىْ

তুমি যে নিজ অনুগ্রহে বান্দাগণকে সুখ শান্তি দান করিয়া থাক, তোমার সেই গুণের দোহাই দিয়া তোমার আযাব হইতে পানাহ্ চাই। (আমার অন্য কোথায়ও স্থান নাই, যদি তুমি মারিতে চাও তবে) তোমার আঘাত হইতে বাঁচিবার জন্যও তোমারই আশ্রয় গ্রহণ করিব। আয় আল্লাহ্! তোমার মহত্ব ও প্রশংসা বর্ণনা করা আমার ক্ষমতার বাহিরে।

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَآ اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ

সংক্ষেপে বলি যে তুমি তেমনই (ভাল, বড় এবং মহান) যেমন তুমি জান। (অন্য কাহারও ইহা জানিবার বা বলিবার ক্ষমতা নাই

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ نَّزِلَّ اَوْنُزِلَّ

আয় আল্লাহ্! তোমার নিকট পানাহ্ চাই আমরা নিজে যেন পাছাড় খাইয়া না পড়ি বা অন্য কাহাকেও আছড়াইয়া না ফেলি

اَوْ نُضِلَّ اَوْ نَظْلِمَ اَوْ يُظْلَمَ عَلَيْنَا اَوْ نَجْهَلَ اَوْ

বা কাহাকেও যেন গোমরাহ ও বিপথগামী না করি বা কাহারও উপর যেন অত্যাচার না করি, অন্য কেহও যেন আমাদিগকে গোমরাহ না করে বা অত্যাচার না করে বা আমরা যেন অন্য কাহারও সঙ্গে গোঁয়ারের মত ব্যবহার না করি,

يُجْهَلَ عَلَيْنَا اَوْ اَضِلَّ اَوْ اُضَلَّ اَعُوْذُ بِنُوْرِ وَجْهِكَ

অন্য কেহও যেন আমাদের সঙ্গে মূর্খের মত ব্যবহার না করে। আমি যেন বিপথগামী না হই, অন্য কেহও যেন আমাকে গোমরাহ না করিতে পারে। আয় আল্লাহ্! তোমার যে নূরে

الْكَرِيْمِ الَّذِىْ اَضَاءَتْ لَهُ السَّمٰوَاتُ وَاَشْرَقَتْ

সমস্ত আকাশ আলোকিত হয় এবং দূর হয় দুনিয়ার.

لَهُ الظُّلُمَاتُ وَصَلُحَ عَلَيْهِ اَمْرُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

সমস্ত অন্ধকার এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সমস্ত কাজ কারবার যে নূরের বদৌলতে চলিতেছে ও চলিবে; আমি তোমার সেই নূরের দোহাই দিয়া তোমার নিকট আশ্রয় চাই,

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

اَنْ تُحِلَّ عَلَيَّ غَضَبَكَ وَتُنْزِلَ عَلَيَّ سَخَطَكَ

তুমি যেন আমার উপর রাগান্বিত না হও বা অসন্তুষ্ট না হও।

وَلَكَ الْعُتْبٰى حَتّٰى تَرْضٰى وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ

আমি চিরজীবন তোমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য খাটিয়া মরিব। আমার জীবন তোমার জন্য কুরবানী করিয়া রাখিয়াছি যাবত তোমার সন্তুষ্টি না পাইব তাবৎ আমি তোমাকে কিছুতেই ছাড়িব না, কিন্তু কাহারও কোন শক্তি বা ক্ষমতা নাই–

اِلَّا بِكَ اَللّٰهُمَّ وَاقِيَةً كَوَاقِيَةِ الْوَلِيْدِ ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ

তোমার অনুগ্রহের দান ছাড়া। হে দয়াময় আল্লাহ্! যেমনভাবে নিরাশ্রয় নিরুপায় শিশুদের তুমি রক্ষা করিয়া থাক আমি নরাধম দীন-হীনকে সেইরূপে রক্ষা করিয়া লইও। হে আল্লাহ্! আমি

اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ الْاَعْمَيَيْنِ السَّيْلِ وَالْبَعِيْرِ الصَّئُوْلِ

তোমার আশ্রয় চাই–চক্ষুহীনদের (ভেদ-বিচার জ্ঞানহীনদের) আক্রমণ হইতে আমাকে রক্ষা করিও– যেমন জলপ্লাবন (ঝড়-তুফান) এবং উট ইত্যাদি পশুর আক্রমণ।

ষষ্ঠ মঞ্জিল
(বৃহস্পতিবার)

(١٦٩) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِمُحَمَّدٍ نَّبِيِّكَ وَ

(১৬৯) আয় আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট দরখাস্ত পেশ করিতেছি, তোমার প্রিয় নবী ও হাবীব হযরত মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অসিলা ধরিয়া,

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

بِاِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلِكَ وَمُوْسٰى نَبِيِّكَ وَعِيْسٰى رُوْحِكَ

তোমার দোস্ত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের অসিলা ধরিয়া, তোমার প্রিয় নবী মূসা কালীমুল্লাহ্ আলাইহিস সালামের অসিলা ধরিয়া, তোমার প্রিয় নবী হযরত ঈসা রুহুল্লাহ্

وَكَلِمَتِكَ وَبِكَلَامِ مُوْسٰى وَاِنْجِيْلِ عِيْسٰى

ও কালেমাতুল্লাহ্র অসিলা ধরিয়া এবং হযরত মূসা (আঃ)-কে যে কালাম দিয়াছ এবং ঈসা (আঃ)-কে ইঞ্জীল কিতাব দান করিয়াছ

وَزَبُوْرِ دَاوٗدَ وَفُرْقَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

এবং হযরত দাঊদ (আঃ)-কে যে যাবুর কিতাব দিয়াছ এবং হযরত মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লামকে যে ফোরকান তথা কোরআন দান করিয়াছ–সেই সবের অসিলা ধরিয়া

وَبِكُلِّ وَحْيٍ اَوْحَيْتَهٗ اَوْ قَضَاءٍ قَضَيْتَهٗ اَوْ سَائِلٍ

এবং যত অহী তুমি দুনিয়াতে পাঠাইয়াছ সেই সবের অসিলা ধরিয়া এবং যত হুকুম তুমি যমিনে ও আসমানে জারী করিয়াছ সেই সবের অসিলা ধরিয়া এবং যত প্রার্থনাকারীকে

اَعْطَيْتَهٗ اَوْ فَقِيْرٍ اَغْنَيْتَهٗ اَوْ غَنِيٍّ اَفْقَرْتَهٗ اَوْ ضَالٍّ

তুমি দান করিয়াছ বা যত দরিদ্রকে তুমি ধনী বানাইয়াছ তোমার সেই দান ও কুদরতের অসিলা ধরিয়া এবং যত গোনাহ্গারকে

هَدَيْتَهٗ وَاَسْئَلُكَ بِاِسْمِكَ الَّذِىْ وَضَعْتَهٗ عَلٰى

তুমি সৎপথে আনিয়াছ তোমার সেই মেহেরবানীর অসিলা ধরিয়া এবং সেই নামের অসিলা ধরিয়া যে নাম

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

الْاَرْضِ فَاسْتَقَرَّتْ وَعَلَى السَّمٰوَاتِ فَاسْتَقَلَّتْ

যমিনে রাখিলে উহা সুস্থির হইয়াছে এবং আসমানের উপর রাখিলে তাহা ঊর্ধ্বে স্থাপিত হইয়াছে

وَعَلَى الْجِبَالِ فَرَسَتْ وَاَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِىْ

এবং পাহাড়ের উপর রাখিলে সে দৃঢ় হইয়াছে এবং দরখাস্ত পেশ করিয়াছি তোমার সেই নামের অসিলা ধরিয়া যে নামের কারণে

اسْتَقَرَّ بِهٖ عَرْشُكَ وَاَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ الطَّاهِرِ

তোমার মহান আরশ কায়েম রহিয়াছে এবং দরখাস্ত পেশ করিতেছি তোমার সেই পবিত্র নামের অসিলা ধরিয়া

الْمُطَهَّرِ الْمُنَزَّلِ فِىْ كِتَابِكَ مِنْ لَّدُنْكَ وَ

যাহা তুমি তোমার গায়েবের খাজানা হইতে তোমার কিতাবে নাযিল করিয়াছ এবং

بِاسْمِكَ الَّذِىْ وَضَعْتَهٗ عَلَى النَّهَارِ فَاسْتَنَارَ

তোমার সেই নামের অসিলা ধরিয়া যাহা দিনের উপর রাখিলে দিন আলোকিত হইয়াছে

وَعَلَى اللَّيْلِ فَاَظْلَمَ وَبِعَظْمَتِكَ وَكِبْرِيَائِكَ وَ

এবং রাতের উপর রাখিলে রাত আঁধারময় হইয়াছে এবং তোমার মাহাত্ম্য– আয্মত এবং কিবরিয়ার অসিলা ধরিয়া এবং

بِنُوْرِ وَجْهِكَ اَنْ تَرْزُقَنِى الْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ وَ

তোমার স্বীয় মহান জাতের নূরের অসিলা ধরিয়া; আমার এই দোয়াটি কবুল কর– আমাকে কোরআন দান কর এবং

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

تُخَلِّطَهُ بِلَحْمِى وَدَمِى وَسَمْعِى وَبَصَرِى

আমার অস্থি-মজ্জায় কোরআনে ভরিয়া দাও, আমার রক্ত-মাংসে কোরআনকে মিশাইয়া দাও, আমার শিরায় শিরায় কোরআনকে প্রবাহিত করিয়া দাও, আমার চক্ষু-কর্ণে কোরআনকে ভরিয়া দাও,

وَتَسْتَعْمِلُ بِهِ جَسَدِى بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ فَاِنَّهُ

আমাকে কোরআনের ভক্ত, আসক্ত ও পাগলপারা বানাইয়া দাও; তুমিই শক্তিমান; নিশ্চয়ই

لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِكَ ـ اَللّٰهُمَّ لَاتُؤْمِنَّا مَكْرَكَ

তোমা ছাড়া অন্য কাহারও কোনরূপ শক্তি বা ক্ষমতা নাই। আয় আল্লাহ্! তোমার ধর-পাকড় ধীরে ধীরে গুপ্তভাবে হয়, তাহা হইতে যেন আমি নিশ্চিন্ত না হই,

وَلَا تُنْسِنَا ذِكْرَكَ وَلَا تَهْتِكْ عَنَّا سِتْرَكَ

তোমাকে যেন আমি না ভুলি, তোমার যিক্‌র আমি যেন না ছাড়ি, তুমি যে পর্দা দ্বারা আমার আয়েব ঢাকিয়া রাখ সেই পর্দা যেন বিদীর্ণ না হয়।

وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْغَافِلِيْنَ (١٧٠) اَللّٰهُمَّ اِنِّىٓ اَسْئَلُكَ

আমি যেন তোমার কথা ভুলিয়া না যাই। (১৭০) আয় আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট এই ভিক্ষা চাই যে,

تَعْجِيْلَ عَافِيَتِكَ وَدَفْعَ بَلَآئِكَ وَخُرُوْجًا مِّنَ الدُّنْيَا

আমাকে শীঘ্র শান্তি দান কর, আমার অশান্তি দূর করিয়া দাও এবং দুনিয়া হইতে যখন প্রস্থান করি

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

اِلٰی رَحْمَتِكَ يَا مَنْ يَّكْفِىْ عَنْ كُلِّ اَحَدٍ وَّ

তখন তোমার রহমত এবং আশ্রয় যেন পাই। হে খোদা! তুমি যাহার পক্ষে আছ তাহার পক্ষে অন্য কেহ না থাকিলেও কোন ক্ষতি নাই এবং

لَا يَكْفِىْ مِنْهُ اَحَدٌ يَّآ اَحَدَ مَنْ لَا اَحَدَ لَهٗ يَا

তুমি যাহার পক্ষে নাই সমস্ত জগতবাসীও যদি তাহার পক্ষে থাকে তবুও তাহাদের কোনই লাভ নাই। হে আল্লাহ্! নিরুপায়ের উপায়! হে–

سَنَدَ مَنْ لَّاسَنَدَ لَهٗ انْقَطَعَ الرَّجَآءُ اِلَّا مِنْكَ

নিরাশ্রয়ের আশ্রয়! একমাত্র তুমি ব্যতীত আমার অন্য কোন আশ্রয়স্থল নাই। সকল হইতে কর্তন করিয়া একমাত্র তোমার প্রতিই আশার রজ্জু বন্ধন করিয়াছি।

نَجِّنِىْ مِمَّآ اَنَا فِيْهِ وَاَعِنِّىْ عَلٰى مَآ اَنَا عَلَيْهِ مِمَّا نَزَلَ بِىْ

আমি যে বিপদে পড়িয়া আছি সেই বিপদ হইতে আমাকে উদ্ধার কর; আমি যে কাজে আছি সে কাজে আমার সহায়তা কর সর্বাবস্থায়–

بِجَاهِ وَجْهِكَ الْكَرِيْمِ وَبِحَقِّ مُحَمَّدٍ عَلَيْكَ اٰمِيْنَ

তোমার দোহাই এবং তোমার পিয়ারা হাবীব হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর খাতিরে আমার দরখাস্ত মঞ্জুর কর– আমীন!

(١٧١) اَللّٰهُمَّ احْرُسْنِىْ بِعَيْنِكَ الَّتِىْ لَاتَنَامُ

(১৭১) আয় আল্লাহ্! তোমার যে চক্ষু কখনও ঘুমায় না সেই চক্ষু দ্বারা আমার হেফাযত কর,

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

وَاكْـنُـفْـنِـىْ بِـرُكْـنِـكَ الَّـذِىْ لَا يُـرَامُ وَارْحَـمْـنِـىْ

তোমার যে শক্তির সামনে কেহই মোকাবিলার ধারণাও করিতে পারে না সেই শক্তির আশ্রয়ে আমাকে এবং আমার উপর রহমত নাযিল কর–

بِقُدْرَتِكَ عَلَـىَّ فَـلَا اَهْـلِـكُ وَاَنْـتَ رَجَآئِـىْ فَـكَـمْ

তোমার সেই ক্ষমতার দ্বারা যে ক্ষমতা আমার উপর আছে; তবেই আমি ধ্বংস হইতে বাঁচিয়া যাইব এবং তুমিই আমার ভরসাস্থল; তোমার বহু

مِّنْ نِّعْمَةٍ اَنْعَمْتَ بِـهَا عَلَـىَّ قَلَّ لَكَ بِـهَا شُكْرِىْ

নেয়ামত আমি ভোগ করিয়াছি তাহার রীতিমত শোকর আদায় করি নাই।

وَكَمْ مِّـنْ بَلِيَّةٍ ابْـتَـلَيْتَـنِـىْ بِـهَا قَلَّ لَكَ بِـهَا صَـبْرِىْ

কোন সময় পরীক্ষার জন্য কিছু কষ্ট দিলে তাহাতে রীতিমত ছবর করিতে পারি নাই।

فَـيَا مَنْ قَـلَّ عِـنْدَ نِعْمَتِهٖ شُكْرِىْ فَلَـمْ يُـحْرِمْنِىْ

এখন হে আল্লাহ্! একমাত্র তুমি ছাড়া অন্য কোন আশ্রয় আমার নাই। তোমার নেয়ামতের শোকর আদায় করি নাই তা' সত্ত্বেও তুমি আমাকে বঞ্চিত কর নাই;

وَيَـا مَنْ قَـلَّ عِنْدَ بَلِيَّتِـهٖ صَبْرِىْ فَلَمْ يَـخْذُلْنِىْ وَ

এবং পরীক্ষার সময় ছবর করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারি নাই তা' সত্ত্বেও তুমি আমার প্রতি সাহায্য বন্ধ কর নাই এবং

يَا مَنْ رَّاٰنِىْ عَلَى الْـخَطَايَا فَـلَمْ يَـفْـضَـحْنِىْ

বহু সময় তুমি আমাকে পাপে লিপ্ত দেখিয়াছ ইহা সত্ত্বেও তুমি তোমা এই দাসকে লজ্জিত বা লাঞ্ছিত কর নাই। (অনুগ্রহ করিয়া এই নেক দৃষ্টি সদাসর্বদা এই দাসের প্রতি রাখিও।)

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

(١٧٢) يَاذَا الْمَعْرُوْفِ الَّذِىْ لاَيَنْقَضِىْ اَبَدًا وَّ

(১৭২) আয় আল্লাহ্! আমার উপর তোমার নেয়ামত অফুরন্ত

يَاذَا النَّعْمَاءِ الَّتِىْ لاَتُحْصٰى اَبَدًا اَسْئَلُكَ اَنْ

অসংখ্য ও অগণ্য, আমি তোমার নিকট এই প্রার্থনা করি যে,

تُصَلِّىَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّبِكَ اَدْرَأُ

সমস্ত দুনিয়ার সরদার হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা (সঃ) এবং তাঁহার বংশধরগণের উপর তোমার খাছ রহমত নাযিল কর। আর আমি একমাত্র তোমার বলে

فِىْ نُحُوْرِ الْاَعْدَاءِ وَالْجَبَابِرَةِ (١٧٣) اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ

বলবান এবং শত্রুদের উপর বলিয়ান। (১৭৩) আয় আল্লাহ্! সাহায্য কর আমাকে–

عَلٰى دِيْنِىْ بِالدُّنْيَا وَعَلٰى اٰخِرَتِىْ بِالتَّقْوٰى وَ

দুনিয়ার দ্বারা আমার দ্বীনের এবং তাক্ওয়া দ্বারা আমার আখেরাতের এবং

احْفَظْنِى فِىْ مَا غِبْتُ عَنْهُ وَلاَ تَكِلْنِىْ اِلٰى نَفْسِىْ

যে সকল জিনিস আমার অসাক্ষাতে রহিয়াছে তাহার তুমি হেফাযত কর এবং আমাকে ঐ সকল জিনিস সম্পর্কেও একাকী ছাড়িয়া দিও না যাহা

فِيْمَا حَضَرْتُهُ يَامَنْ لَّا تَضُرُّهُ الذُّنُوْبُ وَ

আমার সামনে আছে; তাহাতেও তোমার সাহায্যের আমি ভিখারী। আয় আল্লাহ্! আমার গোনাহ্তে তোমার কোন ক্ষতি নাই

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

لَا تَنْقُصُهُ الْمَغْفِرَةُ هَبْ لِىْ مَالَا يَنْقُصُكَ وَاغْفِرْلِىْ

যদি আমার সমস্ত গোনাহ্ মাফ করিয়া দাও, তবু তোমার ভাণ্ডার বিন্দুমাত্র হ্রাস পাইবে না; অতএব হে দয়াময়! দয়া করিয়া মাফ করিয়া দাও আমার

مَا لَايَضُرُّكَ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ اَسْئَلُكَ فَرَجًا قَرِيْبًا

সব অন্যায় এবং ক্ষমা করিয়া দাও পাপ; তুমি অতি বড় দাতা ও দয়ালু। আমি তোমার নিকট দরখাস্ত করি, তুমি অচিরেই আমার সব কষ্ট দূর করিয়া দাও

وَّصَبْرًا جَمِيْلًا وَّرِزْقًا وَّاسِعًا وَّالْعَافِيَةَ مِنْ

এবং ছবর করিবার ক্ষমতা দান কর, কষ্টের সময় খাছ দিলে এবং আমাকে প্রচুর পরিমাণে রুজি দান কর এবং মুক্তি দান কর

جَمِيْعِ الْبَلَاءِ وَاَسْئَلُكَ تَمَامَ الْعَافِيَةِ وَاَسْئَلُكَ

সব বিপদ-আপদ হইতে। আমি দরখাস্ত করি, আমাকে পূর্ণ সুখ-শান্তি দান কর। আমি দরখাস্ত করি

دَوَامَ الْعَافِيَةِ وَاَسْئَلُكَ الشُّكْرَ عَلَى الْعَافِيَةِ وَاَسْئَلُكَ

সব সময় আমাকে সুখে-শান্তিতে রাখ; এই সুখ-শান্তির শোকর আদায় করার আমাকে তওফিক দাও। আমি দরখাস্ত করি,

الْغِنٰى عَنِ النَّاسِ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ

আমাকে প্রত্যাশী করিও না কোন মানুষের; তুমি সর্বশক্তিমান, দয়াবান, মহান, অতি মহান।

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

(١٧٤) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ سَرِيْرَتِىْ خَيْرًا مِّنْ عَلاَنِيَتِىْ

(১৭৪) আয় আল্লাহ্! আমার ভিতরটা যেন বাহিরের চেয়ে ভাল হয়

وَاجْعَلْ عَلاَنِيَتِىْ صَالِحَةً اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ مِنْ

এবং বাহিরটাও যেন ভালই থাকে। আয় আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি,

صَالِحِ مَاتُوْتِى النَّاسَ مِنَ الْمَالِ وَالْاَهْلِ وَالْوَلَدِ

নেক লোকদের যেমন তুমি নেক পরিবার, নেক আওলাদ এবং ভাল মাল দান কর আমাকেও ঐরূপ দান কর;

غَيْرَ ضَالٍّ وَّلاَمُضِلٍّ (١٧٥) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا

আমি যেন নিজেও গোমরাহ্ না হই অন্যকেও যেন গোমরাহ্ না করি (১৭৫) আয় আল্লাহ্! আমাকে দলভুক্ত করিয়া দাও

مِنْ عِبَادِكَ الْمُنْتَخَبِيْنَ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ الْوَفْدِ

তোমার সেই সকল নির্বাচিত বান্দাদের যাহাদের মুখমণ্ডল এবং হাত-পা (অযূর বরকতে কিয়ামতের দিন) উজ্জ্বল ও চমকিত হইবে এবং তুমি সেইদিন তাহাদিগকে সম্ভ্রান্ত মেহ্মানের মত

الْمُتَقَبَّلِيْنَ ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ نَفْسًا بِكَ

সমাদরে গ্রহণ করিবে। আয় আল্লাহ্! তোমার নিকট আমার এই দরখাস্ত যে, তুমি আমাকে এমন নফ্ছে–

مُطْمَئِنَّةً تُؤْمِنُ بِلِقَآئِكَ وَتَرْضٰى بِقَضَآئِكَ

মুতমাইন্নাহ্ দান কর যাহা তোমার সম্মুখে যে একদিন দাঁড়াইতে হইবে এ বিষয়ে যেন তাহার অকাট্য ও অভ্রান্ত বিশ্বাস থাকে; তোমার হুকুম যদিও তাহার মনঃপুত না হয় তথাপি তাহাতেই যেন সে সন্তুষ্ট থাকে,

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

وَتَقْنَعُ بِعَطَائِكَ (١٧٦) اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا

তোমার দান যদিও অল্প হয় তবুও তাহাতেই যেন সে পরিতৃপ্ত থাকে। (১৭৬) আয় আল্লাহ্! তোমার যাবতীয় তা'রীফ

دَآئِمًا مَعَ دَوَامِكَ وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا خَالِدًا

যাহা চিরস্থায়ী তোমার চিরস্থায়িত্বের সহিত এবং তোমার জন্য যাবতীয় তা'রীফ যাহা সদা-সর্বদা আছে।

مَعَ خُلُوْدِكَ وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا لَّامُنْتَهٰى لَهٗ

যেমন তুমি সদা-সর্বদা আছ এবং তোমার জন্যই যাবতীয় তা'রীফ যাহার কোন শেষ নাই

دُوْنَ مَشِيَّتِكَ وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا لَّايُرِيْدُ قَائِلُهٗ

একমাত্র তোমার ইচ্ছা ব্যতীত এবং তোমার জন্যই যাবতীয় প্রশংসা যাহার দ্বারা প্রশংসাকারী অন্য কিছুরই ইচ্ছা করে না

اِلَّا رِضَاكَ وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا عِنْدَ كُلِّ طَرْفَةِ عَيْنٍ

তোমার সন্তুষ্টি ব্যতীত এবং তোমার জন্যই যাবতীয় প্রশংসা যাহা এত বেশী যে, প্রত্যেকের চক্ষুর পালক মারার সময়

وَّتَنَفُّسِ كُلِّ نَفْسٍ اَللّٰهُمَّ اَقْبِلْ بِقَلْبِىْ اِلٰى

এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় হইতে থাকে। আয় আল্লাহ্ ! আমার হৃদয়কে সব সময় ফিরাইয়া রাখ

دِيْنِكَ وَاحْفَظْ مِنْ وَّرَآئِنَا بِرَحْمَتِكَ اَللّٰهُمَّ

তোমার দ্বীনের দিকে এবং এদিক ওদিক– চতুর্দিক হইতে আমাকে নিজ রহমতের হেফাযতে রাখ। আয় আল্লাহ্

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

ثَبِّتْنِىْ اَنْ اَزِلَّ وَاهْدِنِىْ اَنْ اَضِلَّ

আমাকে সব সময় মজবুত রাখ যাহাতে পিছলাইয়া না পড়ি এবং আমাকে ঠিক পথে রাখিও যাহাতে আমি বিপথগামী না হই।

(١٧٧) اَللّٰهُمَّ كَمَا حُلْتَ بَيْنِىْ وَبَيْنَ قَلْبِىْ فَحُلْ

(১৭৭) আয় আল্লাহ্! যেমন তুমি আমাদের মধ্যে ও আমাদের দেলের মধ্যে অন্তরায় হইয়া পড় (আমি দিলকে তোমার দিকে বশ করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করিয়াও রাখি না) তদ্রূপ অন্তরায় হইয়া দাঁড়াও

بَيْنِىْ وَبَيْنَ الشَّيْطَانِ وَعَمَلِهٖ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا مِنْ

আমার মধ্যে এবং শয়তান ও তাহার কু-চক্রান্তরাজির মধ্যে। আয় আল্লাহ্! আমাদিগকে রিয্ক দান কর

فَضْلِكَ وَلَا تُحْرِمْنَا رِزْقَكَ وَبَارِكْ لَنَا فِيْمَا رَزَقْتَنَا

তোমার নিজ রহমতে। আমাদিগকে বঞ্চিত করিও না তোমার রিয্ক হইতে এবং যাহা কিছু রিয্ক দাও তাহাতে বরকত দান কর

وَاجْعَلْ غِنَائَنَا فِىْ اَنْفُسِنَا وَاجْعَلْ رَغْبَتَنَا فِيْمَا عِنْدَكَ

এবং আমাদিগকে দিল-গণী বানাইয়া রাখ (অর্থাৎ আমাদের দিলে যেন লোভ না থাকে– পাই বা না-ই পাই, খাই বা নাই খাই সব সময় যেন পরিতৃপ্ত থাকি) এবং তোমার নিকট যে সকল (বেহেশতের) নিয়ামত আছে সে সবের দিকে আমাদের আগ্রহ পয়দা করিয়া দাও।

(١٧٨) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِمَّنْ تَوَكَّلَ عَلَيْكَ فَكَفَيْتَهٗ

(১৭৮) আয় আল্লাহ্! আমাকে শামিল করিয়া রাখ তোমার ঐ সকল বান্দাগণের মধ্যে যাঁহারা তোমার উপর তাওয়াক্কুল করাতে তুমি তাঁহাদের সকল অভাব পূরণ করিয়া দিয়াছ

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

وَاسْتَهْدَاكَ فَهَدَيْتَهُ وَاسْتَنْصَرَكَ فَنَصَرْتَهُ

এবং তোমার নিকট হেদায়েত চাওয়াতে তুমি তাঁহাদিগকে হেদায়েত দান করিয়াছ এবং তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করাতে তুমি তাঁহাদিগকে সাহায্য করিয়াছ।

(١٧٩) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ وَسَاوِسَ قَلْبِىْ خَشْيَتَكَ

(১৭৯) আয় আল্লাহ্! আমার মনে যে সকল খেয়াল ও চিন্তার উদয় হয় তাহা যেন তোমার ভয়

وَذِكْرَكَ وَاجْعَلْ هِمَّتِىْ وَهَوَاىَ فِيْمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى

এবং তোমার যিক্‌রই হয় এবং আমার মনের গতি এবং বাসনা যেন সেই দিকেই ধাবিত হয় যাহাতে তুমি রাজি থাক এবং তুমি ভালবাস।

اَللّٰهُمَّ وَمَا ابْتَلَيْتَنِىْ بِهٖ مِنْ رَّخَاءٍ وَّشِدَّةٍ

আয় আল্লাহ্! আমাকে সুখে বা দুঃখে রাখ– আরামে থাকি কি কষ্টে থাকি, আপদে থাকি কি সম্পদে থাকি, ধনী হই বা দরিদ্র হই, কিন্তু সব অবস্থায়ই

فَمَسِّكْنِىْ بِسُنَّةِ الْحَقِّ وَشَرِيْعَةِ الْاِسْلَامِ

হক পথ ও শরীয়তে-ইসলামের উপর আমাকে মজবুত রাখিও।

(١٨٠) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ تَمَامَ النِّعْمَةِ فِى الْاَشْيَاءِ كُلِّهَا

(১৮০) আয় আল্লাহ্! সমস্ত জিনিসের মধ্যে তোমার নেয়ামত আমি পূর্ণমাত্রায় চাই

وَالشُّكْرَلَكَ عَلَيْهَا حَتّٰى تَرْضٰى وَبَعْدَ الرِّضٰى

এবং সমস্ত নেয়ামতের শোকর আদায় করিবার তওফিকও চাই এবং তোমার সন্তুষ্টিও চাই এবং সন্তুষ্টির পথে ইহাও চাই–

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

الْخِيَرَةَ فِىْ جَمِيْعِ مَايَكُوْنُ فِيْهِ الْخِيَرَةُ وَلِجَمِيْعِ

যে সমস্ত জিনিসের মধ্যে ভাল এবং মন্দ আছে তাহার মধ্য হইতে আমার সমস্ত ভালটি তুমি বাছিয়া লও এবং আমার সব

مَيْسُوْرِ الْاُمُوْرِ كُلِّهَا لَابِمَعْسُوْرِهَا يَاكَرِيْمُ

কাজ সহজ করিয়া দাও, আমার উপর কোন কাজ কঠিন করিও না– আমি তোমার নিকট এই প্রার্থনাই করি, হে করীম!

(١٨١) اَللّٰهُمَّ فَالِقَ الْاِصْبَاحِ وَجَاعِلَ اللَّيْلِ سَكَنًا وَّالشَّمْسَ

(১৮১) আয় আল্লাহ্! তুমি রাত্রের অন্ধকার দূর করিয়া প্রভাতের আলো আনয়ন কর আমাদের আরামের জন্য এবং তুমিই সূর্য

وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا قَوِّنِىْ عَلَى الْجِهَادِ فِىْ سَبِيْلِكَ

ও চন্দ্রকে হিসাব ঠিক রাখিবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছ; এই মহাশক্তি বলে তুমি আমাকে তোমার রাস্তায় জেহাদ করিবার শক্তি দান কর।

(١٨٢) اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ فِىْ بَلَآئِكَ وَ

(১৮২) আয় আল্লাহ্! তোমার প্রশংসা করি তুমি যে সব

صَنِيْعِكَ اِلٰى خَلْقِكَ وَلَكَ الْحَمْدُ فِىْ بَلَآئِكَ وَ

পরীক্ষা ও উপকার করিতেছ তোমার সৃষ্টির (সমস্ত লোকের) তজ্জন্য; এবং তোমার প্রশংসা করি যে সব পরীক্ষা ও

صَنِيْعِكَ اِلٰٓى اَهْلِ بُيُوْتِنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فِىْ بَلَآئِكَ

উপকার করিতেছ আমাদের পরিবার-পরিজনের তজ্জন্য;এবং তোমার প্রশংসা করি যে সব পরীক্ষা

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

وَصَنِيْعِكَ اِلَىٰٓ اَنْفُسِنَا خَاصَّةً وَّلَكَ الْحَمْدُ بِمَا

এবং উপকার করিতেছে বিশেষরূপে আমাদের নিজেদের তজ্জন্য; এবং তোমার প্রশংসা করি তুমি যে ধর্মের

هَدَيْتَنَا وَلَكَ الْحَمْدُ بِمَآ اَكْرَمْتَنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

পথ আমাদের প্রদর্শন করিয়া তাহার উপর কায়েম রাখিয়াছ তজ্জন্য। তোমার প্রশংসা ও শোকর করি তুমি যে আমাদিগকে সম্মান দান করিয়াছ তজ্জন্য। তোমার প্রশংসা ও শোকর করি

بِمَا سَتَرْتَنَا وَلَكَ الْحَمْدُ بِالْقُرْاٰنِ وَلَكَ الْحَمْدُ

তুমি যে আমাদের দোষসমূহ ঢাকিয়া রাখিয়াছ তজ্জন্য এবং তোমার প্রশংসা ও শোকর করি তুমি যে আমাদিগকে কোরআন দান করিয়াছ তজ্জন্য; এবং তোমার প্রশংসা ও শোকর করি

بِالْاَهْلِ وَالْمَالِ وَلَكَ الْحَمْدُ بِالْمُعَافَاةِ وَلَكَ

তুমি যে আমাদিগকে ধন-জন দান করিয়াছ তজ্জন্য; এবং তোমার প্রশংসা ও শোকর করি তুমি যে আমাদিগকে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে রাখিয়াছ তজ্জন্য; এবং তোমার

الْحَمْدُ حَتّٰى تَرْضٰى وَلَكَ الْحَمْدُ اِذَا رَضِيْتَ

প্রশংসা ও শোকর করি যাবত না তুমি সন্তুষ্ট হও এবং তোমার প্রশংসা ও শোকর করি তোমার সন্তুষ্ট হওয়ার পরেও।

يَاۤ اَهْلَ التَّقْوٰى وَاَهْلَ الْمَغْفِرَةِ (١٨٣) اَللّٰهُمَّ

হে আল্লাহ্! তুমিই গুনাহ্ মাফকারী দয়ার সাগর এবং তোমার ভয় সর্বদা জাগরিত রাখা উচিত। (১৮৩) আয় আল্লাহ্!

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

وَفِّقْنِىْ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ وَ

আমাকে তওফিক দাও তোমার পছন্দানুরূপ কথা বলিবার, তোমার পছন্দানুরূপ আমল ও কাজ করিবার

الْفِعْلِ وَالنِّيَّةِ وَالْهَدْىِ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

তোমার পছন্দানুরূপ নিয়্যত করিবার, তোমার পছন্দানুরূপ চাল-চলন অবলম্বন করিবার; তুমি-ত সর্বশক্তিমান।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنْ خَلِيْلٍ مَّاكِرٍ عَيْنَاهُ

আয় আল্লাহ্! আমাকে এমন দোস্ত হইতে বাঁচাইয়া রাখ যে উপরে উপরে ত আমার সহিত দুস্তি রাখে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে শত্রুতা রাখে– তাহার চক্ষু সর্বদা

تَرَيَانِىْ وَقَلْبُهٗ يَرْعَانِىْ اِنْ رَّاٰى حَسَنَةً دَفَنَهَا وَ

আমার প্রতি তাক লাগাইয়া থাকে এবং তাহার মন আমার প্রতি ধ্যান জমাইয়া থাকে; যখন আমার গুণ বা ভাল অবস্থা দেখে তখন সে তাহা ঢাকিয়া রাখে বা নষ্ট করিয়া দিতে চায় এবং

اِنْ رَّاٰى سَيِّئَةً اَذَاعَهَا اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنَ

যখন কোন দোষ দেখে সে তাহা প্রকাশ করিয়া দেয়। আয় আল্লাহ্! আমাকে বাঁচাইয়া রাখ

الْبُؤْسِ وَالتَّبَاؤُسِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنْ

দরিদ্রতা এবং পর-প্রত্যাশা ও নকল দরিদ্র সাজার অভ্যাস হইতে। আয় আল্লাহ্! বাঁচাইয়া রাখ আমাকে

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

اِبْلِيْسَ وَجُنُوْدِهٖ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنْ

ইবলীস শয়তান এবং তাহার লোক-লস্কর হইতে। আয় আল্লাহ্! আমাকে বাঁচাইয়া রাখ

فِتْنَةِ النِّسَآءِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ تَصُدَّ

স্ত্রী জাতির ফেতনা (মোহ) হইতে। আয় আল্লাহ্! আমি পানাহ্ চাই- তুমি যেন ফিরাইয়া না নেও

عَنِّىْ وَجْهَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُبِكَ

কিয়ামতের দিন তোমার দৃষ্টি ও অনুগ্রহ আমা হইতে। আয় আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট পানাহ্ চাই

مِنْ كُلِّ عَمَلٍ يُّخْزِيْنِىْ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ كُلِّ

যে কাজে আমায় শরমিন্দা বা অপমানিত হইতে হয় সেই কাজ হইতে আমাকে দূরে রাখ। আমি তোমার নিকট পানাহ্ চাই-

صَاحِبٍ يُّؤْذِيْنِىْ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ كُلِّ اَمَلٍ

যে সঙ্গি আমাকে কষ্ট দেয় সেইরূপ সঙ্গী হইতে আমাকে দূরে রাখ। আর আমি তোমার নিকট পানাহ্ চাই- যে দীর্ঘ আশা

يُّلْهِيْنِىْ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ كُلِّ فَقْرٍ يُّنْسِيْنِىْ وَاَعُوْذُبِكَ

আমাকে আখেরাতের চিন্তা ভুলাইয়া দেয় সেইরূপ দীর্ঘ আশা হইতে আমাকে বাঁচাইযা রাখ। আর আমি তোমার নিকট পানাহ্ চাই- যে দরিদ্রতা আমাকে বে-ছবর ধৈর্যহীন বা বে-দ্বীন বানাইয়া দেয় সেইরূপ দরিদ্রতা হইতে আমাকে বাঁচাইয়া রাখ। আর আমি তোমার পানাহ্ চাই-

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

مِنْ كُلِّ غِنًى يُّطْغِيْنِىْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْۤ اَعُوْذُبِكَ

যে অর্থশালীতা আমাকে খোদার নাফরমান বানাইয়া দেয় সেইরূপ অর্থশালীতা হইতে আমাকে দূরে রাখ। আয় আল্লাহ্! আমি তোমার আশ্রয় চাই

مِنْ مَّوْتِ الْهَمِّ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ مَّوْتِ الْغَمِّ ـ

(দুনিয়ার) ভাবনা চিন্তার মৃত্যু হইতে।

সপ্তম মঞ্জিল

(শুক্রবার)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(١٨٤) يَارَبِّ يَارَبِّ اَللّٰهُمَّ يَا كَبِيْرُ يَا سَمِيْعُ

(১৮৪) ইয়া রাব! ইয়া রাব!! ইয়া রাব!!! আয় আল্লাহ্! হে মহান আল্লাহ্! হে সর্বশ্রোতা আল্লাহ্!

يَا بَصِيْرُ يَا مَنْ لَّاشَرِيْكَ لَهٗ وَلَا وَزِيْرَ لَهٗ وَ

হে সর্বদর্শী আল্লাহ্! ওহে সেই খোদা যাহার কোন শরীক নাই, যাহার কোন উযীর নাই।

يَاخَالِقَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ الْمُنِيْرِ وَيَاعِصْمَةَ الْبَائِسِ

হে সূর্যের সৃষ্টিকর্তা! হে উজ্জ্বল চন্দ্রের সৃষ্টিকর্তা! হে অনাথের সহায়

الْخَائِفِ الْمُسْتَجِيْرِ وَيَا رَازِقَ الطِّفْلِ الصَّغِيْرِ

হে বিপদের কাণ্ডারী, হে ভয়াক্রান্তের ভয় দূরকারী, হে নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, হে অবোধ শিশুর রিয্‌কদাতা

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

وَيَا جَابِرَ الْعَظِيْمِ الْكَسِيْرِ اَدْعُوْكَ دُعَاءَ

হে ভাঙ্গা হাড় জোড়ানেওয়ালা! আমি তোমাকে ডাকিতেছি

الْبَائِسِ الْفَقِيْرِ كَدُعَاءِ الْمُضْطَرِّ الضَّرِيْرِ اَسْئَلُكَ

মোহ্‌তাজ বেকার বিপদগ্রস্তের মত প্রার্থনা করিতেছি

بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ وَبِمَفَاتِيْحِ الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ

আপনার মহান আরশের পায়ার বন্ধনের অসিলায় এবং আপনার কিতাবের রহমতের কুঞ্জির অসিলায়

وَبِالْاَسْمَاءِ الثَّمَانِيَةِ الْمَكْتُوْبَةِ عَلٰى قَرْنِ الشَّمْسِ

এবং আপনার সেই আট নামের অসিলায় যাহা সূর্যের চেহারায় লিখা রহিয়াছে (এই প্রার্থনা করিতেছি)

اَنْ تَجْعَلَ الْقُرْاٰنَ رَبِيْعَ قَلْبِىْ وَجَلَاءَ حُزْنِىْ

যে, কোরআন শরীফকে আমার দিলের বাহার এবং আমার চিন্তা দূরকারী বানাইয়া দেন।

(١٨٥) رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا (كَذَا وَكَذَا) يَا مُوْنِسَ

(১৮৫) আয় আল্লাহ্! আমাদিগকে দুনিয়াতে অমুক অমুক বস্তু দান করুন। ওহে সহানুভূতিশীল

* বন্ধনীর মধ্যবর্তী শব্দদ্বয়ের অর্থ "অমুক অমুক" অতএব, ইহা উচ্চারণের সময় অন্তরের বিভিন্ন ভাল উদ্দেশ্যের প্রতি খেয়াল রাখিবে।

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

كُلِّ وَحِيْدٍ وَّيَا صَاحِبَ كُلِّ فَرِيْدٍ وَّيَا قَرِيْبًا غَيْرَ بَعِيْدٍ

প্রত্যেক একাকীর প্রতি, ওহে সাথী প্রত্যেক একাকীর, ওহে নিকটবর্তী যিনি দূরবর্তী নহেন

وَّيَا شَاهِدَ غَيْرَ غَآئِبٍ وَّيَا غَالِبًا غَيْرَ مَغْلُوْبٍ

ওহে উপস্থিত– যিনি গায়েব নহেন, ওহে জয়ী– যিনি পরাজিত নহেন,

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ يَا

ওহে চিরজীবিত চিরস্থায়ী, ওহে বুজুর্গী ও ইজ্জতওয়ালা, ওহে

نُوْرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ يَا بَدِيْعَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ

আকাশ ও পাতালের নূর, ওহে আসমান ও যমিনের সৌন্দর্য,

يَا قَيَّامَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ يَا ذَالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ يَا

ওহে আসমান ও যমিনের স্থিতি রক্ষাকর্তা, ওহে বুযুর্গী ও ইজ্জতওয়ালা ওহে

صَرِيْخَ الْمُسْتَصْرِخِيْنَ وَمُنْتَهَى الْعَآئِذِيْنَ الْمُفَرِّجُ عَنِ

ফরিয়াদীর পক্ষে প্রতিশোধ গ্রহণকারী, ওহে আশ্রয় প্রার্থীর চরম আশ্রয়স্থল– ওহে সান্ত্বনা দানকারী

الْمَكْرُوْبِيْنَ وَالْمُرَوِّحُ عَنِ الْمَغْمُوْمِيْنَ وَمُجِيْبَ

পেরেশানদের, ওহে চিন্তিতদের শান্তিদাতা, ওহে দোয়া কবুলকারী

دُعَآءِ الْمُضْطَرِّيْنَ وَيَا كَاشِفَ الْمَكْرُوْبِ وَيَآ اِلٰهَ

অস্থিরদের, ওহে কষ্ট প্রাপ্তদের কষ্ট দূরকারী, ওহে মালিক

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

اَلْعَالَمِيْنَ وَيَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ مَنْزُوْلٌ بِكَ كُلُّ حَاجَةٍ

সারা জাহানের, ওহে রাহমানুর রাহীম! আপনার নিকটই সকল প্রয়োজন পেশ করা যাইতেছে।

(١٨٦) اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ خَالِقٌ عَظِيْمٌ اِنَّكَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

(১৮৬) আয় আল্লাহ্! আপনি শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা সব কিছুই শুনেন ও জানেন

اِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ اِنَّكَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

আপনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু, আপনি আরশে-আযীমের মালিক!

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ الْبَرُّ الْجَوَادُ الْكَرِيْمُ اغْفِرْ لِيْ وَ

হে আল্লাহ্! আপনি দাতা ও দয়ালু, আমাকে ক্ষমা করুন এবং

ارْحَمْنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَاسْتُرْنِيْ وَ

আমায় দয়া করুন, আমাকে সুখ-শান্তি দান করুন, আমাকে রিয্ক দান করুন, আমার দোষসমূহ ঢাকিয়া রাখুন এবং

اجْبُرْنِيْ وَارْفَعْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَلَا تُضِلَّنِيْ وَ

আমার ক্ষতিপূরণ করুন, আমাকে উন্নত করুন, আমাকে হেদায়েত দান করুন, আমাকে গুমরাহী হইতে বাঁচাইয়া রাখুন

اَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

এবং আমাকে আপনার রহমতের দ্বারা বেহেশতে দাখিল করুন— ওহে দয়ার সাগর!

اِلَيْكَ رَبِّ فَحَبِّبْنِيْ وَفِيْ نَفْسِيْ لَكَ فَذَلِّلْنِيْ

ওহে পালনকর্তা! আমাকে নিজ মাহ্বুব বানাইয়া নিন এবং আমার নফছের (প্রবৃত্তির) মোকাবেলায় আমাকে আপনার ফরমাবরদার বানাইয়া নিন।

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

وَفِى اَعْيُنِ النَّاسِ فَعَظِّمْنِى وَمِنْ سَيِّئِ الْاَخْلَاقِ লোকের নজরে আমাকে সম্মানিত করুন। মন্দ স্বভাব হইতে
فَجَنِّبْنِى اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ سَئَلْتَنَا مِنْ اَنْفُسِنَا مَا আমাকে বাঁচাইয়া রাখুন। আয় আল্লাহ্! আপনি আমাদের প্রতি যেই কাজের আদেশ করিয়াছেন তাহা
لَانَمْلِكُهٗ اِلَّا بِكَ فَاَعْطِنَا مِنْهَا مَا يُرْضِيْكَ عَنَّا আপনার তওফিক দান ছাড়া আমাদের করিবার ক্ষমতা নাই, সুতরাং তাহার মধ্যে যাহা দ্বারা আপনাকে রাজী করা যায় আমাকে তাহার তওফিক দান করুন।
(١٨٧) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ اِيْمَانًا دَائِمًا وَّاَسْئَلُكَ (১৮৭) আয় আল্লাহ্! আমি চাই আপনার নিকট চিরস্থায়ী ঈমান এবং চাই
قَلْبًا خَاشِعًا وَاَسْئَلُكَ يَقِيْنًا صَادِقًا وَّاَسْئَلُكَ বিনম্র অন্তঃকরণ, সত্য ইয়াক্বীন এবং চাই
دِيْنًا قَيِّمًا وَّاَسْئَلُكَ الْعَافِيَةَ مِنْ كُلِّ بَلِيَّةٍ وَّ সরল ধর্ম ও সকল বালা-মুসিবত হইতে শান্তি। আর
اَسْئَلُكَ دَوَامَ الْعَافِيَةِ وَاَسْئَلُكَ الشُّكْرَ عَلَى الْعَافِيَةِ আমি আপনার নিকট চাই চিরশান্তি এবং সেই শান্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা।
وَاَسْئَلُكَ الْغِنٰى عَنِ النَّاسِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْتَغْفِرُكَ আর আমি মানুষের মুখাপেক্ষী না হওয়ার প্রার্থনা করিতেছি। আয় আল্লাহ্! আমি মাফ চাহিতেছি

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

لِمَا تُبْتُ اِلَيْكَ مِنْهُ ثُمَّ عُدْتُّ فِيْهِ وَاَسْتَغْفِرُكَ

ঐ সকল গুনাহ্ হইতে যাহা হইতে আমি তওবা করিয়া পুনরায় তাহা করিয়াছি এবং মাফ চাহিতেছি

لِمَآ اَعْطَيْتُكَ مِنْ نَّفْسِىْ ثُمَّ لَمْ اُوْفِ لَكَ بِهٖ

ঐ সকল ওয়াদা খেলাফীর জন্যও যে সকল ওয়াদা আপনার নিকট করিয়া আমি তাহার খেলাফ করিয়াছি

وَاَسْتَغْفِرُكَ لِلنِّعَمِ الَّتِىْ تَقَوَّيْتُ بِهَا عَلٰى

এবং ঐ সকল নেয়ামত সম্বন্ধেও মাফ চাহিতেছি যাহা পাইয়া শক্তি লাভ করিয়াছি

مَعْصِيَتِكَ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ خَيْرٍ اَرَدْتُّ بِهٖ وَجْهَكَ

আপনার নাফরমানী করিতে এবং ঐ সকল নেক কাজ সম্পর্কেও মাফ চাহিতেছি যাহা খালেছ আপনার জন্য করিতে চাহিয়াছি

فَخَالَطَنِىْ فِيْهِ مَالَيْسَ لَكَ اَللّٰهُمَّ لَا تُخْزِنِىْ

কিন্তু তাহাতে গায়রুল্লাহ্‌র তথা অন্য উদ্দেশের মিশ্রণ হইয়া গিয়াছে। আয় আল্লাহ্! আমাকে অপদস্ত করিবেন না;

فَاِنَّكَ بِىْ عَالِمٌ وَّلَا تُعَذِّبْنِىْ فَاِنَّكَ عَلَىَّ قَدِيْرٌ

কেননা, আপনি আমাকে জানেন এবং আমাকে আযাব দিবেন না, কেননা, আপনি ত আমার উপর শক্তিমান।

(١٨٨) اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبَّ

(১৮৮) ওহে মা'বূদ! ওহে পরওয়ারদেগার সাত আসমানের! ওহে পরওয়ারদেগার

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ كُلَّ مُهِمٍّ مِّنْ حَيْثُ

আরশে-আযীমের! আয় আল্লাহ্! আপনি আমার যাবতীয় কাজে যথেষ্ট হইয়া যান– আপনি যেমনভাবে

شِئْتَ وَمِنْ اَيْنَ شِئْتَ حَسْبِىَ اللّٰهُ لِدِيْنِىْ

চাহেন এবং যে স্থান হইতে চাহেন। আল্লাহ্ পাকই আমার দ্বীনের জন্য যথেষ্ট,

حَسْبِىَ اللّٰهُ لِدُنْيَاىَ حَسْبِىَ اللّٰهُ لِمَا اَهَمَّنِىْ

আমার দুনিয়ার জন্য যথেষ্ট, আমার যাবতীয় চিন্তা-ভাবনার জন্য যথেষ্ট

حَسْبِىَ اللّٰهُ لِمَنْ بَغٰى عَلَىَّ حَسْبِىَ اللّٰهُ لِمَنْ حَسَدَنِىْ

এবং আমার উপর কেহ অত্যাচার করিলে তাহার জন্য যথেষ্ট, আমার উপর কেহ হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করিলে তজ্জন্য যথেষ্ট,

حَسْبِىَ اللّٰهُ لِمَنْ كَادَنِىْ بِسُوْٓءٍ حَسْبِىَ اللّٰهُ

আমাকে কেহ মন্দভাবে ধোকা দিলে তার জন্য যথেষ্ট

عِنْدَ الْمَوْتِ حَسْبِىَ اللّٰهُ عِنْدَ الْمَسْئَلَةِ فِى الْقَبْرِ

আমার মৃত্যু সময়ে তিনি যথেষ্ট, কবরের সওয়ালের সময় যথেষ্ট,

حَسْبِىَ اللّٰهُ عِنْدَ الْمِيْزَانِ حَسْبِىَ اللّٰهُ عِنْدَ الصِّرَاطِ

মীযানের নিকট যথেষ্ট, পুলসিরাতের নিকট যথেষ্ট।

حَسْبِىَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ

আল্লাহ্ আমার জন্য সকল সময়ই যথেষ্ট, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনই মা'বূদ নাই। তাঁহার উপর ভরসা করিতেছি; তিনিই

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ (١٨٩) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ

মহান আরশের মালিক। (১৮৯) আয় আল্লাহ্! আমি

اَسْئَلُكَ ثَوَابَ الشَّاكِرِيْنَ وَنُزُلَ الْمُقَرَّبِيْنَ وَ

আপনার নিকট চাই শোকর গুযারিশকারীদের মত ছওয়াব এবং বিশিষ্ট মেহ্মানদের মত মেহ্মানদারী এবং

مُرَافَقَةَ النَّبِيِّيْنَ وَيَقِيْنَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَذِلَّةَ الْمُتَّقِيْنَ

আম্বিয়াদের সঙ্গ লাভ এবং ছিদ্দীকগণের মত একীন, মোত্তাকীনদের মত নম্রতা

وَاِخْبَاتَ الْمُوْقِنِيْنَ حَتّٰى تَوَفَّانِىْ عَلٰى ذٰلِكَ

এবং একীনওয়ালাদের মত খুশু'-খুযু' (আল্লাহর প্রতি অনুরাগ); যে পর্যন্ত না আমার মৃত্যু আসে আমাকে এই অবস্থার উপর রাখুন

يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ (١٩٠) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ

ওহে দয়ার সাগর, রাহ্মানুর রাহীম। (১৯০) আয় আল্লাহ্! আমি

بِنِعْمَتِكَ السَّابِقَةِ عَلَىَّ وَبَلَآئِكَ الْحَسَنِ الَّذِى

আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি– আমার উপর আপনার পূর্বের নেয়ামতের অসিলায় এবং ভাল পরীক্ষার অসিলায় যে

اِبْتَلَيْتَنِىْ بِهٖ وَفَضْلِكَ الَّذِىْ فَضَّلْتَ عَلَىَّ اَنْ

পরীক্ষা আমার আপনি লইয়াছেন এবং আমার উপর যে সকল মেহেরবানী করিয়াছেন সেই সকলের অসিলায়, প্রাথনা এই যে,

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

تُدْخِلَنِى الْجَنَّةَ بِمَنِّكَ وَفَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ (١٩١) اَللّٰهُمَّ

আমাকে আপনার মেহেরবানী ফযল ও রহমতের দ্বারা বেহেশতে দাখেল করিয়া দিবেন। (১৯১) আয় আল্লাহ্!

اِنِّىْ اَسْئَلُكَ اِيْمَانًا دَائِمًا وَّهُدًى قَيِّمًا وَّعِلْمًا نَّافِعًا

আমি আপনার নিকট স্থায়ী ঈমান, ধীর-স্থির হেদায়েত এবং উপকারী ইল্‌ম প্রার্থনা করিতেছি।

(١٩٢) اَللّٰهُمَّ لَاتَجْعَلْ لِّفَاجِرٍ عِنْدِىْ نِعْمَةً اُكَافِيْهِ بِهَا

(১৯২) আয় আল্লাহ্! কোন বদকারের এহ্‌ছান আমার উপর রাখিবেন না যেন আমাকে তাহার প্রতিদান দিতে হয়

فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ (١٩٣) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ

দুনিয়া বা আখেরাতে (১৯৩) আয় আল্লাহ্! আমার গুনাহ্-খাতা মাফ করিয়া দিন

وَوَسِّعْ لِىْ خُلُقِىْ وَطَيِّبْ لِىْ كَسْبِىْ وَقَنِّعْنِىْ بِمَا

এবং আমার স্বভাব চরিত্র উন্নত করিয়া দিন, আমাকে হালাল রুযি দান করুন এবং আমি যেন সন্তুষ্ট থাকি উহাতেই

رَزَقْتَنِىْ وَلَا تُذْهِبْ طَلَبِىْ اِلٰى شَىْءٍ صَرَفْتَهُ عَنِّىْ

যাহা কিছু আমাকে দান করিয়াছেন এবং যাহা আমা হইতে সরাইয়া নিয়াছেন (তকদীরে নাই) তাহার জন্য যেন আমি বৃথা দৌড়াদৌড়ি না করি।

(١٩٤) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَجِيْرُكَ مِنْ جَمِيْعِ كُلِّ شَىْءٍ خَلَقْتَ

(১৯৪) আয় আল্লাহ্! আমাকে রক্ষা করুন; দুনিয়ার সমস্ত জীব-জন্তু চিজ-বস্তু সবই আপনি পয়দা করিয়াছেন– এই সবের অনিষ্ট এবং অপকারিতা হইতে

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

وَاحْتَرِسُ بِكَ مِنْهُنَّ وَاجْعَلْ لِّىْ عِنْدَكَ وَلِيْجَةً

এবং ঐ সব হইতে আপনি আমাকে বাঁচাইয়া রাখুন এবং আমাকে আপনার নিকট বৈশিষ্ট্য দান করুন

وَّاجْعَلْ لِّىْ عِنْدَكَ زُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ وَّاجْعَلْنِىْ

এবং আপনার নিকট আমাকে একটু স্থান দান করুন এবং

مِمَّنْ يَّخَافُ مَقَامَكَ وَوَعِيْدَكَ وَيَرْجُوْ لِقَائَكَ

আপনার সামনে যে একদিন আমাকে দণ্ডায়মান হইয়া হিসাব দিতে হইবে এবং উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে যে শাস্তি পাইতে হইবে– এই ভয়টুকু সদা আমার মনে জাগরুক রাখুন এবং আপনার দীদারের আশা সদা আমার দিলে ভরিয়া রাখুন

وَاجْعَلْنِىْ مِمَّنْ يَّتُوْبُ اِلَيْكَ تَوْبَةً نَّصُوْحًا وَّ

এবং আয় আল্লাহ্! আমাকে খাঁটি তওবা করিবার তওফিক দান করুন এবং

اَسْئَلُكَ عَمَلًا مُّتَقَبَّلًا وَّعِلْمًا نَّجِيْحًا وَّسَعْيًا مَّشْكُوْرًا

আমাকে মকবূল নেক আমল করিবার তওফিক দান করুন। আমাকে কার্যকর ইলমের তওফিক দান করুন এবং প্রশংসনীয় চেষ্টার তওফিক দান করুন

وَّتِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ (١٩٥) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ

এবং এমন ব্যবসার তওফিক দান করুন যাহাতে লোকসান নাই। (১৯৫) আয় আল্লাহ্! আপনার নিকট এই ভিক্ষা চাই

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

فَكَاكَ رَقَبَتِىْ مِنَ النَّارِ اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى

যে,আমাকে দোযখ হইতে মুক্তি দিয়া দিবেন। আয় আল্লাহ্! আমাকে সাহায্য করিবেন

غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَسَكَرَاتِ الْمَوْتِ (١٩٦) اَللّٰهُمَّ

মৃত্যু যাতনার সময় এবং জীবন বাহির হইবার সময়। (১৯৬) আয় আল্লাহ্!

اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاَلْحِقْنِىْ بِالرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى

আমার সব গুনাহ্ মাফ করিয়া দিন, আপনার রহমতে আমাকে ডুবাইয়া রাখুন এবং উচ্চ শ্রেণীর দোস্তদের সঙ্গে আমাকে রাখিবেন। (তথা নবীগণ শহীদগণের সঙ্গে এবং অন্যান্য নেককারগণের সঙ্গে।)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا

আয় আল্লাহ্! আমাকে বাঁচাইয়া রাখিবেন– আমি যেন কোন কিছুকে আপনার শরীক না করি–

وَّاَنَا اَعْلَمُ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَآ اَعْلَمُ بِهٖ وَاَعُوْذُبِكَ

জানিয়া বুঝিয়া। আর না জানিয়া যাহা কিছু করিয়া থাকি তজ্জন্য আপনার নিকট মাফ চাই। আয় আল্লাহ্! আমাকে বাঁচাইয়া রাখুন

مِنْ اَنْ يَّدْعُوَا عَلَىَّ رَحِمٌ قَطَعْتُهَا-اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ

কোন আত্মীয়ের আত্মীয়তা ছেদন এবং তাহার বদ-দোয়া হইতে। আয় আল্লাহ্! আমি

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَنْ يَّمْشِىْ عَلٰى بَطْنِهٖ وَمِنْ شَرِّ

আপনার আশ্রয় গ্রহণ করি, অনিষ্ট হইতে ঐ সকল জীবের যে সকল জীব বুকের উপর ভর করিয়া চলে এবং অনিষ্ট হইতে

مَنْ يَّمْشِىْ عَلٰى رِجْلَيْنِ وَمِنْ شَرِّ مَنْ

ঐ সকল জীবের যে সকল জীব দুই পায়ে ভর করিয়া চলে এবং অনিষ্ট হইতে ঐ সব জীবের যে সকল জীব

يَّمْشِىْ عَلٰٓى اَرْبَعٍ-اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنِ امْرَاَةٍ

চারি পায়ে ভর করিয়া চলে। আয় আল্লাহ্! আমাকে বাঁচাইয়া রাখিবেন যে স্ত্রী

تُشَيِّبُنِىْ قَبْلَ الْمَشِيْبِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ وَّلَدٍ يَّكُوْنُ

আমাকে বার্ধক্যের পূর্বেই বৃদ্ধ করিয়া দেয় সেই স্ত্রী হইতে এবং যে সন্তান

عَلَىَّ وَبَالًا وَّاَعُوْذُبِكَ مِنْ مَّالٍ يَّكُوْنُ عَلَىَّ عَذَابًا

আমার জীবনের বিপদ হয় সেইরূপ সন্তান হইতে এবং যে ধন-সম্পদ আমার জন আজাব হয় সেইরূপ ধন-সম্পদ হইতে।

وَّاَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّكِّ فِى الْحَقِّ بَعْدَ الْيَقِيْنِ

আয় আল্লাহ্! আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি– হকের উপর একীন ও দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করার পর আবার যেন তাহাতে কোন সন্দেহের অসওয়াছা আমার দিলে আসিতে না পারে।

وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَاَعُوْذُبِكَ

আরও আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি, মরদুদ শয়তান হইতে। আয় আল্লাহ্! আমাকে রক্ষা করিবেন,

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

مِنْ شَرِّ يَوْمِ الدِّيْنِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنْ

কিয়ামতের দিনের ভীষণ ও ভয়াবহ অবস্থা হইতে। আয় আল্লাহ্! আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি।

مَّوْتِ الْفُجَاءَةِ وَمِنْ لَّدْغِ الْحَيَّةِ وَمِنَ السَّبْعِ

আমার মৃত্যু যেন হঠাৎ না হয়, সাপে কাটায় যেন মৃত্যু না হয়, হিংস্র জন্তুর হাতে আমার জীবন না যায়,

وَمِنَ الْغَرَقِ وَمِنَ الْحَرَقِ وَمِنْ اَنْ اَخِرَّ عَلٰى

আমি পানিতে ডুবিয়া, আগুনে পুড়িয়া বা উপর হইতে পতিত হইয়া যেন না মরি,

شَىْءٍ وَّمِنَ الْقَتْلِ عِنْدَ فِرَارِ الزَّحْفِ

বা জিহাদের ময়দান হইতে পিঠ দিয়া না মরি।

(খতম করার পর বলিবে–)

আয় আল্লাহ্! পূর্বে পঠিত দোয়াসমূহ হইতে যাহা হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ) ও হযরত মাওলানা শামছুল হক রাহমাতুল্লাহ আলাইহির উপযোগী উহা তাঁহাদের পক্ষে এবং সমুদয় দোয়া আজিজুল হক ও গোলাম আজম এবং তাহাদের ও আমার পরিবারবর্গের পক্ষে কবুল করিয়া লউন–আমীন!!

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

পরের তিনবারেও হাত উঠাইলে কোন ক্ষতি হইবে না কিন্তু হানাফী মযহাবে পরের তিনবারে হাত উঠাইবার নিয়ম নাই।

পথম তাকবীর বলিয়া হাত বান্ধিয়া সাধারণ নামাযের মতই "ছানা" পড়িবে। দ্বিতীয় তাকবীর বলিয়া নামাযের মধ্যে আত্তাহিয়্যাতুর সঙ্গে যে দুরূদ শরীফ পড়া হয় সেই দুরূদই পড়িবে। তৃতীয় তাকবীর বলিয়া মাইয়্যেত পূর্ণ বয়স্ক হইলে দোয়া পড়িবে ঃ–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا ـ اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ ـ

অর্থ ঃ হে খোদা! আমাদের সকলের গুনাহ্ মাফ করিয়া দাও, যে কেউ আমাদের মধ্যে জীবিত আছে, যে কেউ আমাদের মৃত হইয়াছে যে কেউ আমাদের উপস্থিত আছে, যে কেউ অনুপস্থিত আছে, আমাদের ছোট বড় স্ত্রী-পুরুষ সকলের গুনাহ্ তুমি মাফ করিয়া দাও। যে কেহ আমাদের জীবিত থাকে তাকে তুমি ইসলাম ধর্মের উপর জীবিত রাখ এবং যে কেউ আমাদের মৃত হয় তাকে তুমি ঈমানের সাথে মৃত্যু দিও।

দ্বিতীয় দোয়া– (মাইয়াতের পক্ষে অতি উত্তম দোয়া)

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهٗ وَارْحَمْهُ وَعَافِهٖ وَاعْفُ عَنْهُ وَاَكْرِمْ نُزُلَهٗ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهٗ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاۤءِ الثَّلْجِ

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

وَالْبَرْدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَاَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهِ وَاَهْلًا خَيْرًا مِّنْ اَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهِ وَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَاَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ ـ

মাইয়্যেত স্ত্রীলোক হইলে প্রত্যেকটি ه স্থলে ها পড়িবে।

অর্থ ঃ হে খোদা! এই মৃত ব্যক্তির সমস্ত গুনাহ্ তুমি মাফ করিয়া দাও, তাহার উপর তোমার রহমত নাযিল কর, তাহাকে আরামে রাখ, তাহার সমস্ত পাপ ক্ষমা কর, তাহাকে সম্মান দান কর, তাহার স্থানকে কোশদা করিয়া দিও, তাহাকে সমস্ত পাপের ময়লা হইতে সাদা কাপড়ের মত ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া দাও; দুনিয়ার বাড়ীর চেয়ে ভাল বাড়ী দুনিয়ার পরিজনের চেয়ে ভাল পরিজন, দুনিয়ার সাথীর চেয়ে ভাল সাথী তাহাকে দান কর এবং ক্ববরের আযাব হইতে ও দোযখের আযাব হইতে মুক্তি দিয়া তাহাকে বেহেশতে দাখেল করিয়া দাও।

মাইয়্যেত নাবালেগ হইলে এই দোয়া পড়িবে

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا ـ

মাইয়্যেত যদি অল্প বয়স্কা মেয়ে হয় তবে ه স্থলে ها পড়বে এবং شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا স্থলে شَافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً পড়িবে।

www.muslimdm.com